উড়ন্ত তরবারি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

BanglaBook.org

উড়ন্ত তরবারি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৪
প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 81-7215-230-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৩০·০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সূচীপত্র

উড়ন্ত তরবারি ৯
গুপ্তধনের গুপ্তকথা ৪৭
হিরের চেয়েও দামি ১০৫

স্নেহের নীলাঞ্জনাকে

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

উড়ন্ত তরবারি

তারাপদকে নিয়ে গল্প লেখা যায় এমন মনে হত। গল্প লিখে মনে হয়েছে, তারাপদকে ঠিক-ঠিক প্রকাশ করা যায়নি। সে একবার দেখা হলে বলেছিল, "আমারে নিয়া কথা চাউর করে দিলেন কর্তা, কিন্তু কথাখান ঠিক ওড়াউড়ি করল না। বাতাসে ভেইসে গেল।"

আসলে তারাপদ বলতে চায়, সে যা, গল্পে তা ধরা পড়েনি।

সে বলত, "আমার বুড়াকাল, কাজের না আমি, ঠিক কথা না কর্তা। কাজ দিলে সব পারি। দেয় না। তারাপদ তুই পারবি না। চোখে দেখতে পাস না, হাত কাঁপে, হেঁসোতে তর ধার নাই। ধার নাই কইলেই আমি মাথা পাতব কেন কন।" বলে সে তার গামছাখান দেখাত।

"গামছাখান পরতে দিয়েছে মা ঠাকরুন। বছরকার দিন বলে কথা।" দেখা হলে এমনও বলত। বাড়ি গেলে সে ঠিক হাজির। সঙ্গে হুকুম। "কর্তা পুরান দুরান কিছু থাকে ত দিয়া যাবেন।" ঠাণ্ডায় তারাপদ কাবু। আর কাউরে সে ডরায় না। পুরনো পাজামা পাঞ্জাবি দিলে মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে ভরে যেত। বাড়ি-বাড়ি যেত,,দেখাত, "ঠাকুরবাড়ির মাইজা কর্তার দয়া।"

তারাপদর জীবন এ-রকমেরই। উচ্ছিষ্ট যা কিছু সবই তারাপদ সাদরে দু'হাত পেতে নেয়।

সেই তারাপদ হাঁটছে। শীতকাল। গায়ের চাদরখানা কে দিয়েছে, চাউর হয়ে গেছে। "চাদরের বুনোট কত মজবুত, আর ঠাসা! যা-তা জিনিস সাবর্ণদিদি দেওয়ার মানুষ না। তারাপদ শীতে কষ্ট পায়—কথাখান মনে রেখেছিল দিদি।"

কার্তিকের গোড়াতেই সে চাদরটা পেয়ে ধন্য। জায়গায়-জায়গায় রিপু করা—তা তারাপদর জীবনে রিপু ছাড়া আর আছেটা কী। গেরস্ত

BanglaBook.org

মানুষের বিপদে-আপদে তার ডাক পড়ে। সে চালপড়া, বাটি-চালান, জলপড়া থেকে রাতের বেলা পরি পর্যন্ত নামাতে পারে।

তবে জ্যোৎস্না রাতে তারাপদ এমন সব তাজ্জব ঘটনার সাক্ষী থাকে বলে, কেউ বিশ্বাসই করে না, তারাপদ পরি নামাতে পারে। পরিদের সঙ্গে নেত্য করতে পারে—ইচ্ছে করলে পরিদের মতো উড়েও যেতে পারে।

"তারাপদ, একদম মিছে কথা বলবি না। তুই পরি নামাতে পারিস !"

তারাপদ হাতজোড় করে বলত, "আজ্ঞে পারি। তারাপদর কথায় বিশ্বাস না হয়, চলে আসেন মধ্যরাতে—সুনসান বসুমতী—গাছের পাতা নড়ে না, পোকামাকড়ে ঝিম মাইরা থাকে, আর ফকফকে সাদা জ্যোৎস্না চাই—সঙ্গে গণ্ডাচারেক পান-সুপারি—হলুদ বরণের করবী গোটা গণ্ডা দুই, শ্বেত শিমুলের ছাল—ধূপের ধোঁয়া, ফুলের রস লাগে আর লাগে একখানা জগৎসভায় মনকাড়া রূপসী কন্যা—এইসব মিলা গেলে তারাপদ পরি নামাতে পারে না তো ওস্তাদের দোহাই।"

"বড্ড বকবক করিস তারাপদ। নিষ্কর্মার ব্যাটা তুই, ছল চাতুরি ছাড়।"

সে কথা বাড়ায় না। কেবল বিড়বিড় করে বকে। "যা মনে লয় বলেন। পারি না তো জলপড়া চালপড়া খান ক্যান ! অ তারাপদ, তর ছোড়দির গলার চেনহার পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তো রা করছে না। বিহিত করতে পারিস তো ইনাম মিলে যাবে।"

তখনই তারাপদর কেরামতি। তারাপদর ইজ্জত। আসছে আসছে। তারাপদ আসছে। মাথায় পাগড়ি—গামছাখান গলায় ঝোলে না। মাথার পাগড়ি হয়ে যায়। হেঁসোখানা হাতে থাকে না। থাকে তার বজ্রমুষ্টি। চালের কিসিম সে পোড়ামাটিতে ঝালিয়ে ছাতু করে এনেছে। পরনে খোঁট। পায়ে টায়ারের চটি।

এসেই হাঁক, "কই গো বিন্দামাসি, জল দ্যান একঘটি। কলাপাতা দ্যান সূর্যমুখী।"

"তা সূর্যমুখী কলাপাতা কোথায় পাওয়া যাবে তারাপদ ?"

"যান, পাবেন, সুধন্যার কাঁঠালি কলাগাছের ডিগ মেলেছে। সূর্যের

BanglaBook.org

পানে হেলে আছে, আনেন তারে কোলে তোলে। বিছিয়ে দেন—হা হা করলেন কী! গোবর লেইপে দেন। তেল-সিন্দূরে যমরাজের পট আঁকেন, আর ধান্য দূর্বা লাগে। সন্দেহভাজন যারে মনে লয় ফিসফিস কইরা কানে বইলা যান তারপর দেখি কোন বান্দা আছে চেনহার টসকাতে পারে। মন্ত্রের গুণে ধরা পড়ে হাঁসফাঁস না করে ত আমার নামে কুত্তা পুইষেন।"

তা নগেনের ব্যাটা ঠিক ধরা পড়ে গেল। বাড়িরই এক কর্তার ব্যাটা। বাইস্কোপের নেশা। ইস্কুলে যায় না। পালায়। সাইকেল চালিয়ে শহরে যায়। 'সূর্য' হলে নতুন ছবি এলেই কামাই নেই। ভো কাট্টা হয়ে যায়। তালজ্ঞান থাকে না। ইত্তা পিত্তা মানে না। হাতে পয়সার টান, করে কী! ছোড়দির চেনহারখানাই সই। স্নানের ঘরে ফেলে এসেছে—হাতের কাছে পেয়ে গাব। ব্যস, হরির লুট শুরু—বাইস্কোপ, রেস্টুরেন্টে মোগলাই পরটা—ঘুরেফিরে ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে বেলডাঙায়, না হয় লালবাগে সাইকেল মেরে পয়সা হজম।

তবে তারাপদ বলে কথা।

"অ হরেরাম, পুবমুখী হয়ে দাঁড়াও।"

"হাত জোড় করো।"

"ধর্মের নামে যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনি দাও।"

"এবারে হাত পাতো। চালপড়া চিবাও। যুধিষ্ঠিরের ব্যাটা হলে চাল ছাতু হবে। লালায় ভিজবে?"

"কী হল।"

"দেখি।" বলে হাতখানা পেতে দেয় মুখের সামনে। হজম করে ফেলেছে। না, হল না। "যাও। খালাস। বিন্দামাসি এইসে দাঁড়ান।"

বিন্দামাসি থরথর করে কাঁপছে। এখন গলা পাওয়া যায় না। তারাপদ বাড়ি ঢুকলে তো শকুন পড়ে বাড়িতে, ও বড় বউ, তারাপদ জঙ্গলে ঢুকে গেছে। কী তুলে নিচ্ছে! অরে তারাপদ, তর ঠ্যাং ভেঙে দেব রে। আসুক বড় কর্তা, তর সময়-অসময় নাই, বাগানে ঢুকে পড়েছিস! মুখপোড়া সব্বনেশের ব্যাটা, যমেরও অরুচি রে তুই।"

BanglaBook.org

এখন মজা বোঝো। তারাপদ চোর! তারাপদ না বলেকয়ে ফল পাকুড় চুরি করে। গাছের মরা ডাল ভাঙে। শেকড়-বাকড় খোঁজে। মরতে জায়গা পাস না, অধম্ম হবে রে! তারাপদরে দেখলেই চোপা।

বিন্দামাসি খুব কাহিল।

তারাপদর সেই একখানা কথা।

"পুবমুখী হয়ে দাঁড়াও।"

"হাত জোড় করো।"

"ধর্মের নামে যুধিষ্ঠিরের জয়ধ্বনি দাও।"

"তারপর চালপড়া চিবাও।"

"আরে চিবাও। মুখ নড়ে না ক্যান। মুখে সিটকানি তুইলে বসে থাকলে চলবে! হ্যাঁ, এই তো! চিবাও। চিবাও। এবারে দেখি। হাতে দাও।" তারাপদ হাত পেতে পিস্ট চালের গুঁড়ো দেখতে-দেখতে বলে, "যাও। খালাস।"

এজলাসে তারাপদ। চারপাশে ভিড়। গাঁয়ের মানুষজনের তামাশা বলতে শহরে বাইস্কোপ, সার্কাস, মেলা, পূজাপার্বণ—আর মাঝে-মাঝে ভোটের পরব—এসব তামাশার উপর চালপড়া জলপড়া বাড়তি তামাশা—হাজির মানুষজন।

তারাপদর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। সাদা কদমফুলের মতো থুতনি, চুল সাদা। প্রায় সে নিজেও বিলাতি ইঁদুর। চোখ কোটরগত—তবু এজলাসে সে ভারী তেজস্বী বিচারক। সবার প্রাণে আশঙ্কা, কারে না চোর বলে জাহির করে দেয়। "পেটান, গাছপেটা করেন, সব উগলে দেবে।"

জলচৌকিতে সে বসে থাকে। বজ্রমুষ্টি আলগা হলেই কাঁপন ধরে। এবার না কারে ডেকে কয়, "চিবাও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।"

"এই নগেনের ব্যাটা পালান, দেখি মুখখান।"

এজলাসে বসলে সে কাউকে তোয়াক্কা করে না। মনে হয় সে মন্ত্রবীজের উপাসক। তার কাছে দেবতা ঈশ্বর বাদে ওজনদার কে আর আছে! ভেতরে সে জুস পেয়ে যায়। মনুষ্য তুমি, মরণ-বাঁচনের লীলাখেলায় মেতে আছ, টের পাও না! অভাগা তারাপদরে দৌড়

BanglaBook.org

করাও। বোঝো এবার।

"চিবাও নগেনের ব্যাটা।"

"হাত জোড় করো।"

"পুবমুখী হয়ে দাঁড়াও।"

"চিবাও চিবাও। মুখ নড়ে না ক্যান! ছাতু করে জিভের আলে টসকে দাও। তারপর মণি, দেখি মুখখানা। দেখি। আরে গলার লালা, জিভের লালা গেল কোথা! ছাতু যে ওড়ে। অ বড়কর্তা, ধরে পেটান। গাছপেটা করেন। চেনহার কব্জা করে গলার নালি ফুটো করে ফেলেছে। থু-থু ফেল দেখি মণি। থু-থু। ফুটা নালিতে থু থু নাই গ!"

"শুধু ছাতু উড়ে। জিভ কণ্ঠ মরাকাঠ কর্তা। চেনহারখানা কোথায় উড়ে গেল মণি। সর্বসমক্ষে স্বীকার করে ফেল—দোষ খণ্ডন হয়ে যাক।"

পালান কাঁদো-কাঁদো গলায় উত্তর দেয়, "তারাপদদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমি কিছু জানি না।"

"ফের মিছা কথা!" তড়পে ওঠে তারাপদ।

"এ যে বিষম বিপদ বড়কর্তা। নিছে অথচ স্বীকারোক্তি নেই—এ হল গে মহাঅগ্নি, পেটে গেলে রক্ষা আছে। হাচা মিছা তুই যা হয় কয়ে দে। না হলে পেট ফেঁপে মরে পড়ে থাকবি। রাত্রিবাস হয়ে উঠবে না।"

তা মরণ বলে কথা।

পালান টের পায়, ঠিক জায়গায় তারাপদদা হাত দিয়ে ফেলেছে। মন্ত্রগুণ বলে কথা! ছাতুর কণা পেটে যায়নি কে বলবে! প্রাণের আশঙ্কা, মিছে কথা বললে।

সে স্বীকারোক্তি করলে, তারাপদ উঠে দাঁড়ায় বিজয়ী। "চেনহার খানা কার কাছে বিক্রি, কে গস্ত করেছে, যাও একবার তার কাছে..." এবং যখন বিবর্ণ মুখে পালান মাথা নিচু করে বসে থাকে, তারাপদ বজ্রমুষ্টি উজাড় করে দেয়। সে তার বাকি চালপোড়া ছড়িয়ে দেয় আকাশে। অজস্র কাক শালিখ নেমে আসে। সে তারপর কারও সঙ্গে কথা বলে না। হুজুর হাকিম হলেও না—মন্ত্রগুণে বিবশ তারাপদ—সে শুয়ে থাকে

BanglaBook.org

গাছতলায়। পালানই ডেকে নিয়ে যায়—দ্বিপ্রহরের ভোজ—সিধা এক কাঠা চাল, আলু, বেগুন, বাটিতে সরষের তেল। তারাপদর ডেরায় দিয়ে যায় কর্তার ফৌজিদার আলম।

তারপর মাসাধিককাল কেন, তারও বেশি, এমনকী মাস ছ-মাস আর চুরিচামারি থাকে না। হয় যে না, তা নয়, সিঁধ কেটে চুরি গেলে তারাপদ জোড়হাত করে বলবে, "আমার কম্ম লয়—পুলিশরে খবর দ্যান। ছিঁচকে চোর, পটকা চোর, বোটকা চোরের বেলা আমি আছি। সিঁদকাটা চোরের কথা জানে পুলিশ বাবারা। তেনাদের স্মরণ লেন। তেনারা জানেন সব।"

তার এভাবেই জীবন কাটে। সে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। "তা তোমার ছেইলের পেট কামড়ায়। জলপড়া নিয়ে যাও। শনিঠাকুরের ঘট বসাও। শকুনের পালক চূর্ণ করে খাওয়াও—তা তোমার মেয়েটার হাড়জিরজিরে চেহারা, ভেদবমি হয়ে যায় সব—তারকের মা গুণ করেছে। কলাপাতায় শেকড়বাকড় পুরে পরমান্ন মিশিয়ে খাইয়েছে। পেটে শেকড়বাকড় গজিয়ে গেছে। উপড়াতে হবে।" এবং সে নিজের হাতে জলপড়া খাইয়ে সবুজ জল গলগল করে পেট থেকে তুলে দিলে—পাঁচসিকা পয়সা। আসলে হাতসাফাই—কে আর বোঝে!

পরমায়ু বলে কথা। তারে দিতেথুতে না পারলে শরীরে লেপটে থাকবে কেন! বলবে, তারাপদ চলি রে। রাখতে পারলি না। দোষ দিস না। পেটে না পড়লে, শীতের উত্তুরে হাওয়া বয়। তর বুড়া জান রক্ষা হয় কী করে!

তা সে যাই করে পরমায়ুর লড়ালড়ি থেকে। সে হেঁসোতে ধার দেয়, পরমায়ুর জোরে। সে ঝোপজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, শেকড়বাকড় তোলে, গাছপাতায় থাকে সঞ্জীবনী সুধা—গিরিজা কবিরাজ পর্যন্ত রিকশা করে তার ডেরায় হাজির হয়—সব পরমায়ু। মানুষের পরমায়ু, গাছপালার পরমায়ু, পাখপাখালির পরমায়ু ঠুকরে খায় বলে, বাতাসে উড়ে যায় বলে, তার এই একখানা আফসোস, সে উড়তে পারে না। বরং ঝিম মেরে বসে থাকতে চায় তার পরমায়ু। যেন বলে আর কি, কামের বাড়, শকুনের হাড়। কোনও কাজে লাগে না।

BanglaBook.org

সে এই আতঙ্কে শ্যেনচক্ষু মেলে ধরে। "তা কর্তা শুনছি দীর্ঘকাল ঘরবন্দী। বাতে পঙ্গু। তেলখান দিয়ে গেলাম, সূর্যবীজের তেল, অমাবস্যায় পূর্ণিমায় বীজ ঝরে—তার কাঁদ দিয়ে তেল, মাখলে আরাম। এতে আমার একখানা উপকার করতে পারেন, কিছুটা পেরমায়ু জোগাড় হয়ে যায়। দু-চার টাকা হাত ফসকালে, আপনার জীবনলাভ হয়। আমারও পরমায়ু বাড়ে। শুনেতক মাথা গরম। আপনি পুণ্যবান মানুষ, ঘরে যা সব চলছে—টিকতে পারলাম না। চলে এলাম।"

তা আরাম কেউ পায়। কেউ পায় না। যে যেভাবে নেয়। তাড়াও খায় মাঝে-মাঝে। তখন তারাপদ উধাও। "ব্যাটা ঠকবাজ, রেড়ির তেলের কাঁদ দিয়ে বলে গেলি সূর্যবীজের তেল! গন্ধে ঘরে টেকা যায় না। দমবন্ধ হয়ে মরি আর কি!"

তারাপদ হাই তোলে। সে বসে আছে গাছের ছায়ায়। পাকা সড়কে গোরুর গাড়ি, সাইকেল, কখনও লরি—ডোমকলের বাস যায় ছুটে। এক দণ্ড কেউ তিষ্ঠোতে পারে না। কেবল লড়ালড়ি। সাঁঝে তারাবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে কে! জীবনের এই মজা দেখতে-দেখতে তারাপদ বোঝে, অন্ন চাই। পেটে কাল কিছু পড়েনি। রুবিদিদির বায়না, "তুমি তারাপদদা, পরি নামাতে পারো, আমারে পরি দেখাবা!"

সে তো রুবিদিদিকে কথা দিয়েছে, মরার বার না হলে পরি দেখাবেই।

এবং রুবিদিদির বাবা ধনঞ্জয় একদিন কড়া ধমক দিয়েছিলেন, "তারাপদ তুই মেয়েটার মাথায় কী ঢোকাচ্ছিস বল তো!"

"কী আবার ঢোকালাম!"

"তুই নাকি রুবিকে পরি দেখাবি বলেছিস!"

"তা দেখাতে পারি। আমার সঙ্গে বুঝ আছে দিদির। দেখতেই পারে।"

"তুই ওর মাথা খাস না। আজগুবি গল্প বলে ওর পড়ার বারোটা বাজাস না। কেবল পরি-পরি করে।"

"ক্যান পড়ে না?"

"কী পড়বে। কেবল ছবি আঁকে। আর কথা তার—তারাপদদা

BanglaBook.org

ইস্কুলে দিয়ে আসবে। কারও সঙ্গে যাব না। কী মজার-মজার গল্প বলে তারাপদদা। তার নাকি রাতে নাভিনিদ্রা হয়। নাভিনিদ্রা কী বাবা!"

তারাপদ বলল, "বলেছে বুঝি!"

"তাই তো বলল, তুই নাকি নাভিনিদ্রার সময় বাতাসে ভেসে চলে যাস। সটান শুয়ে থাকিস। ভেসে-ভেসে চলে যাস। যোগবলে তোর এটা হয়েছে। যোগটা করলি কবে!"

"এই তো দোষ ধনঞ্জয়কর্তা, খান, পরেন, অফিস করেন, কন্যারে ইংরাজি ইস্কুলে দিছেন, গাড়িতে তুলে দিলে রুবিদিদি চকোলেট দেয়—এই যে দেয়, কেন দেয় কন, প্রাণ বলে কথা। আপনার না থাকতে পারে, রুবিদিদির আছে। সবার তো সব থাকে না। আমার জন্য বসে থাকে ক্যান বলেন—তারাপদদা হাত ধরে পাকা সড়কে ইস্কুলের গাড়িতে দিয়ে আসবে। আর কেউ গেলে মাথা পাতে না কেন কন। আসলে মানুষের দোস্তি। কার সঙ্গে কার পটে যাবে, কে মাঠ পার হয়ে বেন্দাবনে যায় বোঝেন! বোঝেন না! অথচ কন, নাভিনিদ্রা কী আবার! যে জানে, সে জানে। রুবিদিদি নিজেও নাভিনিদ্রা যায়। টের পায় না। বলল তো, তারাপদদা আমার না ছাদ থেকে উড়ে গিয়ে শরীর হালকা হয়ে গেছে। তোমার মতো আমিও উড়তে পারি। আমারও নাভিনিদ্রা হয়।"

"তোকে বলেছে!"

"না বললে মিছা কথা কই! অহ, কত কিছু মানুষ যে হারায় গ। রুবিদিদির শরীর হালকা হয়ে গেছে। উড়তে সময় লাগবে না। বয়সে বয়সে বদল হয় সব কর্তা! বিশ্বাস করেন, মিছা কথা তারাপদ কয় না। তার বাপ ঠাকুর্দা মিছা কথা কি জানত না। পোড়া কপালে হয়ে থাকল গুষ্ঠিসুদ্ধু। মিছা কথা না কইলে গাড়ি বাড়ি হয় না, জানেন!"

ধনঞ্জয় বুঝল তারাপদ তাকে মহাফাঁপরে ফেলে দিয়েছে। পাগল ছাগল মানুষ। রুবিকে কোন মন্ত্র দিয়েছে কে জানে! আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনই। সব মিছে কথা, তারাপদদা বললে সব সত্যি কথা।

যেমন কালীর পুকুরে বেলগাছটায় থাকে একজন ব্রহ্মদত্যি। তারাপদর বান্দা। সে কুপিত হলেই ঘাড় মটকে দিতে পারে। গাছ

BanglaBook.org

উপড়ে ফেলতে পারে। বগলে বড় শিমুলগাছটা নিয়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে।

তবে তারাপদর কোনও রাগ নেই—কিন্তু পেরমায়ু বলে কথা—এই কথাখানাই তাকে জেরবার করে রেখেছে। একটা ধরতে গেলে আর-একটা ছাড়তে হয়। তা পেরমায়ু যার উড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে, তার কাছে রাগ ক্ষোভের দাম কী!

রুবিই বলেছে, "তারাপদদাদু পারে না হেন কাজ নেই। সে গাছ চালান দিতে পারে, পরি নামাতে পারে। খুশি হলে ছাগল গোরু বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দিতে পারে তার বাবা ধনঞ্জয়কে। শুধু রুবিদিদির বাবা বলেই ক্ষমা করে দিয়েছে।"

রুবিদিদি তাকে লুকিয়ে চাল ডাল দেয়, আর দেয় চকোলেট, লুচি, মিঠাই, মণ্ডা, টিফিনের বাক্সখানা উজাড় করে দেয় রাস্তায়। দু'জনের শলাপরামর্শ, "রুবিদিদি, আপনি আর আমি জানলাম। কেমন।"

ধনঞ্জয় কিছু জানে, কিছুটা জানে না।

ধনঞ্জয়েরও উপায় থাকে না। তারাপদ এমনিতে সরল বিশ্বাসী মানুষ। পাকা সড়কে সকালবেলায় কে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে! স্কুলের বাসে তুলে দেবে। স্কুল থেকে ফিরলে বাস থেকে নামিয়ে রুবির হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দেবে। তারাপদ বিপাকের খবর ঠিক রাখে। ফিকির তার এটাই।

"তা ধনঞ্জয়কর্তা সকাল ক'টায় আসতে হবে—রুবিদিদিরে তুলে দিতে হবে! বলেন। বান্দা হাজির। আপনের মিল, পরিবারের পাঠশালা—রুবিদিদির ইস্কুল—বউঠানের কোমরে রস—এত কাম সংসারে—যদি কন আমি তুলে দিতে পারি।"

"তোকে দিয়ে হবে না!"

"কী যে বলেন! তারাপদ পারে না হেন কাজ আছে!"

আসলে ধনঞ্জয় জানে, মাথা খারাপ না হলে, তারাপদ গাছতলায় শুয়ে থাকে না। রোদে-বৃষ্টিতে ঘুরে বেড়ায় বা! বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে না। খোঁজ নাই। তারাপদ হাওয়া। তার দুই ব্যাটার, পঞ্চায়েতের লিস্টে নাম আছে। টি আর জি আর করে খায়। বাপ নিখোঁজ হলে

BanglaBook.org

বেইমানি ধরা পড়ে যাবে ভয়েই খোঁজখবর। তখন তাকে ধরে আনতে হয়। সে নাকি বেলগাছে উঠে বসে ছিল। তিন দিন। সোজা!

তারাপদর তখন কী রোয়াব! "বেইমান, গাছে পাকা বেলের আশায় বসে থাকতে দিল না!"

বেল পাকবে, সেই আশায় কেউ তিন দিন গাছে উঠে বসে থাকলে মাথা ঠিক আছে কে বলবে! তারাপদর তখন এক কথা। "পরমায়ু কর্তা। তার জের পোহাতে গাছে উঠে বসেছিলাম। ব্যাটারা অন্ন দেয় না। মানুষের জলপড়া চালপড়ায় বিশ্বাস নাই। গাছ চালান দিতে পারি, রুবিদিদি ছাড়া কেউ দেখলেও বিশ্বাস করে না। পরি নামাতে পারি, রুবিদিদি স্বচক্ষে দেখেছে। ডাকেন। জিগান, মিছা কথা কইলে বাপের নামে কুত্তা পুইষেন।"

রুবিও হয়েছে তেমনই। সাদা ফ্রক গায়। পায়ে রুপোর চেন, হাতে রুপোর চুড়ি—তারাপদদা পারে। তারাপদদা পরি নামাতে পারে। স্বচক্ষে দেখেছে। কে জানে তারাপদদার কথায় সায় না দিলে বাবাকে যদি ছাগল-ভেড়া বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দেয়।

তখন তারাপদর জব্বর হাসি, "কথাখান সোজা—শিশুরা যা দেখতে পায়, বড়রা তা পাবে কেন কর্তা! রুবিদিদিরে কথা দিয়েছি, আর যাই করি, কুপিত হলে আপনের বাপেরে ছাগল বানিয়ে মাঠে ছেড়ে দেব না! কথাখান যে মিছা না, এতদিনে রুবিদিদি বুঝে ফেলেছে। মাঠের গোরু-বাছুর দেখলেই বলবে—এরা কারা তারাপদদা! কী আর করা—বালিকা কন্যারে কষ্ট দিতে নাই। বলি, চন্দনের বাপ, তপনের খুড়োমশাই, গুণকরের ব্যাটা, হরিহরের ভাইপো, বিন্দামাসির দিদি।"

আসলে এরা সবাই পরলোকগত—এরা যে মরে গেছে রুবি বিশ্বাস করে না। তারাপদদার সঙ্গে বেইমানি করে হজম করতে পারেনি। মাঠে এখন ছাগল-ভেড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"তারাপদ, মেয়েটার তুই মাথা খাচ্ছিস। আমাকে তুই ছাগল-গোরু বানিয়ে ছেড়ে দিবি মাঠে। বের হ বাড়ি থেকে!"

তারাপদ জিভ কেটে কান মলে বলে, "আজ্ঞে তা পারি কখনও। ছাগল-গোরু বানিয়ে ফেললে রুবিদিদি কান্নাকাটি করবে না! কষ্ট পাবে

BanglaBook.org

না। রুবিদিদির চক্ষে জল বেঁচে থাকতে দেখতে হবে—না কর্তা, সবার বেলাতে পারলেও আপনার বেলাতে পারি না।"

রুবি বাবার চেঁচামেচি শুনেই ভিতরবাড়ি থেকে ছুটে এসেছিল—ইস, বাবা যে কী না! তারাপদদাদুকে খেপিয়ে দিতে আছে! সে এসেই বাপের সামনে দাঁড়ায়।

"ও বাবা, তুমি রাগ করছ কেন! মানুষ তো পারে। হনুমান পারলে মানুষ পারবে না, হয়! গন্ধমাদন নিয়ে হনুমান আকাশে উড়ে গেছিল না!"

ধনঞ্জয় বুঝল, শিশুকে যা বোঝানো যায় তাই বোঝে! কে জানে তারাপদকে তাড়া করলে যদি রুবি দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়—বাবার কী হবে! কে জানে হয়তো তখন তারাপদর খোঁজে মেয়েটাই বাড়ি থেকে না-বলে না-কয়ে বের হয়ে যাবে। তারাপদকে খুশি রাখার জন্য বাড়ি থেকে এটা-ওটা লুকিয়ে দিয়ে আসবে।

তারাপদ বলল, "রুবিদিদি, কর্তার বিপদ বুঝছেন। কে ইস্কুলের বাসে তুলে দেয়! বললাম, আমি রাজি। কাজে অন্যথা হয় না। আপনার বাবা রাজি না। আমার মাথা খারাপ—তা দিদি আপনি বিচার করেন।"

তারাপদ জীবনে কখনও কু-কাজ করতে পারে রুবি বিশ্বাস করে না। এই তো সেদিন সেনেদের বাগানে তারাপদ দেখছিল একদল বানর তাকে তাড়া করছে। বাগানটায় চাঁপাফুলের গাছ আছে। ইস্কুলের দিদিমণিরা চাঁপাফুল পেলে আদর করে তাকে। সে বোতলের জলে চাঁপাফুল ভরে রাখে। রোজ দু-চারটা সঙ্গে নিয়ে যায়। সেই চাঁপাফুল তুলতে গিয়ে বিপদ। কোত্থেকে বানরের দল তাকে ঘিরে ধরেছিল। সে ত্রাহি চিৎকার করছে, আর তখন জঙ্গল থেকে ভুস করে তারাপদ ভেসে উঠেছিল।

"আমি রুবিদিদি, ডর নাই।"

তা ডর পাওয়ারই কথা। সাদা চুল, সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পরনে খুট, গলায় গামছা, সাদা ইঁদুরের মতো দৌড়ে এসেছিল। তাকে দেখে বানররা লাফ মেরে গাছে! তারপর হাত ধরে বলেছিল, "আমারে কন নাই কেন?" গাছে উঠে ডাল ভেঙে কোঁচড় ভরে ফুল দিয়ে বলেছিল, "চলেন, বাড়ি দিয়া আসি।"

BanglaBook.org

তারাপদদাদু কী ভাল ! চাঁপাফুল তারাপদদাদুই তাকে এনে দিত। রুবির সঙ্গে সেই থেকে ভাব।

"ও তারাপদদাদু, কোথায় যাচ্ছ ?"

"যাচ্ছি দিদি পেরমায়ুর খোঁজে। ফুল তো ফুরিয়ে যাচ্ছে। তা দিদিমণি মোয়া-মুড়ি হবে !"

"দাঁড়াও।" বলেই সে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক দ্যাখে। বাড়িতে মা নেই, বাবা মিলে, ঠাকুমা চোখে ভাল দেখতে পান না। সে টিন থেকে মুড়ি-মোয়া বের করে এক ডালা নিয়ে দৌড়। হাঁপাতে-হাঁপাতে দেয়। তারপর ফের ছুট লাগায়। কেউ দেখে ফেললেই মাকে নালিশ দেবে। তারাপদর খপ্পরে পড়ে গেল ! মোয়া-মুড়ি লুকিয়ে দিচ্ছে। কী যে হবে !

মা শুনলেই রণচণ্ডী। বাবা মিল থেকে এসে জানতে পারলেই, আসুক তারাপদ, ঠ্যাং ভেঙে দেব না, ভেবেছেটা কী ! রুবির কী কম হ্যাপা পোহাতে হয়। তবু তারাপদদাদুর মুখের দিকে তাকালে তার কষ্ট হয়।

"কিছু খাওনি তারাপদদাদু !"

"খেয়েছি। এক ঘটি জল। মিছে কথা বলব না।"

"আর কিছু খাওনি !"

"খাব। পেলেই খাব।"

"তোমার ব্রহ্মদত্যিকে বলতে পারো না, মিঠাই-মণ্ডা দিতে। সে তো সব পারে।"

"পারে বলেই তো মুশকিল। নিজের জন্য চাইতে নাই। তার মনিব অন্নকষ্টে আছে জানতে পারলে প্রলয় ঘটিয়ে ফেলবে না ! কেউ বাঁচবে, কন। মনিব বলে কথা। আর জানেন রুবিদিদি, এই যে দৈত্য-দানো ঘুরে বেড়ায়, আমরা চক্ষে দেখতে পাই না, তারে নিজের কষ্টের কথা কইতে নাই। কইলেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে—এত বড় মনিবের লেনছুইরা স্বভাব। খেতে পায় না, আর আমাদের পোষ্য করে রাখতে চায় ! নানা ঝামেলা। তা মুড়ি খুব মুচমুচে।"

তখন তার হাঁ-করা মুখে মুড়ি আর মোয়ায় ছড়াছড়ি। কথা বলতে গিয়ে বিষম খেল। জল, রুবিদিদি ছুটে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে এল।

BanglaBook.org

জঙ্গলে বসে আহার পর্ব শেষ হতেই দেখল সাইকেলে ধনঞ্জয়কর্তা মিল থেকে ফিরছে। টুপ করে জঙ্গলে ডুবে গেল। অবাক রুবি, এই আছে, এই নেই—তাকে নিয়ে বাবার তড়পানি কেমন গণ্ডগোলে ফেলে দেয়। সে না বলে পারে না, "তারাপদদা সত্যি পরি নামাতে পারে ?"

"তা কর্তা কী ঠিক করলেন !"

"না, তোকে দিয়ে হবে না। অন্য লোক দেখছি।"

"আমি তো বেশি কিছু চাই না। টাকা না, পয়সা না, সিকি না, আধুলি না। কিছুটা পেরমায়ু দেবেন। ঠিক টাইমে বাস ধরিয়ে দেব। ঠিক টাইমে বাস থেকে নামিয়ে আনব। অন্যথা হবে না কর্তা। রুবিদিদির বাসনাখান জানতে পারি ?"

"রুবিদিদি তো তার একপায়ে খাড়া।"

"তবে। আপনের মর্জি হবে না কেন ! সকালে চা-মুড়ি দিবেন। আর কিছু না।"

খুবই শস্তা। মিলনের ভাইটাকে সে চল্লিশ টাকা দিতে রাজি। আরও খোঁজাখুঁজি হয়েছে, কিন্তু সুবিধেমতো বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে মিল থেকে ছুটি করিয়ে বের হয়ে আসতে হয়। পরিবার ইস্কুলে যায় রানিনগরের বাসে। ফেরে সাঁঝ, লাগলে। একমাত্র তারাপদরই গাড়ি আছে।

রুবিও চায় না আর কেউ তাকে বাসে তুলে দিয়ে আসুক। মজার-মজার কথা আর তাকে কে বলতে পারবে। ছেলেধরার পাল্লায় পড়তে হবে না। এই একটা হুজ্জতি চলছে। মাঝে-মাঝেই পিটিয়ে মারা হচ্ছে ছেলেধরাদের। উৎপাত কি কম ! তারাপদদাদু থাকলে রুবি কাউকে ডরায় না। সোজা মানুষ না, তুকতাক কত কিছু জানে। ইচ্ছে করলে অজন্মা, আকাল পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। রুবিদিদির জন্যই তারাপদদা নাকি নিষ্ঠুর হতে পারছে না। সেই মানুষকে বাবা কেন যে পছন্দ করেন না—বাবা কেন, পাড়ার সবাই বলে কিনা, "তারাপদ যত নাদদণ্ডহীন—তত ব্যাটা ফিকিরবাজ। একদম পাত্তা দেবে না।"

তখন রুবির যে কী রাগ হয় ! বাসনা, মতি, ইতি তাকে বলেছে, "জানিস, তারাপদদাদুর মাথা খারাপ আছে।"

BanglaBook.org

তার এক কথা, "বলেছে ! তারাপদদাদু চাঁপাফুল কেন দেয় জানিস ! মাথা খারাপ হলে চাঁপাফুল এনে দিতে পারত। আমার পুতুলের জামা করে দেয়। তেনা-কানি দিলে পুতুল বানিয়ে দেয়। মাটির পুতুল রং এনে দিলে চোখ পর্যন্ত এঁকে দিতে পারে। দূর-দূর ছাড়-ছাড় করলে রাগ হয় না ! তোর হত না। ভালবাসলে তারাপদ দাদুকে যা বলবি তাই করে দেবে।"

ধনঞ্জয় শেষ পর্যন্ত কী ভাবল কে জানে !

"এক বাসে তুলে দিতে আর-এক বাসে তুলে দিবি না তো !"

আবার কান ধরে জিভ কেটে তারাপদ বলল, "সে হয় ? রুবিদিদিকে অন্য বাসে তুলে দিতে পারি ? আমার অধম্ম হবে না ! রুবিদিদিকে অন্য বাসে তুলে দিলে আমার মতিস্থির থাকবে কর্তা ! বিবাগী হয়ে যাব না ! সংসারে রুবিদিদির টানে এদিক পানে চলে আসি। আর কী আছে আমার। ঘর নাই, বাড়ি নাই, পুত্রকন্যা থেকেও নাই। মরলে ব্যাটারা বাঁচে। আমারে তড়পায়। খাবার দেওয়ার মুরোদ নাই ঠ্যাঙাবার যম। ভাত দিবার নাম নাই কিল মারার গোঁসাই। তা পাঁচ-দশ পয়সা বিপাকে পড়লে হাত পাতি। কয় কী জানেন, আর যদি শুনি, ইস্টিশনে গিয়ে হাত পেতেছ, ঠ্যাং ভেঙে দেব। লোকে কয় কী ! মান সম্ভ্রম নাই। হরিদাস ঘরামির ব্যাটা না তুমি !"

এই হলগে ফ্যাসাং। এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে ছাড়বে। মেলা বকবক করবে। নিজের মনেও মেলা বকবক করে—ধনঞ্জয় জানে। তবে কারও অনিষ্ট করে না। পেটের জ্বালায় ঘুরে বেড়ায়। সকাল হলেই বের হয়। ধান্দা পরমায়ুর।

"এত সকালে জঙ্গলে কী করছ তারাপদ !"

"পেরমায়ু খুঁজছি গ কর্তা। যদি পাই।"

লোকে পাগল ভাবলেও দোষ দেওয়া যায় না। কথার কী ছিরি ! জঙ্গলে পরমায়ু খুঁজে বেড়াচ্ছে তারাপদ। আসলে শেকড়-বাকড় খুঁজছে। তারাপদর বড় মনিব গিরিজা কবিরাজ। তারাপদ লতাপাতা চেনে। শেকড়-বাকড় চেনে। দ্রোণ ফুলের গাছ চেনে। ও বোতল্যাংড়ার পাতা চেনে। চুনা পাথরের গাছ নানা কিসিমের। রক্তবর্ণ

BanglaBook.org

চুনাপাথর মেলা দুষ্কর। তখনই খোঁজ পড়ে তারাপদর।

"অ তারাপদ, বাড়ি আছ নি ? শহর থেকে গিরিজা কবিরাজ লোক পাঠিয়ে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন।" তারাপদ ঘাড় গোঁজ করে ঘর থেকে বের হলেই মুখে প্রসন্ন হাসি। সোজা কথা, সকালবেলায় কবিরাজমশাই তার খোঁজে লোক পাঠিয়েছেন ! ব্যাটারা বোঝে ! বাপের মূল্য বোঝে ! দ্যাখ বাপের মুরোদখানা !

"অ তারাপদ, কবিরাজমশাই তোমার স্মরণ নিয়েছেন।"

"কথাখানা খোলসা করে কও, বুঝি, তারাপদর কম্ম কিনা বুঝি।"

"আরে শ্বেত শিমুলের ছাল চাই ভাণ্ডারে তাঁর—আকাল—যদি পারে তারাপদই পারবে। বাসবলেহ মাড়াই চলতেছে। শ্বেত শিমুলের ছাল নাই। বাজারে মেলে না। তারাপদ যদি পারে। কোন জঙ্গলে কী গাছ আছে তারাপদ ছাড়া আর কে খবর রাখে।

তারাপদর একটা বাহারি ঘর আছে। শণের চাল। বেড়া নাই। মাচান আছে। ঝুপড়ি বললেই হয়। খুশিমতো যখন-তখন যেখানে-সেখানে তুলে ফেলে। কার জায়গা কার জমি জানে না। তাড়া খেলে নিজেই ঝুপড়িখান ভেঙে দিয়ে পালায়। আবার মানুষের মধ্যেও থাকে বুঝদার মানুষ। তা থাকুক। যাবেটা কোথায়।

আমবাগানের কিনারে তারাপদ ঝুপড়ি বানিয়ে বসে পড়েছে—তার এক কথা, "যদি কন লাঠিখান বগলে করে বের হয়ে যাব। বৃষ্টি বাদলায় ঠাঁই নাই, কেউ ঠাঁই দেয় না বলেই ঝুপড়ি বানাই। কাক-পক্ষীর মতো জীবন কর্তা, এত গরিমা কিসের ! সব তো শেষে চেলাকাঠের আগুনে শেষ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া কর্তা। বোঝেন !"

বুঝে কাজ নেই। কথায় কে পারে তোমার সঙ্গে। কথা থাকল রুবিদিদিকে বাসে তুলে দিয়ে আসবা, নামিয়ে আনবা, বোঝলা কিছু। এক গেলাস চা, এক বাটি মুড়ি। চুক্তি হয়ে গেল।

ধনঞ্জয়ের দুশ্চিন্তা তবু থেকে যায়। সে ছুটি নিয়ে, দু-চারদিন অনুসরণ করে বুঝল, রুবি খুব খুশি। তারাপদর চেয়ে তার তাড়া বেশি। পড়া থেকে উঠেই স্নান-টান সেরে ফেলে। মাকে চুল বেঁধে দেওয়ার জন্য তাড়া করে। ফ্রক বের করে সেজেগুজে বসে থাকে। চুলে লাল

BanglaBook.org

রিবন বেঁধে দেন মা। পায়ে জুতো। এনামেলের স্যুটকেসে টিফিনের বাক্স। দুটো সন্দেশ, চার পিস পাঁউরুটি—আপেলের দিনে আপেল, কলার দিনে কলা, এইসব টিফিন সে বেশি করে নিতে ভালবাসে। সে তো একা খায় না! পরিত্যক্ত রাজারাজড়ার প্রাসাদ, বাগান পার হয়ে পাকা সড়ক—নিরিবিলি জায়গায় এলেই রুবিদিদি তারাপদকে বলবে, "দাঁড়াও তারাপদদাদু। ধরো।"

রুবি নুয়ে স্যুটকেস খুলে এদিক-ওদিক পানে তাকায়—আর তারাপদর হাতে তুলে দেয়।

"আরে আপনে খাবেন কী? না না!"

"ধরো তো! তুমি না তারাপদদাদু বোকা আছ। কে দেখে ফেলবে!"

তারাপদ কী করবে, পরমায়ুর খোঁজে তার ফিকিরের অন্ত নাই, আর দিদিমণি নিজে সেই পরমায়ু হাত বাড়িয়ে দিলে না নিয়ে থাকে কী করে!

তারাপদ সকাল হলেই হেঁসোখানা নিয়ে পরমায়ুর খোঁজে শ্বেত শিমুলের ছাল নিয়ে গেলে কবিরাজমশাই তাকে নিজে বসিয়ে খাওয়ান। চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়। ঢেকুর তুলে কলাপাতাখানা তোলার সময় বলবে, "পেরমায়ু জোর হয়ে গেল কবিরাজমশাই—ধাক্কা সামলানো দায়! আপনার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বিশ্রাম যদি মেলে—গামছাখান পেতে নিদ্রা যেতে পারি।"

"কত নিবি?" দামদরের রফা করতে চান কবিরাজমশাই।

"আর কী দিবেন!" বলে ঢাউস একখানা উদগার।

টাকা পাঁচসিকা হাতে ধরে দিলে তার মুখে প্রসন্ন হাসি! "এত দিলেন কর্তা—ধনে-জনে বাড়ুক। জয় গৌর।" তারপরই ভূলুণ্ঠিত হয়ে পেরনাম সেরে মণ্ডপের দিকে হাঁটা দেয়। আহা নাভিনিদ্রায় সে কুণ্ডলিনীর যোগে বসে যেতে পারবে। এই যোগ কত কঠিন পুত্রকন্যাগণ যদি বুঝত। নাভিনিদ্রা হলে সে উড়তে থাকে। তার ডানা গজিয়ে যায়। কাক-পক্ষীর মতো উড়তে পারে—তার বায়না যত, সব মিলে যায়। কখনও তরবারি হাতে ঘোড়ায় চড়ে রাজকন্যা উদ্ধারে চলে যায়। সঙ্গে থাকে অশ্বারোহী সৈন্য—সে ঝিকঝাক তরবারি ওঠায়-নামায়।

BanglaBook.org

আগু-পিছু হয়। হাতের তরবারি উড়তে থাকে—সেও উড়ে যায়। দস্যু-সর্দার রাজকন্যা অপহরণ করে পালাচ্ছে—আরে ব্যাটা, যাবি কোথা—নাভিনিদ্রায় কুম্ভচক্রে আছে তারাপদ। তার খ্যামতা দ্যাখ কত! বলেই তরবারি ছেড়ে দেয়—যাও কেটে আনো দস্যু-সর্দারের মুণ্ডু। সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে যায় তরবারি। এক কোপে দস্যু সর্দারের মুণ্ডু কেটে থালায় সাজিয়ে আনলে তারাপদ যায় রাজার কাছে। "থাকল কন্যে আর মুণ্ডু। আমি তারাপদ, হরিদাস ঘরামির ব্যাটা, যত দুঃখ মানুষের আছে তারে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারি।"

"কী ইনাম চাই। অর্ধেক রাজত্ব, রাজকন্যা!"

"না গো রাজামশাই, আমার কিছু চাই না।"

"কিচ্ছু না। সোহাগী রাজকন্যারে ফিরিয়ে দিলা, আমার নয়নের মণি পরানের ধন ফিরিয়ে দিলা—কিচ্ছু চাই না!"

তখন তারাপদর রাখালবেশ থাকে না। রাজবেশে পরমায়ু ভিক্ষা চাইতে বড় সঙ্কোচ হয়। সলজ্জ হেসে বলবে, "পরমান্ন হবে? এই এক বাটি।"

"ওতেই খুশি।"

"হা রাজামশাই।" তারাপদর কাছে এক বাটি পরমান্ন হল গে এক কিলো পরমায়ু।

গিরিজা কবিরাজ এক কিলো পরমায়ু দিয়েছে, আর কী চাই তার, নাভিনিদ্রা হয়ে গেলে উঠে বসে, তা দু' ক্রোশ পথ হেঁটে যাবে। কিন্তু তার নাভিনিদ্রায় তরবারি উড়িয়ে দিয়েছিল, খবরখানা রুবিদিদিরে না দিতে পারলে পরান যে মানে না। সে দ্রুত হাঁটে। তারপর শহর পার হয়ে রেল-লাইনে এসে দ্যাখে, গাড়ি যায়। ঝমর-ঝমর শব্দ। গাড়িখানার হিম্মত দেখে সে তাজ্জব বনে যায়। পলকে চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে গেল—এও এক তাজ্জব ঘটনা। তার নাভিনিদ্রার চেয়ে কম রহস্যময় মনে হয় না—সে থ মেরে থাকে।

"আরে তারাপদ না!"

"আজ্ঞে।"

"শহরে গেছিলা।"

BanglaBook.org

"তা গেছিলাম।"

"কী দেখছ!"

"ভগমানের দয়া দেখছি।"

আসলে সবই ভগমানের দয়া। গাছ ফুল পাখি শস্যক্ষেত্র, বৃষ্টিপাত ঝড় কিংবা জ্যোৎস্না রাতে এক মায়াবী গাছপালার অরণ্যে সে যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

সে বোঝে, তার এই পরমায়ু যেটুকু যখন মেলে তেনারই দান। সে ঈশ্বরের খোঁজে তখন জোড়হাত করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাস যায়, রিকশা যায়, গোরুর গাড়ি যায়—সে নড়ে না। যারা চেনে তারা চেনে। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মাঝ রাস্তায় এভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে, রাস্তা আটকে রাখলে গাড়োয়ান, চালক, আরোহী মুখিয়ে উঠতেই পারে।

"পাগলামির আর জায়গা পাস না। থম মেরে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছিস! দেখতে পাস না, তুই কি আনধা। রাস্তা ছাড়।"

তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

"আরে গাড়িচাপা পড়ে মরবি! সর।"

তারপর তার গলার কণ্ঠিতে হাত দেয়। তুলসীর মালা, কালো গোটার হার তিন প্যাঁচ গলায়। বাবা তাকে পরিয়ে দিয়ে গেছেন। এই কণ্ঠি আছে বলে, সে তার পরমায়ু খুঁজে পয়। বিপদআপদ থাকে না। সর্পদংশনেও সে মরেনি। বন-জঙ্গলের পোকামাকড় তাকে দেখলে ত্রাসে পড়ে যায়। তারে চাপা দেয় মানুষের সাধ্য কী!

সে কাউকে পাত্তা দেওয়ার বান্দাই নয়। চোখ বুজে, জোড়হাত করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে কার না রাগ হয়! ঠেলেঠুলে একপাশে দাঁড় করিয়ে দিলেও সে তারাপদ। হাতজোড়-করা তারাপদ। লোকের তখন গালি-গালাজ, "দেশটা দেখছি পাগলে-ছাগলে ভরে গেল।"

তারাপদর তখন ঘিলু ঘামতে থাকে। তারে কিনা পাগল-ছাগল কয়, সে তড়পে ওঠে, "জানেন, এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারি—জানেন, তরবারি ছেড়ে দিলে মুণ্ডু কেটে আনতে পারি—আমি পাগল-ছাগল। পাগল-ছাগল না হলে এত তাড়া কিসের কন। যাবেন ত যমের দুয়ারে—তা রয়েসয়ে যান। শেষ গন্তব্যস্থল কী কন ত—ক'খানা কাঠ।

BanglaBook.org

চিতপাত হয়ে পইড়ে থাকবেন। তা আস্তে-সুস্তে যান—সময় ত বান্দা আছে। আস্তে-সুস্তে গেলে সময়খানা লম্বা হয়ে যায়, জানেন !"

লোকের তখন আরও মাথা গরম, "দেব এক থাপ্পড়, আস্তে-সুস্তে যান ! রাস্তায় পয়মাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি—লোকের কাজকম্ম নাই। তোর কী, পেরমায়ু ভিক্ষা সার, বড়-বড় কথা ! থাম।"

সে থামে। মারধর করতে এলে বিপাকে পড়ে যায়। কথা বাড়ায় না ! বগলে লাঠিখানা নিয়ে হাঁটে। কখনও লাঠি ঘুরায়। কখনও হেঁসো থাকলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একা যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করে। নাভিনিদ্রার কুহক সহজে তার কাটতে চায় না। ব্যাটারা জানেই না, এইমাত্র সে দস্যু-সর্দারের মুণ্ডু কেটে রাজার দরবারে দিয়ে এসেছে। তার ঘোড়ার পিঠে রাজকন্যা। রাজকন্যা উদ্ধার করা কী সহজ কথা ! তার মুখে থাবড়া মেরেছে। দাঁতের কশ বেয়ে রক্ত পড়ছে। মানুষজন ছোটাছুটি না করলে সে বোধ হয় রক্ষাই পেত না। তরবারিখানারে ছেড়ে দিতে পারত। তবে কুপিত তরবারি ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ কচুকাটা শুরু করে দিলে সে নিমিত্তের ভাগী। কথা হবে। বলবে, "তাই বলে তারাপদ তুই এমন একটা বিষম কাজ করে ফেললি। মাথা দেখছি তর সত্যি ঠিক নাই !"

ঠোঁটের কশ থেকে রক্ত মোছার সময় বলল, "যাও, ক্ষমা করে দিলাম। তারাপদ সব পারে। কচুকাটা করতে পারে, ক্ষমাও করতে পারে। তবে নাভিনিদ্রায় কী হবে বলতে পারবা না। আমায় তখন দোষ দিতে পারবা না, কয়ে দিলাম।"

সব কথা তার মনে-মনে। সে বিজয়ী।

তারাপদ হাঁটছে। সকাল থেকে হাঁটে। কখনও চায়ের দোকানে বসে থাকে। কখনও গাছতলায় বসে থাকে। ঘরে তার একদণ্ড মন টেকে না। পাকা সড়কে বসে থাকলে চারপাশের শস্যক্ষেত্র দেখতে পায়। চাষ-আবাদ দেখতে-দেখতে সে কখনও মুহ্যমান—রোদে গম-যবের শিস দুলছে। কীটপতঙ্গ লাফাচ্ছে ঘাসে। পাখিরা সব উড়ে আসছে—যব-গমের শিসে বসে দোল খাচ্ছে। কখনও প্রজাপতিরা। প্রকৃতির এই সুষমা টের পেলে তার আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। পরমায়ুর কথা মনে থাকে না। ঘাসের ওপর গামছাখানা পেতে শুয়ে থাকে।

BanglaBook.org

ঘুমিয়ে থাকে। তারপরই সহসা মনে হয়, কে যেন ডাকে, "ও তারাপদদাদু, ওঠো। আমার যে ইস্কুলের সময় হয়ে গেল।"

তার এই বান্দা কাজটা মিলে গেছে বলে রক্ষা। কবিরাজমশাইয়ের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপের থানে নাভিনিদ্রা তার—মন্ত্রপূত তরবারি পেয়ে গেছে হাতে। রুবিদিদিকে খবরটা না দিতে পারলে ভাত হজম হবে না।

সকাল-সকাল হাজির।

"আমি তারাপদ," বলে রাস্তা থেকেই হাঁক মারল।

ধনঞ্জয় কর্তা বাড়ি নেই। মিলে গেছে। তার পরিবার রুবিদিদিকে সাজিয়ে দিচ্ছে। সে রুবিদিদিকে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। তা ইস্কুলের বাস টাইমমতো ছাড়ে। আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে না থাকলে, রুবিদিদিকে ফেলে চলে যাবে। তার এক গেলাস চা এক বাটি মুড়ি মিলবে না। ত্রাস তারও কম নয়। কিন্তু জব্বর খবর দেবে আজ।

"বোঝলেন রুবিদিদি, আর একখানা গুপ্ত খবর কই। কাউকে কবেন না যেন। মন্ত্রগুণ বুঝলেন। বললে দশকান হয়। দশকান হলে গুপ্ত ক্ষমতা অন্তর্ধান করে। তা তারাপদ আপনার একখানা উড়ন্ত তরবারি পেয়ে গেছে।" বলেই এক্কেবারে চুপ।

রুবি দৌড়ে-দৌড়ে আসছে। হেঁটে পারে না। টিনের বাক্সখানা তারাপদর হাতে। সে কিছুটা এলে রাজ-রাজড়ার ভগ্ন প্রাসাদের আড়ালে পড়ে যায়।

দৌড়ে এসে হাত ধরে রুবি এক হ্যাঁচকায় টিনের বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে বলল, "ইস্কুলে যাব না।"

"সে কী কথা!"

"তুমি হাঁটছ কেন। উড়ন্ত তরবারি তোমার কোথায়?"

আসলে এটাই স্বভাব তারাপদর। যখন যা গুপ্ত খবর দেয়, একলগে বলে না। কিছুটা বলে। কিছুটা বলে রহস্য তৈরি হল কি না বোঝার চেষ্টা করে। যদি দুম করে বলে দেয় মিছা কথা, তবেই তারাপদর মুখ চুন। আগ্রহ সৃষ্টি না হলে, দুম করে মিছা কথা বলে দিতে পারে। তা যখন আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তখন জব্বর খবর দিতেই হয়। তার কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না—রুবিদিদি ছাড়া।

BanglaBook.org

সে বলল, "রাগ করছেন ক্যান। শোনেন, উড়ন্ত তরবারি ছেড়ে দিলাম।"

"পেলে কোথায়, ছেড়ে দিলে।"

"নাভিনিদ্রায় পেলাম। দেখি রাজকন্যা নিয়ে পালাচ্ছে। চোখের ওপর কাণ্ডটা ঘটে যাবে। সহ্য হয়! দস্যুসর্দার পালাচ্ছে। রাজকন্যা অপহরণ করে পালাচ্ছে। হত রাজপুত্র, ক্ষমা করে দিতে পারতাম। তারাপদ একদম কু কাজ সহ্য করার পাত্র নয়। ছুটলাম। ও মা দেখি তারাপদর রাজবেশ। কোমরে অসি। কিন্তু একা তারাপদ পারবে কেন! দস্যুসর্দার, তার সাঙ্গোপাঙ্গ—বস্তা-বস্তা সোনার মোহর ঘোড়ার পিঠে। দিলাম ছেড়ে তরবারি। তারপর বুঝলেন, সে এক রণক্ষেত্র। তরবারি উড়ে যায় যত, দস্যুসর্দার তত পালায়। তরবারি নাচতে-নাচতে দস্যুসর্দারের গলার কাছে। টক্কর দিতে পারবে কেন কন! আমি গাছতলায় শুয়ে কাণ্ডখানা দেখতাছি। তরবারি বাঁয়ে-ডাইনে দোলে—দস্যুসর্দার টক্কর খায়।"

"তারপর!" রুবি বড়-বড় চোখে তাকায়।

"তারপর ঘ্যাচাং।"

বলেই তারাপদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ঘ্যাচাং হলে দস্যুসর্দার ঘোড়া থেকে কীভাবে পড়ে গেল তার নিদর্শন সে নিজে।

"তারপর!"

উড়ন্ত তরবারি থালায়। মুণ্ডু থালায়। রাজপ্রাসাদে কান্নার রোল উঠেছে। থালায় দস্যুসর্দারের মুণ্ডু আর তরবারি বাতাসে ভেসে যায়। পেছনে তারাপদ। তার সাদা রঙের ঘোড়া, পায়ে ঘুঙুর। গলায় তাজিয়া—নেচে-নেচে যাচ্ছে।

তারাপদ পা তুলে রুবিকে ঘোড়ার নাচ দেখাল।

"তারপর!"

রুবির কেন যে দম আটকে আসছে।

সে বলল, "ও তারাপদদাদু, রাজকন্যার কী হল বললে না তো! তাকে কোথায় ফেলে এলে!"

"আমি কী অবুঝ কন! রাজকন্যারে ফেলে আসতে পারি। অধম্ম

BanglaBook.org

হবে না ! কার জন্য তবে উড়ন্ত তরবারি ছেড়ে দিলাম কন। রাজকন্যা না হলে বয়েই গেছে তারাপদর।"

"বলবে তো সে কোথায় ! কেবল বকবক করছ। সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকে গেলে কেউ কিছু বলল না !"

"বলতে পারে ! সামনে থালায় ভেসে যায় উড়ন্ত তরবারি আর দস্যুসর্দারের কাটা মুণ্ডু। মুণ্ডুখানা কোঁকড়ানো চুলে ঢেকে আছে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে। যে দেখছে সেই পালাচ্ছে। সোজা থালাখানা রাজার দরবারে পায়ের কাছে। রাজা দেখে আঁতকে উঠলেন, "কার মুণ্ডু !"

মন্ত্রী বলে, "চিনতে নারি।"

রাজপণ্ডিত এলেন, তিনিও চিনলেন না। রাজার দুর্ভাগ্য। আর তখনই খবর গেল, সদর দেউড়িতে এক ঘোড়সওয়ার—সাদা চুল, সাদা পাগড়ি, সাদা পোশাক, সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে রাজদর্শন চায়। বিশাল আলখাল্লা পরনে !

"আরে, রাজকন্যার কথা বলছ না কেন !"

"রুবিদিদি, অত তাড়া দিলে আমি পারব না। সময় দেবেন না !"

রুবির কান্না পাচ্ছে। তারাপদদাদু যা একখানা আলাভোলা মানুষ, সব নিয়ে হাজির। কেবল নেই রাজকন্যা। রাজকন্যার কথা তারাপদদাদু ভুলে গেলে কী যে হবে না ! সেই ত্রাসে পড়ে কেবল এককথা রুবির।

"রাজকন্যার কী হল বলবে না !"

"না।"

"না বললে, স্কুলেও যাব না। উড়ন্ত তরবারি ছেড়ে দিলেও না। আমার মুণ্ডু তুমি কাটতে পারবে !"

তারাপদ জিভ লম্বা করে দিল। দু'হাতে কান ধরে বলল, "ছি ছি আমি পারি। তারাপদরে আপনেরা মনুষ্য জ্ঞান করেন না। আমি উড়ন্ত তরবারি ছেড়ে দিতে পারি, কন !"

"তবে কী দিতে পারো !"

"রাজপুত্র দিতে পারি।"

"কবে দেবে তারাপদদা। আমাকে রাজপুত্র কবে দেবে।"

BanglaBook.org

"দেখলেন তো !"

"কী দেখলাম !"

"রাজপুত্রের কথায় সব ভুলে গেলেন ! রাজপুত্র চাই আপনার। তা দেব। যখন বলছেন, দেব এনে। কিন্তু রাজকন্যার কথা নাই ক্যান মুখে !"

"তুমিই তো কিছু বলছ না।"

"রাজকন্যা আমার আলখাল্লার নীচে ঘোড়ার পিঠে বসে বলছে, অ তারাপদদাদু, রাজবাড়ি আর কতদূর।"

"অ মা, সে চেনে না। সদর দেউড়িতে হাজির। সে নিজের বাড়িঘর চেনে না !" বিস্ময়ে রুবি হতবাক।

"চিনলে আমাকে রোজ বাসে তুলে দিতে হয় কেন বলেন।"

"তারাপদদাদু !"

"রাগ করছেন !"

"তুমি মিছে কথা বলছ। রাজকন্যাকে রাস্তায় ফেলে এসেছ। মিছে কথা বলার জায়গা পাও না। ইস, তুমি কী বোকা। মেয়েটার কী হবে !"

"আলখাল্লার নীচে বসে আছে বললাম না। সে বুঝবে কী করে কোথায় এসেছে।"

"আলখাল্লা কী তারাপদদা ?"

"অ তাও জানেন না। অমর্ত্য বাউল গান গায় মনে পড়ে, লাঠিসোটা, কলের ঝাঁটা, কত কী যে বানাইল সরকার !"

"অ তাই বল।"

"কত লম্বা জোব্বা ! তার নীচে তারাপদর পিঠ জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলে বুঝবে কী করে কোথায় যাচ্ছে ! ঝাঁকুনিতে ঘুম পায় না ! ঘোড়া কদম দিলে ক্লপ-ক্লপ শব্দ হয় না ! ঘোড়া দৌড়লে পিঠে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হয় না ! সদর দেউড়িতে হাজির বুঝবে কী করে !"

রুবি দেখল পাকা সড়কে তারা এসে উঠেছে। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, যাক তারাপদদাদু রাজকন্যাকে রাস্তায় ফেলে আসেনি। যা আলাভোলা মানুষ। সে খুশি হয়ে টিনের বাক্স

BanglaBook.org

থেকে সব খাবার তারাপদর হাতে দিয়ে বলল, "মনে থাকবে তো !"

'মনে থাকবে তো' কথায় তারাপদর চোখ গোল-গোল হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে না। "বা রে, তুমি যে বলো, তোমার যা কিছু আছে সব আমাকে দিয়ে যাবে। উড়ন্ত তরবারি আমার চাই। রাজপুত্র আমাকে কবে এনে দেবে তারাপদদাদু !"

"দিয়েছি তো। নাভিনিদ্রায় উড়ে যান, বলেননি। পাহাড়ে উঠে যান, বলেননি ! পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলে পরিরা আপনাকে কোলে তুলে নেয়, বলেননি ! সেখানে একজন রাজপুত্র দাঁড়িয়ে থাকে, বলেননি ! রুবি মাঝরাতে যা স্বপ্ন দ্যাখে, সব বলে। যেমন সে একবার দেখেছিল, সারা সকাল যায়, বিকেল যায়, রাত শেষ। সে বসে আছে একটা গোলাপ গাছের পাশে। গোলাপের কুঁড়ি ফুটবে। কে যেন এক রাজপুত্র রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে বলে প্রার্থনা জানিয়েছিল। রাজকন্যা বলেছে, নাচবে, তবে তার চাই গোলাপ ফুল।

বেচারা রাজপুত্র গোলাপ ফুল পাবে কোথায় ! শীতকাল, বরফ পড়ছে। সে গল্পটা যেন শুনেছিল কার কাছে ! মিস তাদের সুন্দর-সুন্দর গল্প বলেন। তখন মনে হয় আহারে বেচারা ! একটা গোলাপ ফুল দিতে না পারলে রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে পারবে না। বিষণ্ণ চোখে জানলায় বসে থাকে। কোথা থেকে উড়ে আসে একঝাঁক প্রজাপতি। জানলায় ওড়ে।

তারা বলে, 'ওগো রাজপুত্র, শুকনো মুখ কেন তোমার ! এত রোগা হয়ে যাচ্ছ !'

রাজপুত্রের কাতর প্রার্থনা, 'আমার যে চাই গোলাপ ফুল। শহরের সব বাগান বরফে ঢেকে গেছে। নদীর জলে বরফ ভাসছে। বরফের ওপর দিয়ে কতদূর হেঁটে গেছি—ফুল কোথায় ! সব ঝরে গেছে। শীর্ণ গোলাপ গাছ সব দাঁড়িয়ে আছে। পাতা ঝরে গেছে। কত বললাম, 'দিতে পারো ফুল !'

সোজা বলল, 'না। শীতকাল না গেলে গাছে কুঁড়ি আসবে না। উষ্ণতা চাই। উষ্ণতা কোথায় পাব। দেখছ না কেবল তুষারপাত হচ্ছে। গাছের পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে। শুকনো গাছে ফুল ফুটবে কী

BanglaBook.org

করে।'

জানলায় রাজপুত্র এসে আবার বসে। দিন গোনে। ভোজসভায় নাচের আসর। রাজকন্যা নাচবে, যে শুধু একটা লাল গোলাপ দিতে পারবে, তার সঙ্গে নাচবে।

দিন যায়। বরফ পড়ে। পাইন গাছগুলো মৃত বৃক্ষ হয়ে গেছে। পাতা ঝরা শেষ। উত্তুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাচে বরফের রিনরিন শব্দ হয়। রাজপুত্র কাচে গোলাপ ফুল এঁকে বলে, 'তুমি এবারে লাল গোলাপ হয়ে যাও।'

তারাপদ বলে, "ও তারাপদর কম্ম, বুঝলেন রুবিদিদি—রাজপুত্রের কম্ম নয়। গোলাপ ফুল এঁকে দিলেই তাজা লাল গোলাপ হয় না। পড়ত তারাপদর পাল্লায়, একশোটা লাল গোলাপ জোগাড় করে দিতে পারত।"

"তুমি পারতে ?"

"বা রে, গাছ চালান দিতে পারি, ছাগল-ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারি, আর একটার জায়গায় একশোটা তাজা গোলাপ ফু মন্তরে জোগাড় করতে পারি না !"

"শোনোই না ! তুমি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে গেছ কখনও। জানবে কী করে সে-দেশটা কেমন !"

তারাপদ মাথা নেড়ে বলেছিল, "সেটা অবশ্য একখানা কথা।" তখন তো তারাপদ উড়ন্ত তরবারি পায়নি কিংবা সাদা ঘোড়াও তার জোগাড় হয়নি—যে-ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে যাবে। পক্ষিরাজ ঘোড়া একখানা দরকার তবে। চাইলেই তো পাওয়া যায় না। নাভিনিদ্রায় সে কখনও পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যায়ওনি !

সে মাথা নিচু করে বলল, "না, তা অবশ্য যাওয়া হয়নি।"

"রবিন পাখি চেনো !"

"ধুস, রবিন পাখি আবার আছে নাকি ! যতসব আজগুবি গল্প।"

"তুমি কিচ্ছু জানো না তারাপদ দাদু। রবিন পাখিই তো রাজপুত্রকে বলেছিল, 'কী দুঃখ তোমার !'

"লাল গোলাপ চাই। ভোজসভা কাল। কেউ খবরই দিতে পারল

BanglaBook.org

না, কোথায় ফুটে আছে একটা লাল গোলাপ।"

রুবি গাছতলায় দাঁড়িয়ে। তারাপদ তার শ্রোতা। দু'জনের পৃথিবীতে আশ্চর্য যোগাযোগ। একজন বললে, আর-একজনকে মন দিয়ে শুনতে হয়। তারাপদর মগজে গল্পটা বেশ যাচ্ছিল। সে বলল, "তারপর ?"

"তারপর জানো তারাপদদাদু, সে এক বিষম কাণ্ড।"

"কাণ্ডখানা খুলে বলেন, বুঝি কতটা বিষম। তারাপদর চেয়ে বিষম কাণ্ড ঘটাতে পারে আর কে আছে শুনি।"

"আছে। সে রবিন পাখিটা। রাজপুত্রের দুঃখে তার মন খারাপ। রাজপুত্রের নিজের বাগানে কত গোলাপ গাছ। অথচ ফুল নেই। পাতা ঝরে গেছে। এক কোণায় শুধু একটা গাছে গোটাকয়েক পাতা, আর-একখানা ফুলের কুঁড়ি। শীতে আড়ষ্ট হয়ে আছে। ফুটতে পারছে না।"

"আহা রে বেচারা। দিল না কেন গাছ উপড়ে। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, বাগান আলো করে খাড়া হয়ে আছেন।" তারাপদর আফসোস।

"শোনোই না ! তুমি না তারাপদদা বকবক শুরু করলে থামতে চাও না।"

"বলেন।" মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকে তারাপদ।

এই রে, ইস্কুলের বাস হাজির। তাড়াতাড়ি টিনের স্যুটকেস হাতে বাসে উঠে চুপি দিয়ে বলল রুবি, "ফিরে বলব। কেমন। মন খারাপ করে থেকো না।"

তারাপদ দেখল বাসটা চলে গেছে। মন তারও কম খারাপ না। লাল একটা গোলাপ মাত্র। শখ একটাই, রাজকন্যের সঙ্গে নাচবে। এত দুঃখও পৃথিবীতে আছে। তার এক গেলাস চা, একবাটি মুড়ির কথা মনে থাকল না। রাজপুত্রের দুঃখে সেও কী করবে বুঝতে পারছে না। তার মতোই কত কিসিমের পরমায়ু নিয়ে এ মানুষ বড় হয়। সে গাছতলাতেই শুয়ে থাকল। বাস ফিরে এলে নামিয়ে নিল রুবিদিদিকে। রুবি লাফিয়ে হাঁটছে।

ভাল লাগল না তারাপদর। মাঝ গাঙে নৌকো ডুবিয়ে মজা করছে

BanglaBook.org

রুবিদিদি।

"ও তারাপদদাদু, এসো!"

"যান, বাড়ি চিনে চলে যান, আমি যাব না।"

"কী হয়েছে তোমার!"

"এতক্ষণ লাগে ফুল ফুটতে! ফুল ফুটল কি ফুটল না বলবেন না।"

"অ! ভুলেই গেছি। আমার হাত ধরো। বলছি। বুঝলে তারাপদদাদু, তোমার মতো নরম মন। রবিন পাখি শুধু গান গায় জানো।"

"আর কিছু করে না! তা হতেই পারে। গন্ধর্ব কিন্নর পরিরাও শুধু নাচে। পাখা মেলে নাচে। রবিন পাখি নাচ জানে না। গান জানে। সব জানি। এবারে কথাখান শুরু করে দেন।"

"খুব তুষারপাত জানো! ঘোর হয়ে আছে চারদিক। সাঁঝ লেগে গেছে। আকাশে নক্ষত্র ফুটে আছে ঠিক, তবে দেখা যায় না। রাজপুত্র জানলায় বসে আছে। ঠিকই করে ফেলেছে, রাজকন্যার সঙ্গে নাচতে না পারলে জীবননাশ করবে।"

"ইস, কী বোকা। পরমায়ু নিজের হাতে শেষ করে দেবে!"

"কী করবে বলো, তার তো স্বপ্ন—একটাই স্বপ্ন—রাজকন্যার সঙ্গে নাচবে। রবিন পাখিটা রাজপুত্রের জানলায় এসে বসল। বলল, 'আপনি আমাকে আর ক' ঘণ্টা সময় দিন। আপনি মরে গেলে রাজবাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। আমরা আপনার বাবার বাগানে গান গেয়ে বেঁচে আছি। আপনি মরে গেলে বাগান শুকিয়ে যাবে।"

"তারপর।"

"তারপর রবিন পাখি উড়তে থাকল। গোলাপ গাছের ওপরে উড়তে থাকল। বলল, 'গোলাপ গাছ, একটা ফুল দিতে পারো না! তোমার ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠুক। রাজপুত্রের চাই তাজা লাল গোলাপ। তুমি পারো না ফুল ফোটাতে!"

"গোলাপ গাছ মাথা নাড়ল। পারে না। তুষারপাত শেষ না হলে পারবে না। সে নির্জীব, পারবে কেন?

"রবিন পাখির খুব মন খারাপ। তবু জানো, মন নরম তো! সারা

BanglaBook.org

শহরে একটাই গোলাপের কুঁড়ি—যা ঠাণ্ডা, ফুটে ওঠা আর হবে না। কী কষ্ট বলো।"

"সত্যি কষ্ট। কুঁড়ি যদি নাই ফুটল, গাছের আর মর্যাদা কী।" তারাপদ সায় দিল।

রবিন পাখি গাছটার চারপাশে গান গাইতে থাকল। আর উড়তে থাকল। যদি গাছের প্রাণে মায়া জন্মায়। উড়ছে আর গান গাইছে। রাত হয়ে গেল। গোলাপ গাছ খুশি হয়ে বলল, "দিতে পারি ফুল, তবে!"

"তবেটা কী!" তারাপদ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। আর তো সময়ও নাই। সকাল হলেই সব শেষ।

"জানো, গোলাপ গাছ রবিন পাখিকে বলল, 'ডালে এসে বোসো।"

"বসল!"

"বসবে না!"

"গোলাপ গাছ আবার বলল, 'কুঁড়িটার পাশে বোসো। কুঁড়ির নীচে দেখো কাঁটা আছে। বুকে ওম দাও কাঁটায়।'"

"কাঁটায় ওম্! সে আবার কী!" তারাপদ খেপে গেল।

"শোনোই না।"

"শুনছি তো।"

"গোলাপ গাছ বলল, 'ওহো, শীত যাচ্ছে না! বুকে কাঁটা বিঁধিয়ে দাও। ওম জমে উঠুক।'"

"রবিন পাখি বুকে কাঁটা ঢুকিয়ে বসল!" তারাপদর প্রশ্ন।

"বসবে না! রাজার বাড়ি, তার গাছপালা কত, এতদিন রাজার বাগানে উড়েছে, গান গেয়েছে, রাজপুত্র মরে গেলে বাগান শুকিয়ে যাবে না।"

"তা যাবে।" তারাপদ স্বীকার করল। যুক্তি আছে কথাটাতে।

"গোলাপ গাছ বলল, 'আরও, আরও।'"

"আরও কী।" তারাপদর ফের প্রশ্ন।

"আরও ফুটিয়ে দিতে বলল। বুকের গভীরে হৃৎপিণ্ড থাকে জানো। সেই হৃৎপিণ্ডে কাঁটা ঢুকিয়ে বসে থাকল, আর গান গাইতে থাকল!"

তারাপদ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কতবড় এই ত্রিভুবন। আকাশ, পাতাল,

BanglaBook.org

স্বর্গ—কত জায়গায় এত প্রকারের পরমায়ু আছে সে জানত না।

"তারপর !"

"তারপর সকালবেলায় জানলায় দাঁড়াতেই রাজপুত্র দেখল, বাগানে অ্যাত্ত বড় একটা তাজা রক্ত গোলাপ ফুটে আছে। সে দরজা খুলে ছুটে বের হয়ে গেল। দেখল গাছের নীচে রবিন পাখিটা মরে পড়ে আছে।"

শুনেই তারাপদ ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। গামছায় চোখ মুছে বলল, "রুবিদিদি, রাজপুত্র গেল নাচতে !"

"না গেল না। সে পাখিটাকে গোলাপ গাছের নীচে শুইয়ে দিল। তাজা গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে বিছিয়ে দিল ওপরে। তারপর বরফের নীচে পুঁতে দিয়ে ফিরে এল। আর পরদিন সকালে দেখল, সেখানে অনেক গোলাপ গাছ। আর অজস্র লাল তাজা গোলাপ। রাজপুত্র ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকল। সকাল-বিকাল সে বাগানে পায়চারি করে আর ফুলের পরিচর্যা করে। তার আর কোনও শখ থাকল না।"

তারাপদ বলল, "যান, রাজপুত্র আপনার হয়ে গেল !"

রুবি বলল, "ধ্যাত। ও আমার হবে কেন !"

"হবে। কর্তাকে বলেন, সামনের জায়গাটুকু আমারে যেন দেয়। ফুলের বাগান করি। রাজপুত্র আসবে, ফুলের বাগান না থাকলে হয় ! বাড়িতে রাজকন্যা আছে, ফুলের বাগান নাই, হতে পারে না।" সেই থেকে রুবিদিদি নাভিনিদ্রা হলে রাজপুত্রকে নাকি দেখতে পায়। তারাপদর এক কথা, 'যারে দিছি তারে ফিরায়ে দেই কী করে !'

সেই থেকে তারাপদ ধনঞ্জয়কে দেখলেই বলত, "জায়গাটা বনজঙ্গল হয়ে আছে, দেবেন তারাপদরে। কোনও আপদ-বিপদের কথা না। একখানা সুন্দর বাগান করি, ফুল ফুটুক। রজনীগন্ধা, বেল, চাঁপা—যা চান লাগিয়ে দেব। গোলাপ ফুলের গাছ এনে দেব। সকাল-বিকেল তাজা ফুলে বাগান ভরে থাকবে। রুবিদিদি বাগানে বসে খেলা করবেন। দেন যদি..."

ফিকির। ফন্দিফিকিরে জুড়ি নেই তারাপদর। ধনঞ্জয় মাথা নাড়ছে না। রুবি ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে, "দাও না বাবা, জঙ্গল ভাল, না ফুল

BanglaBook.org

ভাল।"

সেই রুবিদিদি পুজোর ছুটিতে মামার বাড়ি চলে গেলে তার কাজকাম বন্ধ হয়ে গেল। সকালবেলায় এক গেলাস চা, এক বাটি মুড়ি—তাও গেল। এখন আর কী করে! সে আবার আগের তারাপদ। রুবিদিদি না ফেরা তক, স্কুল না খোলা তক সে আর সেই তারাপদ থাকল না।

বর্ষাকালে তারাপদ এমনিতেই কাজকাম পায় না। পুজোর মাস, তাও কামের টানাটানি। রুবিদিদি পুজোর মাস কাটিয়ে ফিরবেন।

তবে সে এখনও মানুষের কাজে লাগে। মানুষের কাজে লাগার মতো ভাগ্যিমান সে।

সাত সকালে ডেরা থেকে বের হয়ে পড়েছে। সে ফাঁক বুঝে গাছতলায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিল। সকালেই তার কাজ শুরু হয়ে যায়। ঠানদির বাড়ির পেছনে নানা গাছের ঝোপ-জঙ্গল। আম গাছ, পিটকিলা গাছ, চালতা গাছ, গাব গাছ, কী নেই! আর নিচটা আগাছায় ভরে আছে। আম গাছে লতা উঠে গিয়েছে বন-আলুর। গাছটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আহা রে গাছের মরণ! সেই মরণ দেখতে গিয়ে ক'খানা পেস্তা ফল দেখছে লতায় ঝুলছে। পুড়িয়ে খেলে সুস্বাদু। সতর্ক চোখে দেখছে সব। গোপনে ঢুকে গিয়েছে জঙ্গলের ভেতর। কালুঠাকুর গোরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। দেখলেই তেড়ে আসবে।

"তারাপদ, তুই!"

"আরে কর্তা, দেখতাছি!"

"কী দ্যাখতাছ। হাড় বজ্জাত। সক্কালবেলায় লোকে ভগবানের নাম নেয়। আর তুই জঙ্গলে ঢুকে বসে আছিস!"

"আর কবেন না! সকাল থেকে তো ভগমানের খোঁজেই বের হয়েছি। গাছে ভগমান ঝুলতাছে।"

তারাপদ নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে। আপনারা। আপনারা মনে করেন তারাপদ কাজের নয়। তারাপদর হয়ে এসেছে। সাদা চুল, বকের পালকের মতো সারা গায়ে সাদা লোম—তার আর আছেটা কী? আমি বলি, দিয়ে দ্যাখেন, কাজ কারে কয় দেখায়ে দি। ধনঞ্জয়কর্তা মাথা পাতছে না। বাড়ি আছে, পেছনে গাছপালা নাই—হয়! বাড়ির সঙ্গে

BanglaBook.org

গাছের, ফুলের সম্পর্ক বোঝেন না ! আপনেরা আবার বড়-বড় কথা কন ?

তা পেস্তা ক'খানা দেখছি ইঁদুর-বাদুড়েই খাবে ! সে গাছেও উঠতে পারে না। ধরা পড়লে ঠানদির শাপ-শাপান্ত শুরু হয়ে যাবে। মর মর। অতীসার হয়ে মর। তবে চোখের ওপর সে সয় কী করে ! তার সাহসেও কুলোচ্ছে না গাছে উঠে যেতে। টের পেলেই ঠানদি চোপা করবে—আবার তারাপদ না বলেকয়ে গাছে উঠলি !

এমনিতে ঠানদির মনটা ভাল। ঠাকুর-কর্তা বেঁচে থাকতে তাকে কত খাইয়েছে। এখন সুপুত্রগণ তোলা দেয়। তাই দিয়ে চলে। পেরে ওঠে না। আর আছে এই গাছপালা, জঙ্গল, বাঁশের ঝাড়, নারকেল গাছ, কাঁঠাল গাছ। গাছে পাখি বাসা বাঁধে। মরা ডাল গাছে ঝুলে থাকে। বর্ষায় আগাছার জঙ্গল গজায়। বাড়িটার সাফ-সুতরোর কাজ লেগেই থাকে। কেবল মনে করিয়ে দেওয়া।

সে বকের মতো পা ফেলে ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে উঠোনে ঢুকে ডাকল, "ঠাইনদি আছেননি !"

"কে রে ?"

"আমি তারাপদ ঠাইনদি। গাছে তো আর পেস্তা নাই। সব নিল কে ?"

"আর বলিস না, হনুমানের জ্বালায় কিছু রাখা যাচ্ছে না। সব শেষ !"

"না, ক'খানা আছে। ও ক'খানা রাখতে পারেন কিনা দেখুন !"

তারাপদ অবশ্য বাড়িটার সব খবর রাখে। শুধু এ-বাড়ির কেন, পাড়াপড়শির সব বাড়ির। যতদূর চোখ যায় পরমায়ুর খোঁজে হেঁটে বেড়ায়। তার জানারই কথা। বড় কাঁঠাল গাছটার গুঁড়িতে যে উই লেগেছিল, ধুঁদুলের লতাটা যে শুকিয়ে গিয়েছে—সেই খবর দিয়েছে। বাঁশের করুল সব হনুমানে নষ্ট করে গিয়েছে—সে খবরও তারাপদর। ঠানদি এখন আর অত জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে পারে না। নাতনিটা স্কুলে যায়। সকালে পড়া রাতে পড়া—জঙ্গলে ঢোকে কখন ! কোথায় কোন গাছে পোকা লেগেছে তারাপদ না থাকলে জানতেই পারত না।

"ঠাইনদি যদি কন পেস্তাগুলান পেড়ে ফেলি ? ইঁদুরে-বাদুড়ে খায়,

BanglaBook.org

হনুমানে খায়—ভাল কথা না ঠাইনদি।"

"বন-আলুটা বাড়বে তো! গাছ মরে যাবে না!"

"কী যে কন! বাড়বে না! কবে তুলবেন বলবেন, তারাপদ তুলে দিয়ে যাবে।"

তারাপদ আবার জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। পেছনে তার অতসীদিদি আসছে। ঠাইনদির লাঠি। বড় চোপা—একটা কিছু সরানো যায় না। সরালেই আর্ত চিৎকার, "অ ঠাকুমা, তারাপদদাদু কাঁঠালের ডাল-পাতা ভাঙছে। কথা শুনছে না। অ ঠাকুমা, সব ডাল ভেঙে ফেলল!"

"অ তারাপদ, কাঁঠালের ডাল-পাতা ভাঙছিস কেন রে? কে হুকম দিল। তর লাজলজ্জা নাই!"

"এই কয়টা ঠাইনদি, আর ভাঙছি না।" ভাঙছি না বলার ফাঁকে সে আরও কটমট করে চার-পাঁচটা ডাল ভেঙে গুঁড়ি বেয়ে নামে। আঁটি বেঁধে শহরে নিয়ে যেতে পারলেই পঞ্চাশ-ষাট পয়সা। জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তার পেট চলে। এখন আর সে জঙ্গল নেই। সব সাফ-সুতরো করে শহর থেকে মানুষজন লাল সড়কের দিকে নেমে আসছে।

অতসী গাছতলায় দাঁড়িয়ে। তারাপদদাদু ডালপালা ধরে মগডালে। ঝুড়ি নিয়ে অতসী গাছতলায়। তারাপদ লতা থেকে ফলগুলি ছিঁড়ছে আর নীচে ফেলছে। ডাল থেকে ডালে, ঝুলে-ঝুলে যাচ্ছে। অতসী সতর্ক করে দিচ্ছে—লতা যেন না ছেঁড়ে!

তারপর তারাপদ ডাল ধরে ঝুপ করে মাটিতে নেমে বললো, "সাফ। দেন, মাথায় তুলে দেন।"

অতসী বনজঙ্গলের ভেতর থেকেই চেঁচাচ্ছে, "ঠাকুমা, দ্যাখো কত পেস্তা!"

তারাপদ ঝুড়িখানা বারান্দায় নামিয়ে বসে। কোমর থেকে গামছা খুলে মুখ মোছে। গালে পনেরো-বিশ দিনের বাসী দাড়ি। হাত পা-র চামড়া কুমিরের পিঠের মতো। পায়ের গোড়ালি ফাটা। আমের কষ গরম করে পুলটিস মেরেছে। একখানা খসে যাওয়ায় ফাটা গোড়ালি হাঁ

BanglaBook.org

হয়ে আছে।

সে চেয়ে থাকে ঝুড়িটার দিকে। তার জিভে জল এসে গিয়েছে।

"দে দুটো তারাপদকে।"

ঠাকুমার কথামতো ক'টা পেস্তা ভাগ করে তারাপদকে দিল অতসী। তারাপদর উল্লাস—সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খোঁটে বেঁধে ফেলল পেস্তা ক'খানা। দিনের প্রথম উপার্জন। রুবিদিদি মামার বাড়ি। সকালে পেটে কিছু পড়েনি। চাই একটু আগুন, কিছু মরা ডাল। ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালাবে। পেস্তা পুড়িয়ে খাওয়া—আহা বড়ই আরাম।

আবার গাছপালা, মানুষজন, ঘরবাড়ি পার হতে-হতে কোথায় কখন কী আবিষ্কার করে ফেলবে—সেই আশায় হাঁটছে। তারপরই তারাপদর কাজ শুরু।

"কী হয়ে আছে ঠাকুর-জ্যাঠা দেখেছেন!"

"কী হয়ে আছে রে!"

"গাছটা তো মরে যাবে। দেখছেন না আগাছায় ঘিরে ধরেছে। সাফ করে দিই।"

"আজ না। আর-একদিন। মাঠে যাচ্ছি। পরে হবে।"

যাক। তারাপদর আর-একখানা কাজ জুটে থাকল।

আসল কথাখান হলগে পরমায়ু। তারে ধরে রাখার জন্য মানুষ যত কলকব্জা বানিয়েছে। তার কলকব্জা বনজঙ্গল, রুবিদিদি। ময়না পাখির ছানা খুঁজে বেড়ায়। রুবিদিদিকে কথা দিয়েছে—ডিম পেলেই ফুটিয়ে বাচ্চা হাতে তুলে দেবে। আহা, রুবিদিদি এলেই ফের সেই কথাখানা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। বাড়ির সামনে চাই ফুলের বাগান। বেল ফুলের চারা, অপরাজিতার লতা, কাঠমালতী ফুলের গাছ, সূর্যমুখী ফুলের বীজ যা যেখানে পাচ্ছে, সে ফাঁক পেলেই তার ঝোলায় এনে তুলছে। চাই একখানা ফুলের বাগান। তার সব কাজ শেষ। শুধু ফুলের বাগান একটা করতে পারেনি। রাজপুত্রের লাল গোলাপের গল্পটা না শুনলে তার মাথায়ও গজাত না বুদ্ধিটা। সারাদিন বাগানে পড়ে থাকবে। কর্তা খুশি হলে দেবে খেতে, না হলে দেবে না। রুবিদিদি লুকিয়ে-চুরিয়ে যা দেবে ওতেই তার হয়ে যাবে। রবিন পাখির মতো ফুলের বাগানে

BanglaBook.org

দরকারে হৃৎপিণ্ডে কাঁটা ফুটিয়ে দিতেও রাজি।

কবে যে আসবে রুবিদিদি!

"কে রে, তারাপদ না!"

পাকা সড়কে ঘ্যাঁচ করে পাশে গাড়ি থামলে হকচকিয়ে যাওয়ারই কথা। সে থতমত খেয়ে বলল, "আজ্ঞে কর্তা, আপনি!"

"যাক, দেখা হয়ে ভালই হল। সেই যে এলি, আর তো পাত্তা নেই। ওবোতল্যাংড়ার গাছ তো মিলছে না। পুনর্নবালতার হদিস দিতে পারিস!"

"পারি কর্তা।" গিরিজা কবিরাজকে দেখে হাতজোড় করে আছে তারাপদ।

"দিয়ে আসবি। তোর তো মাথা খারাপ—মনে রাখতে পারবি তো?"

"আজ্ঞে পারব। কোথায় চললেন কত্তা।"

"কালীবাড়ি।"

হুট করে মনে পড়ে গেল তারাপদর, শনি-মঙ্গলবার। শনি-মঙ্গলবারে মেলা বসে কালীবাড়িতে। গোটা মাস মানুষজন তীর্থ করতে আসে দূর-দূর দেশ থেকে। করুণাময়ী দেবী—বড়ই জাগ্রত। গণ্ডা-গণ্ডা পাঁঠা বলি, রাত্রিবাস তীর্থযাত্রীদের। শহর থেকে মানুষজন বেড়াতে চলে আসে। দুপুরে রান্না করে খায় ঝিলের ধারে। রাতে শহরে ফিরে যায় বাবু-বিবিরা।

তারাপদ বলল, "সেই কথা কন! কালীবাড়ির মেলায় যাচ্ছেন! ভুলেই গিয়েছিলাম!"

তার এখন হাঁটা দেখেই বোঝা যায়, সেই মেলায় তারও বড় যাওয়া দরকার।

মেলা এসে গিয়েছে, আর ভাবনা কী!

পঞ্চাননতলা পার হয়ে রেললাইনে উঠে যায়। তারপর আবার হাঁটে। গলা মেলে গান গায়, লাঠিসোঁটা, কলের ঝাঁটা কত কী যে বানাইল সরকার! মন প্রসন্ন থাকলে সে কখনও একাই নাচে, গায়। ডুগডুগি আর একতারা না থাকলেও চলে—গুপগুপ—বুম। সে হাতে

BanglaBook.org

ঢেউ খেলিয়ে একতারা বাজায়, ডুগডুগি বাজায়—আর নাচতে-নাচতে হাঁটে। এতে তার নাকি হাঁটার দূরত্ব কমে যায়। যত দূরেই মেলা বসুক, সে নেচে-গেয়ে চলে যেতে পারে।

মানুষজন, দোকানপাট—মাইক বাজে। ভোজন হয়। মহাপ্রসাদ রান্না হয়। হাঁড়িকুড়ি কাঠ কত কিছু লাগে একটা মহাভোজে। শহর থেকে বাবুরা আসে। বিবিরা আসে। সব যেন এক-একজনা ফুলপরি। কী সুন্দর গন্ধ শরীরে। হাসি-মশকরা, দৌড়ঝাঁপ, কচিকাঁচাদের হল্লা—মন্দিরে তখন কী ভিড়! পয়সার বৃষ্টি। মিষ্টি-মণ্ডার ছড়াছড়ি।

সে বোঝে হাঁটাহাঁটি করলে, চোখ-কান খোলা রাখলে এতবড় উৎসব থেকে তারও বাদ যাওয়ার কথা না। সে এটা বোঝে বলেই গামছাখানা কোমরে বেঁধে ফেলল। দূর থেকেই মেলার শোরগোল শুনতে পাচ্ছে। মাইকে গান বাজছে।

ওই তো আমবাগান, পরে বড় নিমগাছটা চোখে পড়ছে।

সে দ্রুত মেলায় ঢুকে গেল। জিলিপি ভাজার গন্ধে মেলা ম-ম করছে। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল মেলায়। জিলিপি ভাজার গন্ধ নিল। তারপর কিছুটা হেঁটে আমবাগানে ঢুকতেই চোখে পড়ে গেল হাঁড়ি, উনুন, কড়াই—লক্ষ্মীঠাকরুনের মতো সুন্দর একখানা বউ। কোমরে লতাপাতা আঁকা শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে কেবল ফুঁ দিচ্ছে। ভিজে কাঠ, ভিজে পাটকাঠি—আগুন জ্বলবে কেন! আগুন ধরাতে পারছে না।

সে খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে বলল, "ওতে জ্বলে না গো। দ্যান ফেলে এই কয়খানা কাঠ। দ্যাখেন, আগুন কারে কয়।" বলে লক্ষ্মীঠাকরুনের পায়ের কাছে কিছু শুকনো মরা ডাল এগিয়ে দিল।

ফের তারাপদ বলল, "ভিজা পাটকাঠি দ্যান দেখি—রোদে শুকিয়ে দিই। আগুনের লাজ-লজ্জা ভাঙুক।"

সুন্দর বউটি পড়ে গিয়েছে অস্বস্তিতে। খানিক তফাতে কিম্ভূতকিমাকার এক মানুষ। শুকনো মরা ডাল পাঁজা করা বগলে। আর পাশে যারা মাদুর বিছিয়ে তাস পেটাচ্ছিল—তারাও দেখল তারাপদকে। আচ্ছা লোক তো!

BanglaBook.org

তারাপদকে আড়চোখে কেউ দেখছে—সে এটা আমলই দেয় না। মানুষের কাজে লাগলে তারে না-ভালবেসে পারে !

"দিন না মা ঠাকরুন, কাঠ ক'টা ফেলে দিন। আহা, ধোঁয়ায় আপনার চোখ লাল হয়ে গিয়েছে মা ঠাকরুন। ফুঁয়ে জোর নাই।" বলেই সে আর দেরি করল না। সংগ্রহ করা শুকনো আমের ডাল উনুনে গুঁজে দিয়ে ফুঁ দিতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল ঠাকুর। তারাপদ হে-হে করে হাসল। বোঝো এবার তারাপদরে। বউটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠাকুরের লজ্জা ভাঙছে ঠাকরুন। দ্যান আর দু'খানা কাঠ ঠেলে।" সে তারপর কে কী বলছে, ভাবছে, আদৌ গ্রাহ্য করল না। ভিজা পাটকাঠিগুলি রোদে ছড়িয়ে দিল। চেলা কাঠগুলি হেঁসো দিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল। বালতি করে কল থেকে জল এনে দিল। শুকনো মতো একটা কাঠের গুঁড়ি ঠেলে ফেলে দিল আগুনের ভেতর। মুহূর্তে ঠাকরুনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

"তোমার নাম কী ?"

"আমার নাম তারাপদ মা ঠারেন।"

"কী করো ?"

"পেরমায়ু খুঁজি, মা।"

বউটি হেসে গড়িয়ে পড়ল তারাপদর কথায়। বুড়ো মানুষ—মুখখানা বড় মায়াবী।

"তুমি এখানেই দুটো খেয়ে নিও।"

এমন কথায় তারাপদর চোখে কেন যে জল চলে আসে !

গামলায় নতুন ফুলকপি, আলু কাটা। গামলায় মাংস মশলায় মাখা। গামলার ফুলকপি, আলু কলের জলে ধুয়ে আনল। সে কাজের মানুষ। কাজই হলগে পরমায়ু। যার সেটা নেই, সে ঘটের মড়া। তারাপদ এখন কারও কথার তোয়াক্কা করছে না। সে কলাপাতা কেটে এনে ধুয়ে রাখছে। বাবুদের ফুট-ফরমাশ খাটছে। সিগারেট এনে দিচ্ছে দোকান থেকে। এতে তার প্রসন্নতা বাড়ে। তারাপদর দাম উঠে গিয়েছে। সে গেলাসে করে জল দেয়। কেটলিতে এনে খুরিতে সবাইকে চা দেয়। বালতি-বালতি জল টানাটানির কাজটাও পেয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

সবার খাওয়া হলে তারাপদ খাবে।

তা অনেক আছে।

সে কিছুটা খেল। কিছুটা খুঁটে বেঁধে নিল।

বাসনকোসন নিয়ে গেল ঝিলে। ধুয়ে-পাকলে ঝকঝকে করে এনে সব বুঝিয়ে দিলে বাবুরা একটা টাকা বকশিশ দিল। তারাপদর দাম আছে। একটাই দুঃখ, ধনঞ্জয়কর্তা ফুলের বাগান করছে না। ঝোপ-জঙ্গল নিয়ে বসবাস করবে তবু ফুলের বাগান করবে না। রুবিদিদি এলে দেখে নেবে। সে উড়ন্ত তরবারি বানিয়ে রাখবে। ওটা দিয়ে বলবে, 'রুবিদিদি, রাজপুত্র চাই—নাও, দিলাম। উড়ন্ত তরবারিখানা তার হাতে দিও। রাজমুকুট চাই—তাও দিলাম, তারে পরিয়ে দিও। রুবিদিদি সবারই চাই একখানা উড়ন্ত তরবারি। যে যেমন কাজে লাগায়।'

লক্ষ্মীঠাকরুন দেখল তারাপদ দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে গামছা। কোথায় যাবে যেন জানে না। বলল, "বাড়ি কোথায় তোমার!"

সে যে কী ভেবে বলল, "ফুলের বাগানে।" তারপর হাঁটা দিল।

বেলা পড়ে আসে। তারাপদ এখন তার স্বপ্নের রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। শরতের আকাশ তার কাছে আরও বড় হয়ে গিয়েছে। গাছপালা পার হয়ে তারাপদ মাঠ ভাঙে। শরতের কাশফুল ওড়াউড়ি করে। সে দাঁড়িয়ে যায়। কাশফুল উড়ে এসে তাকে ঢেকে দেয়। সোজা সাদা বরফে ঢেকে যাওয়ার মতো সে কেমন প্রস্তরীভূত হতে থাকে। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। আর-একটু পরই রাত হবে—নক্ষত্র ফুটবে আকাশে। সে ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়ে। সাদা কাশফুলে ঢেকে যাচ্ছে তার শরীর।

তারপর খবর, তারাপদ ঠাণ্ডায় মাঠে কাঠ হয়ে আছে। শীতের ঠাণ্ডায় শক্ত। তারাপদ মরে গেছে খবর হতেই লোকজন ছুটতে থাকল। রুবি ছুটে গেল। দেখল লাইনের মাঠে ঘাসের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে তারাপদ। সে বিশ্বাসই করে না তারাপদদা মরে যেতে পারে! সে বলল, "উড়ন্ত তরবারি যার আছে সে কখনও মরতে পারে।"

সবাই বলল, "ধুস বোকা। যা, বাড়ি যা, ধনঞ্জয় তোকে খুঁজছে।"

শুধু এক শীতের বুড়ি অমোঘ কথা বলল, "ছোটরা যা দেখতে পায়, বড়রা তা দেখতে পায় না।"

BanglaBook.org

গুপ্তধনের গুপ্তকথা

আমরা খুবই তটস্থ, কী হয় ! অপবাদের শেষ নেই। শশাঙ্ক-সারও না আবার চলে যান ! এত উৎপাতে কে থাকে ! শশাঙ্ক-সার আজই ফতোয়া জারি করে দিয়েছেন। ছাগল পাগলের দেশে মানুষ থাকে ! কে জানে সকালবেলায় উঠেই না আবার লোটা-কম্বল নিয়ে রওনা হয়ে যান। অপরাধ, রানির বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে। আমরা সারের কাছে ছাগল। ছাগলের দেশ হলে তবু থাকা যায়, পাগল হলে কে থাকে ! তখন মাথা গরম হয়ে যায়, আমাদের এমন সুন্দর গাঁয়ের নামে অপবাদ ! অথচ নিরুপায়। গৃহশিক্ষক আই. এ. পাশ, আমাদের গাঁয়ের কিছুই তাঁর পছন্দ না। আর বড়দাটাই বা কী ! কী দরকার ছিল বলার। "জানেন সার, রানির বাবা না পাগল হয়ে গেছে !"

ঘরে লণ্ঠন জ্বলছিল। সার মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। চারপাশে আমরা পাঁচ ভাই তক্তপোশে বসে। সামনে পাঠ্যবই খোলা। দুলে-দুলে পড়ছি। রান্নাবাড়িতে পাত না পড়া পর্যন্ত এভাবে দুলতে হবে। পড়ি না-পড়ি দুলতে হবে। সার ঝিমোবেন। রাত দশটার আগে রান্নাবাড়িতে পাত পড়ে না। কাঁহাতক দোলা যায়। মাঝে-মাঝে দম নেওয়ার জন্য উসকে দেওয়া। বড়দা হয়তো সেই ভেবে খবরটা দিয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে সারের চক্ষু ছানাবড়া, "রানির বাবা মানে, হারান পাল ?"

দাদা বললেন, "আজ্ঞে হারান পাল। রানি খুব কান্নাকাটি করছে। খুব কষ্ট না !"

সার কেন যে অযথা ক্ষিপ্ত হন বুঝি না। "ভালই হল। তোদের গাঁয়ে সব ছিল, পাগল ছিল না। ষোলোকলা পূর্ণ।"

অবশ্য এটা আমাদের ব্যাধি। নতুন গৃহশিক্ষক এলেই বলা, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। কী নেই, দুধওলা, পরামানিক,

BanglaBook.org

গিরিজা কবিরাজ, দু' ক্রোশ দূরে হাই স্কুল, পাঁচ ক্রোশ দূরে রেল স্টেশন স্টিমার স্টেশন, বাঁশবন, ফসলের মাঠ, ট্যাবার জঙ্গল, বুলতার বটগাছ, কী নেই !

বহু দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "সার, সত্যি বলছেন আমাদের গাঁয়ের ষোলোকলা পূর্ণ !"

সব সহ্য করতে পারি, গ্রাম নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য একদম সহ্য করতে পারি না। কিছু বলাও যাবে না। ছাগল-পাগলের দেশ, জন্তু-জানোয়ারের দেশ, চোর-ছ্যাঁচোড়ের দেশ যা খুশি বলতে পারেন, কিছু বলা যাবে না। আমাদের উৎপাতে সার চলে গেলে ছোটকাকার খড়ম-পেটা শুরু হবে।

সার গম্ভীর গলায় বললেন, "কী আছে বল ! ইস্কুল নেই, ডাকঘর নেই, বাজার নেই। এমন অজ-পাড়াগাঁয়ে তোদের মানুষ হওয়া কঠিন, পাগল হওয়া সহজ। হারান পাল বেঁচে গেল।"

খানিক আগে বড়দা বেত্রাঘাতে জর্জরিত। সব ক'টা অঙ্ক ভুল। বড়দার উপর দিয়েই ঝড়টা গেছে। বোধ হয় হাত জ্বালা করছিল, বড়দা হাঁটুর ফাঁকে হাত চেপে বসে আছে। হারান পালের পাগল হওয়া নিয়ে এখন আর তার কোনও আগ্রহ নেই। তবে আমাদের আছে, হারান পালকে দিয়ে রান্নাবাড়িতে পাত পড়া পর্যন্ত যদি সারকে ঠেকিয়ে রাখা যায় ! পর-পর পড়া ধরা হয়, এবার মেজদার পালা, মেজদা টুক করে বলে ফেলল, "আমি দেখেছি সার, গাঁয়ের সবাই জড়ো হয়েছে। গলায় জবাফুলের মালা। পরনে গামছা, মাথায় সিঁদুর লেপা। সকালে নৌকায় বের হয়েছিল গাওয়াল করতে। ফিরে এসেছে খালি নৌকা নিয়ে। চানা-মটরের টিন নেই, বিস্কুটের টিন উধাও, খালি নৌকা। শুধু সার, একটা কুকুর পাটাতনে বসে। হারানকাকা কথা বলছে না। কুকুরটাও ঘেউ করছে না। হারানকাকা নৌকা থেকে সোজা নেমে কড়ুই গাছের মগডালে উঠে বসে আছে।"

সার ভুরু কুঁচকে বললেন, "এত কাণ্ড হয়ে গেল, আমি তখন কী করছিলাম !" বোঝো মজা, এখন বলতে হবে, তিনি কী করছিলেন ! ছোড়দার বুদ্ধি প্রখর। সে বলে ফেলল, "সার, আপনি তখন কাঁঠালবিচি

BanglaBook.org

ভাজা খাচ্ছিলেন। মানে স্কুল থেকে ফিরে তেলমুড়ি কাঁঠালবিচি ভাজা দিয়ে জলযোগ করছিলেন।"

সার এবার ভুরু প্রসারিত করে চিন্তিত মুখে বললেন, "আমি কাঁঠালবিচি ভাজা খাচ্ছিলাম আর তখন রানির বাবা পাগল হয়ে গেল!"

সারের মুখ দেখে আমাদের মনে হল, হারান পালের এটা বৈধ কাজ হয়নি। তিনি বললেন, "তা তার পাগল অবস্থায় ঘাটে পৌঁছে দিল কে? পাগল হলে তো বাড়ির রাস্তা মনে থাকে না।"

আমি বললাম, "দয়ালু বশির সার। তবে কেউ-কেউ চোরা বশির বলে। সেই কাকাকে ঘাটে দিয়ে গেছে শুনলাম।"

"চোরা বশির! অ!" মাথা ঝাঁকালেন সার। "ও ব্যাটারই কাজ। সব চুরি করে ধন্দে ফেলে দিয়েছে হারানকে। হারান এখন হাতড়াচ্ছে।"

বড়দা আর হাত চেপে বসে থাকতে পারল না। বশির দেশান্তরী। তাকে ঘাটে দেখা যাবে কী করে! বশির গেছে গুপ্তধনের খোঁজে। গুপ্তধন পেলে বশির ঠিক বড়দার কাছে না এসে পারে না। দয়ালু শরীর তার।

বড়দা বলল, "হতেই পারে না। বশির এখন অন্য কর্মে ব্যস্ত।"

আমি বললাম, "আজ্ঞে না, বশিরকে ট্যাবার জঙ্গলে দেখা গেছে। সেই হারানকাকাকে নৌকায় বসিয়ে কুকুর তুলে দিয়েছে।"

বড়দা খেপে গিয়ে বলল, "তুই দেখেছিস?"

আসলে বশিরকে নিয়ে নানা গুজব রটে যায় এমনিতেই। সে পারে না হেন কাজ নেই। যেমন বশির সত্যি হারান পালকে ঘাটে দিয়ে গেল, না বশির ট্যাবার জঙ্গলে বসে ছিল, না কুকুর তুলে দিয়েছিল, যা হয় আর কী, হাঁস-মুরগি গেল তো খোঁজো বশিরকে। ছাগল গোরু যাই হারাক, ছোটো বশিরের ডেরায়। খালের ধারে জঙ্গলের মধ্যে পঙ্গপাল নিয়ে বাস—তার নামে সুযোগ পেলেই অপবাদ। বশিরের এজন্য নিজেদের দেশের উপর ঘেন্না ধরে গেছে। সে থাকবে কেন! সে বিবাগী। ট্যাবার জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে যাবে কেন? বশিরের মাঝে-মাঝে হাজতবাসও হয়ে থাকে। কেউ বলে ব্যাটার দু বছরের জেল হয়ে

BanglaBook.org

গেল। গোপালদির বাবুরা ছাড়বে কেন ! ব্যাটা ধরা পড়ে জেলের ঘানি টানছে। সে যাই হোক, আমরা এসব বিশ্বাস করি না। বড়দার কথাও অবিশ্বাস করা যায় না। বশির কেন হারানকাকার সব লোপাট করে দেবে ! বশির চোর হতে পারে, তবে বাটপাড় নয়। বশির তো আমাদের কাছে যুধিষ্ঠির। সার মানতে রাজি না। তাঁর এক কথা, "এটা বশিরেরই কাজ। পারো তো তোমরা তাকে ধরো। আমি তোমাদের পেছনে আছি। পাগল আর চোর কোনও গাঁয়ে থাকলে মঙ্গল হয় না। হয় পাগল থাকবে, নয় চোর থাকবে। গাঁয়ের ইজ্জত বোঝো না ? পাগলও থাকবে আবার চোরও থাকবে—হুঁঃ !"

সহসা সার কী ভেবে বললেন, "কুকুরটাকে লক্ষ করেছিস ?"

বড়দা বলল, "হ্যাঁ সার, একেবারে ফকফকে সাদা কুকুর !"

সার খেপে গিয়ে বললেন, "আরে নরাধম, কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করছিল ?"

বড়দা মাথা চুলকে আমার দিকে তাকাল। বললাম, "না সার।"

সঙ্গে-সঙ্গে সারের অকাট্য যুক্তি, "কুকুরের মাথা খারাপ না হলে পাগলের নৌকায় কখনও কুকুর উঠতে পারে ?"

বড়দা জিভ কেটে বলল, "সত্যি সার, এটা ভেবে দেখিনি।"

সার বললেন, "কুকুর লেজ নাড়ছিল ?" মাথা নাড়লাম। "লেজ না নাড়লে কুকুর পাগল হয় ! তোদের গাঁয়ে থাকা কতটা নিরাপদ বুঝতে পারছি না।"

সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে ধপাস করে পড়ে গেলাম, "যাবেন না সার, আপনি চলে গেলে বাড়ির নিন্দা হবে। শশিমাস্টার চলে যাওয়ার সময় বলে গেছেন ধন্য সব বঙ্গ সন্তান। আমাদের মাথায় নাকি ক্যান্সার আছে।"

সার বললেন, "ঠিক আছে যাচ্ছি না। তবে তোমরা বশিরের খোঁজ করো। আমার মনে হয় বশিরেরই কাজ। বশিরই হারানকে পাগল করে নৌকায় তুলে দিয়েছে।"

আমরা বললাম, "সার, নিশ্চয় করব।" তারপর মনে হল বশির হারানকাকাকে যদি গুপ্তধনের খবর দেয়। ট্যাবার জঙ্গলে গুপ্তধন আছে। ভাঙা প্রাসাদ আছে, শ্বেত গোখরো জোড়া যখ হয়ে আছে।

BanglaBook.org

শুধু আমরাই জানি। বশির গুহ্য কথা আমাদের ছাড়া বলে না। গুপ্তধন সবার সহ্য হয় না। বশিরেরও হয় না। আমাদের হয়নি। পেয়েও পাইনি। তবে বশির তো নিখোঁজ। তাকে কোথায় পাব! ট্যাবার জঙ্গলে কি আবার এসে আত্মগোপন করে আছে। সে যাই হোক, আপাতত গৃহশিক্ষকের মন ভেজানোর জন্য, বশিরকে খুঁজে বের করবই কথা দিলাম।

বশিরের উপর সারের জাতক্রোধ আছে। বশির সারকে ফতুর করে দিয়েছিল। আমরা মনে করি দোষটা অবশ্য সারের। দোষটা আমাদেরও। কী যে দরকার ছিল, একেবারে পড়ি-মরি করে ছুটে যাওয়া! তিল ফুলের জমিতে বশির মাথায় পেতলের ডেগ নিয়ে হাঁটছিল, "আরে বশির না! ও বশির, শোনো! আমাদের বাড়িতে নতুন সার এসেছেন।"

বশির থমকে দাঁড়িয়ে ছিল, "কর্তারা স্কুলে যাইতাছেন, ভাল। নতুন মাস্টার ভাল। সেলাম মাস্টারসাব।"

কী শ্রদ্ধা, আর কি না সার টুক করে বলে ফেললেন, "তুমি বশির মিঞা!"

বশির সেলাম ঠুকে বলল, "জি সাব।"

সঙ্গে-সঙ্গে সারের ছাত্র পড়ানো শুরু, "তোমার নাকি চৌর্যবৃত্তির ধাত আছে!"

বুঝলাম হয়ে গেল।

বশিরকে খ্যাপালে কী হয় আমাদের জানা আছে।

বশিরের মুখ চুন! সে বলল, "মিছা কথা। আমি চুরি করি না। আমি ওঝা মানুষ। সাপের খেলা দেখাই। সাপ ধরি।"

সেই বশির সারকে এমন ফাঁপরে ফেলে দেবে কে জানত। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। ছুটির মেজাজ। ছুটি দিলে আমরা বেশি স্বাধীনতা পেয়ে যাই, সারের পছন্দ না। তা ছাড়া কাব্যপিপাসু মানুষ। সংস্কৃত কাব্য কাদম্বরী শুরু করে দিয়েছেন। শ্লোক বলেন, মুখস্থ করান, তার টীকা সহকারে অর্থ বলেন, আমরা বসে-বসে শুনি।

শুনতে-শুনতে তন্দ্রালু হই। দেওয়ালঘড়িতে আটটা বাজে, ন'টা

BanglaBook.org

বাজে। হ্যারিকেন জ্বলে। আমরা আরও তন্দ্রালু হই। রান্নাবাড়িতে পাত না পড়লে তন্দ্রালু হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। একান্নবর্তী পরিবারে লোকজনে ঠাসা। আত্মীয়স্বজনে ঠাসা। ঠিক দশটা না বাজলে বাড়ির পুরুষ মানুষদের পাত পড়ে না। সুতরাং কাদম্বরী কাব্য পাঠ চলে, তন্দ্রালু হই এবং হতে হতে...সারও তন্দ্রালু হয়ে যান। বৈঠকখানার সামনের দরজা খোলা, জানালা খোলা—গোপাল যে আমাদের ফুট-ফরমাশ খাটে, মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে থাকে। ভোস-ভোস করে নাক ডাকে। মশার কামড় থেকে বাঁচবার জন্য গামছায় মুখ ঢেকে রাখে।

আর তখনই ফোঁস।

চিৎকার করে উঠেছিল কে যেন! সার না আমাদের কেউ, ঠিক বুঝতে পারলাম না। চোখ খুলে দেখি পাঠ্য বইয়ের উপর কালনাগিনী দুলছে। সারের নাক বরাবর। সার দুলছেন, সাপও দুলছে। আর চিৎকার, 'সাপ, সাপ', ব্যস সার লাফ দিয়ে চোখ বুজে সোজা উঠোনে। সাপ দেখে ভিরমি খেতে-খেতে লাফ মেরেছেন। সড়াত করে সাপটাকে কে যে তক্তপোশের অন্ধকারে টেনে নিল, না, লুকিয়ে পড়ল বোঝা গেল না।

সাপ-সাপ চিৎকারে যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছিল। গোপাল গামছা তুলে ছিটকে বের হয়ে এল। ঘরের মধ্যে শুধু হ্যারিকেন জ্বলছে। দরজার কাছে কেউ যেতে সাহস পাচ্ছে না। টর্চের ফোকাস ফেলা হচ্ছে। ছোটকাকা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে সতর্ক পায়ে এগোচ্ছেন। হাতে সবার প্রমাণ সাইজের লাঠি। ভিতরবাড়ির দিকে সবাই। বারবাড়ির দিকে কেউ যাচ্ছে না।

আমরা সবাই ঘরের বাইরে। লোকজনে উঠোন ভর্তি। ঘরে সাপ। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। ছোটকাকা বললেন, "তক্তপোশে সাপ উঠবে কী করে!"

আমরা চুপ। সার বললেন, "কপালফেরে বেঁচে গেছি।"

কাকা বললেন, "রজ্জু-ভ্রমে সর্প।"

আমরা কিছু বলছি না। কী বলব! আমরাও সাপ দেখেছি, সাপ তো

BanglaBook.org

নয় কালভুজঙ্গ। না পেরে সার কাতর গলায় বললেন, "কী রে, তোরা চুপ করে আছিস কেন।"

বড়দা বলল, "ভিতরে ঢুকে দেখলে হয়।"

ছোটকাকাও বললেন, "ভিতরে ঢুকে দেখলে হয়।"

সারের হাতে টর্চ। তিনি টর্চ মেরে বললেন, "দ্যাখ কিছু দেখতে পাস কি না!"

ছোটকাকা বড়দা আগে। বড়দা দরজায় ঢুকে বলল, "না সার, কিছু নেই।"

বড়দা লাফ দিয়ে তক্তপোশে উঠে গেল। আমরাও গেলাম। সার টর্চ মেরে তক্তপোশের নীচে দেখলেন, বারান্দায় দেখলেন, টেবিলের তলায় টর্চের ফোকাস ফেলে বললেন, "আশ্চর্য, গেল কোথায়!"

ছোটকাকা বললেন, "জানের মায়া, বোঝলেন না! আর থাকে!" তারপর ঘরে লঙ্কা পোড়ানো হল। গর্ত-টর্ত খোঁজা হল। শেষে নিশ্চিন্তি।

বড়দা বলল, "উঠে আসুন সার। তক্তপোশে উঠে আসুন।"

আর তখনই নজরে গেল, "আমার গামছাটা!" গামছা দড়িতে ঝোলে। গামছা নেই।

আবার সারের আর্ত চিৎকার, "আমার ধুতি-জামা!"

আমরা দেখলাম, দড়িতে কিছু নেই। সাফ।

"আরে সব হাওয়া দেখছি।" তাড়াতাড়ি তক্তপোশের নীচে টর্চ মেরে বললেন, "লোটা কোথায়! কম্বল কোথায়! সব সাফ। আমার সুটকেস!"

হায়, বশির তোমার শেষে এই কাজ। বশির ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বশির তবে ফিরে এল! বশিরই পারে। হায় বশির সারকে ফতুর করে ছাড়লে! বলতেও পারছি না, সার কাজটা ভাল করেননি। চৌর্যবৃত্তির ধাত আছে বলা ঠিক হয়নি। হাড় ভেঙে দিয়েও বশিরকে জব্দ করা যায় না। বশির জব্দ চাল-ডালের কাছে, পান-সুপারির কাছে।

সার সহসা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, "আরে, বাক্সে তিন মাসের বেতন, তসরের শার্ট। হায়, আমার এত বড় সর্বনাশ।" বলে সার

BanglaBook.org

কপাল চাপড়াতে থাকলেন।

॥ ২ ॥

এসব খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। আবার লোকজনের ভিড়। কী-কী চুরি গেল, কে চুরি করল। বশির তো গা ঢাকা দিয়ে আছে। সেই-বা আসবে কী করে। আর বশির তো নিজের গাঁয়ে ফলপাকুড় চুরি করে, কিন্তু কারও লোটা-কম্বল চুরি করেছে বলে কোনও প্রমাণ নেই। সবাই বিস্ময়ে থ মেরে গেছে। তবে অবশ্য একবার, না ভাবা যায় না।

ছোটকাকা বললেন, "এই দেখলেন সর্প, আর এই দেখছেন সব সাফ। এ তো ভারী ভুতুড়ে কাণ্ড। ভাল করে দেখুন, কোথায় কী রেখেছেন। মনে আছে দড়িতে গামছা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, আপনার মাথা ঠিক আছে বলে তো মনে হয় না।"

পঞ্চুকাকা বলল, "না থাকারই কথা ? সারাটা দিন একদণ্ড বিশ্রাম আছে! সকাল থেকে শুরু, রাত দশটায় শেষ। ছাত্র তো নয়, এক-একটা অজগর-বিশেষ !"

আরে, বলে কী ! শেষে কী বলবে, "দেখুনগে, উমাশঙ্কর তার দলবল নিয়ে সারকে জব্দ করার জন্য কাজটা করল কি না !"

উমাশঙ্কর মানে আমার বড়দা। কাকা উমাশঙ্করের দিকেই তাকিয়ে বলেছিলেন, "তোরা জানিস কিছু ?"

ইস, যা রাগ হচ্ছিল না ! বাড়ির কিছু খোয়া গেলেই মা, জেঠি, কাকা থেকে পঞ্চুকাকা পর্যন্ত সব দায় চাপিয়ে দেবে আমাদের উপর।

বড়দা বলেছিল, "সারের গামছা দিয়ে আমরা কী করব ?"

মেজদা বলল, "লোটা-কম্বলে আমাদের কী কাজ ?"

ছোড়দা বলল, "সুটকেস তো তক্তপোশের নীচেই থাকে। তালা দেওয়া। স্কুলে যাওয়ার সময় সার তো ঘরে তালা দিয়ে যান !"

হঠাৎ কাকার হুঙ্কার, "তবে গেল কোথায় সব ! খোঁজো। খুঁজে বের কর। সব ক'টাকে খড়মপেটা করে তবে ছাড়ব। তোমাদের জন্য গগন

BanglaBook.org

পণ্ডিত পালাল। শশিমাস্টার বলে গেল ধন্য ঠাকুরবাড়ি। ধন্য ! যেমন দেশ, তেমনই তার সন্তান। এবার যদি তোমাদের জ্বালায় শশাঙ্কমাস্টার চলে যান, সোজা বলে দেব দাদারা এলে, আমার কম্ম নয় এদের মানুষ করা। আপনারা সামলান। এত বদনাম হয়ে গেছে, ঠাকুরবাড়ির নাম শুনলেই শিক্ষকদের গায়ে জ্বর আসে ! তোরা হলি কী ! ছাগল হলেও ভাল ছিল, তোরা যে সব শৃগাল। তোরা সব কুক্কুট। অধমেরও অধম।"

কাকা আমাদের শাসিয়ে গেলেন, "খোঁজো।"

বিমর্ষ মুখে শশাঙ্কসার বলেছিলেন সেদিন, "তোরা যে কী, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোরা ভূত কিনা তাও জানি না। তোরা সত্যি করে বল, ঠিক এখানটায়, যেন জায়গাটা দেখাতে গিয়েও গা শিরশির করছে, ঠিক এখানটায় দুলছিল। ফণা তুলে দুলছিল ! কী বল, চুপ করে আছিস কেন !"

বশিরকে বাঁচাবার জন্যই বোধ হয় বড়দা বলেছিল, "কী জানি সার, মনে করতে পারছি না।"

মেজদা বলল, "আমি কিছু দেখিনি।"

ছোড়দা বলল, "সাপ বলে চিৎকার করে উঠলে মাথা ঠিক থাকে সার !"

"তবে তোরা কেউ দেখিসনি ?"

আমরা একবাক্যে অস্বীকার করে বসলাম।

তখন সারের মাথায় হাত। বলেছিলেন, "শোনা, কাল আমি থানায় যাচ্ছি।"

"সার, সাপের নামে থানা মামলা নেবে না।"

"তোমাদের মুণ্ডু। আমার সব সাফ। থানায় ডাইরি করতে যাব। ওখান থেকে সটান বাড়ি। এখানে আর কিছুদিন থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যাব। তোরা বলছিস কেউ দেখিসনি। হায় ! আমি কি ভুল বকছি, আমার কি মাথা খারাপ। বল, বল তোরা ? রজ্জুভ্রমে সর্প। না তোরাই সর্প, বুঝছি না।"

দারোগা-পুলিশের নাম শুনে মেজদা বলল, "সার, ছোট বাড়ি যাব।"

BanglaBook.org

বড়দা বলল, "সার, আপনি যাবেন না।"

"না, আমি যাবই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও সাধ্য নেই আটকায়।"

বড়দা জানে এর পরিণতি কী!

বড়দা নাছোড়বান্দা।

সে বলেছিল, "সার পায়ে পড়ছি। যাবেন না। আপনি চলে গেলে আবার ঠাকুরবাড়ির বদনাম ছড়িয়ে পড়বে।"

"না, আমি যাব। থাকব না যখন বলেছি, থাকব না। ছাগল-পাগলের দেশে কে থাকে!"

"আমাদের গাঁয়ে তো সার পাগল নেই!"

"পাগল নেই, থাকতে কতক্ষণ!"

হারানকাকা পাগল হয়ে সত্যি শেষে ঘাটে নৌকা লাগিয়ে দিয়েছে। আজ সারের কী মতিগতি হবে জানি না। কিন্তু সেদিন বড়দা নাছোড়বান্দা না হলে সার সত্যি পালাত। ঠেকায় কে!

বড়দা নিরুপায়, সারের পা জড়িয়ে ধরেছিল সেদিন। বলেছিল, "কথা দিচ্ছি, আমরা খুঁজে বের করব। দারোগা-পুলিশ ডাকবেন না।"

ইস, বড়দাটার মাথায় একদম বুদ্ধি নেই। বলতে আছে আমরা খুঁজে বের করব। বলতে হয়, আমরা সার চেষ্টা করব। খুঁজে বের করব আর চেষ্টা করবার মধ্যে কত তফাত বড়দাটা বোঝে না। তা হলে বুঝবে না, আমরাই এক ফাঁকে সারের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লুকিয়ে ফেলেছি সব। তবে রক্ষা আছে! সার লাইন করে দাঁড় করাবেন, তারপর বেত্রাঘাতে জর্জর হওয়া। ছোটকাকা কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবেন, "কোথায় নিয়ে রেখেছিস, বের কর।"

আমি অগত্যা বললাম, "সার, আপনার পায়ে পড়ে বলছি, কিছু জানি না। তবে আমরা চেষ্টা করব। এমনিতেই আমাদের জব্দ করার জন্য ছোটকাকা একপায়ে খাড়া। পঞ্চুকাকা আমাদের গাছে চড়তে দেখলেই কান ধরে নামিয়ে আনে। গোপাল সারাক্ষণ আপনি বাড়ি না থাকলে ফেউয়ের মতো লেগে থাকে। কারও শশা চুরি গেলে আমাদের দোষ। জামবুরা গাছে না থাকলে, মতির মার চোপা, 'আসুক বড়ঠাকুর, ওরে তোদের সর্বনাশ হবে, তোরা জলে ডুবে মরবি।' বলুন সার, আমরা যাই

BanglaBook.org

কোথা। এমন জাঁতাকলে জীবন পিষে ফেললে শুধু হাড় ক'খানা ছাড়া আর কী থাকবে।"

"তোদের হাড় ছাড়া কিছু থাকা উচিতও নয় বলে আমি মনে করি।" সারের আপ্তবাক্য।

বড়দা বলল, "সার এমন কথা বলতে পারলেন! আমরা আপনার আশ্রয়ে আছি। আপনি না রক্ষা করলে কে রক্ষা করবে।"

মন নরম হয়েছিল। বলেছিলেন, "দু' দিন সময় দিলাম। দু' দিনের মধ্যে আমার লোটা-কম্বল ফিরে না পেলে তোদের ফেলে ছেড়ে চলে যাব।"

মেজদা বলল, "সার, ছোট বাড়ি যাওয়ার আর দরকার নেই।"

"বেশ, তবে যাবে না। বস। রান্নাবাড়িতে ঘুরে আসতে পারো। পাত কখন পড়বে দেখে আসতে পারো। আমি বিশ্বাস করি তোমরা পারবে। চেষ্টা করলে পারবে। তোমরা সব পারো। কেবল, পড়ায় মন দিতে পারো না। আমিও পারতুম না। এমন গাছপালা, মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বনজঙ্গল, বর্ষাকাল, শাপলা-শালুকের দেশে বড় হলে, কেউ পড়াশোনায় মন দিতে পারে না। আমি তোমাদের দোষ দিতে চাই না। কপালের দোষ। এরই নাম নিয়তি। তা না হলে শেষে তোমাদের পাল্লায় পড়ব কেন!"

বড়দা বলেছিল, "দু' দিন সার পড়তে না বসলে হয় না? খোঁজাখুঁজির সময় কী করে পাব। খুব কি বেশি এতে আমাদের ক্ষতি হবে!"

সার ব্যাজার মুখে বলেছিলেন, "পড়া থেকে ছুটি। স্কুলে না গেলেও চলবে। আমি তো ঠুঁটো জগন্নাথ। হাত-পা কাটা। জামা নেই, গেঞ্জি নেই, গামছা নেই, যাব কী করে ইস্কুলে! আমার বিপদের দিকটাও আশা করি দেখবে। গুরুত্ব দেবে। লোকের আর কিছু না থাক, লোটা-কম্বল সার করে বাঁচে। ভাগ্য এমন যে, আমার তাও গেছে।"

সারের দুঃখে আমরা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। সার যে দু' দিন খালি গায়ে এক কাপড়ে কাটাবেন ভাবতে খুবই খারাপ লাগছিল। সারকে সাহস দেওয়ার জন্য বললাম, "কাকার গেঞ্জি আপনার গায়ে লাগবে মনে হয়।"

BanglaBook.org

"পরে দেখতে হবে।"

"কাকার ধুতি পরতে পারবেন।"

"তা পারি।"

রান্নাবাড়িতে পাত পড়ছে টের পাচ্ছি। খবর এল বলে। খেতে বসলে মনে হবে মচ্ছবের বাড়ি। আত্মীয়স্বজন বাড়িতে লেগেই থাকে।

গোপাল এসে খবর দিতেই ছু-টি। ছু-টি। তক্তপোশ থেকে নেমে ছুট, ছুট। হঠাৎ তখনই মনে পড়ে গিয়েছিল, বড়দার যা মাথা মোটা, কোথায় না কোথায় আবার বিঁড়াটা রেখে দেয়! বশির ভুলে মাথার বিঁড়াটা ফেলে গেছে বলে রক্ষা।

বড়দার কাছে গিয়ে বলেছিলাম, "বিঁড়াটা কোথায় রাখলি!"

"দক্ষিণের ঘরে আছে।"

দক্ষিণের ঘরে মানে বৈঠকখানায়। নানা গণ্ডগোলে বিঁড়াটার কথা আমাদেরও মনে নেই। বিঁড়াটাই প্রমাণ, বশির ঘরে ঢুকেছিল।

"দক্ষিণের ঘরে কোথায় রেখেছিস!"

"তক্তপোশের নীচে। ওটা দিয়ে কী হবে আবার?"

সহসা খেপে গেলাম, "তুই কী রে! বশির অস্বীকার করতে পারে। বলতে পারে কর্তা আমি যাইনি। আমি কিছু জানি না। তখন কী করবি?"

সবারই মনে হয়েছিল, সত্যি তো, বশির যে এসেছিল, বিঁড়াটা তার প্রমাণ। সে সব হাপিস করে নিয়ে গেছে। পেতলের ডেগে দুই আধমরা কেউটে সাপও। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই মনে পড়বে, মাথায় বিঁড়া নেই। মনে পড়লেই ঘাবড়ে যাবে। বিঁড়াটা মাথায় থাকলে সোজা সে পেতলের ডেগ মাথায় নিয়ে দৌড়াতেও পারে। দু' হাতে সারের লোটা-কম্বল, বাক্স, মাথায় পেতলের ডেগ—কিন্তু মাথায় বিঁড়া না থাকলে ডেগ বসবে না, সে কিছুদূর গিয়েই টের পাবে, পারা যাবে না। এতগুলি জিনিস দু' হাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই। মাথা খালি থাকলে সে নাকি জোরও পায় না। তাড়াতাড়ি দৌড়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে গেলাম। হ্যারিকেন নামিয়ে বিঁড়াটা খুঁজলাম, পেয়েও গেলাম। এটা যে এখন কোথায় রাখি! সাক্ষ্য-প্রমাণের খুবই দরকার পড়বে। বশির বিঁড়াটা

BanglaBook.org

দেখলেই জিভে কামড় দিয়ে বসবে ! ইস, কী ভুলই না সে করে ফেলেছে !

সকালে বশিরের খোঁজে যাওয়ার সময় বিঁড়াটা জামার তলায় লুকিয়ে ফেললাম। ছুটি, ছুটি, মনের মধ্যে বড়ই পুলক। পাই না-পাই, সার থাকুক ছাই না-থাকুক, দুটো দিন তো স্বাধীন। গোপাল যে পিছু নেবে না, তা অবশ্য বলা যায় না। গোপাল আমাদের ফুট ফরমাশ খাটে। ফেউ-এর মতো সঙ্গে ঘোরে।

বসন্তকাল। আহা, সেবারে শিমুলগাছে কী ফুল ! গোপাটের দু' ধারে বড়-বড় শিমুলগাছ, যেদিকে চোখ যায় শুধু লালে লাল—আকাশ লাল। সকালবেলার প্রকৃতির এই মাধুর্য উপভোগ করা যাবে না, গোপাল যদি ফেউ হয়ে সঙ্গে জুটে যায়। আমাদের সমবয়সী।

গোপাল অবশ্য সেদিন ফেউ হয়ে জুটে যায়নি। মহা ধুরন্ধর ব্যাটা ঠিক টের পেয়েছে—চুরির মামলা। সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলে সে যে শেষে ফেঁসে যাবে না কে বলতে পারে ! বাক্সে এতগুলান টাকা ! সার যদি বলে ফেলেন, 'গোপালের কাজ।' বলতেই পারেন, তখন তো ঘরে গোপাল আর আমরা ছাড়া কেউ ছিলাম না। সাপের তাড়া খেয়ে সবাই ঘর ফাঁকা করে চলে গেলে সেই ফাঁকে সে যে চুরি করেনি কে বলতে পারে ! গোপাল নীচে মাদুর পেতে শুয়ে ছিল। ডাকলাম, "রানি, রানি আছিস ?"

রানি ঘর থেকে বের হয়ে বলেছিল, "এত সকালে সোনাদা ! কোথায় যাচ্ছ।"

"এই শোন, তাড়াতাড়ি ছোলা-মটর-ভাজা দে। বেশি করে দিস। দু' লাছি পাট তুলে রাখ।"

রানি জানে, ঠাকুরবাড়ির বড়দা-মেজদারা পাটের লাছি মাঝে-মাঝেই চুরি করে আনে। লাছি দিয়ে ছোলা-মটর-ভাজা নিয়ে যায়। রানির প্রতি আমাদের বিশ্বাস প্রবল। সে ফ্রক গায়ে দিয়ে চুপিচুপি তালা খোলে ঘরের। তারপর বলে, "শিগগির ধরো। পাটের লাছি দাও।"

"তোর বাপ কোথায় ?"

"মাঠে গেছে।"

BanglaBook.org

"জানিস তো সারের সব চুরি হয়ে গেছে। আমরা খুঁজতে বের হচ্ছি। যাবি ?"

"দাঁড়াও।" বলেই সে কী দেখল উঁকি দিয়ে। তারপর চুপিচুপি বের হয়ে এল।

বড়দা বলল, "রানি, আমাদের কিন্তু বেলা হবে ফিরতে। ভেবে দ্যাখ যাবি কি না।"

রানি আমাদের সঙ্গ পেলে মহাখুশি। তার বয়স যত বাড়ে তত তার চুল ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। চুল ন্যাড়া করে দিয়ে কবিরাজদা হরতুকি-বাটা লেপে দেন। এতে চুল নাকি ঘন হয়, কালো কুচকুচে হয়। আশি বছরেও চুল পাকে না। গেল ছ' মাস হল সে আর চুল ন্যাড়া করে না। কবিরাজদা পাথরের বাটিতে হরতুকি-বাটা নিয়ে এসে ফিরে গেছেন। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাবে কী করে! হারানকাকা যত ডাকাডাকি করত, তত সে আত্মগোপনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠত। ওর তখন ব্যাজার মুখ দেখলে আমাদেরও খারাপ লাগত। বলতাম, "হারানকাকা, ওকে তুমি খুঁজে পাবে না। মাথা ন্যাড়া করে দিলে দেশান্তরী হয়ে যাবে বলেছে।"

"সত্যি বলছিস ! কোথায় গিয়ে বসে থাকল ?"

"কবিরাজদাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। দেখবে ভুস করে জেগে উঠেছে। দেশান্তরী হলে কী হবে ভেবে দ্যাখো তো। একটামাত্র মেয়ে। ও তো কান্নাকাটি করছিল, আস্তানা সাবের জঙ্গলের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। ওর এক কথা, বাবাকে তোমরা রাজি করাও। নইলে আমাকে তোমরা আর খুঁজে পাবে না।"

হারানকাকা মেয়েকে না দেখলে ফাঁপরে পড়ে যেত। কী আর করা ! বলত, "আসতে বল। মাথা ন্যাড়া করতে হবে না।"

এইরকম নানা কারণে রানির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব। ছ' মাস আর ন্যাড়া হয়নি বলে, মাথায় দু' বিনুনি।

রানি আগে-আগে যাচ্ছে। কখনও পিছনে পড়ে যাচ্ছে। পকেটে সবার ছোলা ভাজা। একটা-দুটো করে খাচ্ছি আর হাঁটছি। নন্দীদের বাঁশবন পার হয়ে রানিকে বলেছিলাম, বশিরটাকে দেখেছিস ! বশির যদি

BanglaBook.org

আত্মগোপন করে থাকে, কারণ বশিরের সঙ্গে হারানকাকার কোনও গোপন আঁতাত আছে। একদিন রাতে বশিরকে হারানকাকার বাড়িতে দেখেছিলাম উঠোনে বসে আছে। শনিবারে-শনিবারে খুড়িমা তুলসীতলায় বাতাসা দিয়ে আমাদের ডাকত। আমরা ভাইবোনেরা গেলে সমস্বরে গান গাই। প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হত। চারপাশে নিঝুম গাছপালার নীচে তুলসীমঞ্চের পাশে বাতাসার রেকাবি। মাদুর বিছিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে গান গাই, "ও হরি কৃপাসিন্ধু এ ভবসিন্ধু পার করো আমারে।"

চারপাশের নির্জনতার মধ্যে আকাশে নক্ষত্র জেগে থাকে। কী যে এক আশ্চর্য রহস্যময়তা জীবনের তখন জেগে ওঠে—যেন যতদূরেই যাই এমন এক আশ্চর্য জন্মভূমির স্মৃতি ভুলতে পারব না। বশির হারানকাকার বাড়িতে আমাদের দেখে কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেবারে।

রানি বলল, "ও সিঙ্গিদের বাগানে থাকতে পারে।"

জায়গাটা ভাল না। খালের ধারে গেলে ডেরায় তার খোঁজ পেতে পারি ভেবেই যাওয়া। সিঙ্গিদের বাগানটা যে আদৌ ভাল জায়গা নয়, এমনকী দিনের বেলাতেও সেদিকটায় যাওয়ার আমাদের সাহস নেই! গাঁয়ে শিশুমৃত্যুর হার একটু বেশি মাত্রায়। এক-দু' বছরের শিশুদের সেখানে হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়ে মাটিচাপা দেওয়া হয়। দৈবাৎ কেউ একা গিয়ে পড়লে কানাওলার খপ্পরে পড়তে হয়। আতঙ্কে কেউ বড় ওদিকটায় যায় না।

তবে আমরা সদলবলে যাচ্ছি। এই যা রক্ষা। সঙ্গে রানি আছে। বশিরের ডেরায় যাওয়ার আগে সিঙ্গিদের বাগানে টুঁ মারলে হয়। যদি পেয়ে যাই। ট্যাবার জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকলে খুঁজে বের করা কঠিন। সোজা মাঝিবাড়ির ভিতর দিয়ে গিরিজা কবিরাজের বাড়ি পার হয়ে গেলাম।

অসময়ে আমাদের দেখে সবার এক কথা, "আরে, ঠাকুরকর্তারা, সাত সকালে যাচ্ছেন কোথা?"

"এই যাচ্ছি।"

বেশি কথা না। আমাদের এই অভিযানের মধ্যে বাঁচা-মরার প্রশ্ন

BanglaBook.org

আছে, কাউকে বুঝতে দিচ্ছি না।

কেউ বলল, "কাল রাতে শশাঙ্কমাস্টারের নাকি সব সাফ করে দিয়ে গেছে।"

কেউ দেখছি খবর নেওয়ার জন্য আমাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। এমন একটা শান্ত নিরীহ পল্লিতে চুরি-চামারি যে হয় না তা নয়। তবে এতবড় চুরি, একবারই হয়েছিল, তাও ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে। বাড়ি সাফ করে চোর সব নিয়ে গিয়েছিল। কেউ ধরা পড়েনি। অনেকদিন পর আবার চুরি—মুখে-মুখে ছড়িয়ে গেছে, যাওয়ার সময় আমরা টের পেয়েছিলাম।

ঝোপজঙ্গলে ঢুকেও খোঁজাখুঁজি করছি, যদি ফেলে রেখে যায়। বশির সব ফেলে যেতে পারে, কিন্তু পেতলের ডেগ ফেলে যাবে না। এটাই তার বড় জীবিকা। ওঝা মানুষের আর কী সম্বল। ঝাড়ফুঁক, কালে কাটলেও বশিরের ডাক পড়ে শুনেছি, পাঁচ-দশ ক্রোশ জুড়ে সে যে সাপের ধন্বন্তরী ওঝা, কাজেকম্মে, সাপ মাথায় নাচিয়ে বুঝিয়ে দেয়। একমাত্র পঞ্চুকাকাই বলত, "বুজরুকি ব্যাটার।"

সে যাই হোক, আমাদের কাজ সারের লোটা-কম্বল, গামছা, টিনের সুটকেস খুঁজে বের করা। আমাদের সবার হাতে ছিটকিলার ডাল। গাছ-লতা-পাতা ফাঁক করে দেখছি। বসন্তকাল বলে একটা সুবিধা, ঝোপ-জঙ্গলের পাতা ঝরে গেছে। নীচে ঝুঁকে উঁকি দিলেও অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাঁটা-ঝোপের জঙ্গলে ঢুকতে পারি না। সব গাছপালারই পাতা ঝরছে—কেবল মনে-মনে বলছি, বশির তুমি একবার আমাদের কথা ভাবলে না! সারকে শিক্ষা দিলে, না আমাদের। সার চলে গেলে ইস্কুলেও মুখ দেখাতে পারব না। হেডমাস্টার ডেকে পাঠাবেন, আর যদি সার অন্যত্র উঠে যান তাও কম কেলেঙ্কারির কথা না। আমাদের মাথায় বাজ ফেলে তুমি উধাও।

সেবারে আমরা সারাদিন খোঁজখবর করেও পাত্তা পেলাম না। ওর ডেরায় গেলে বলল, "আব্বাজানের খোঁজ নাই। দূর থেকে কেউ বিল পার হচ্ছে দেখতে পেলেই ছুটি, যদি আব্বাজান হয়।"

না। দিনটা বিফলেই গেল। দক্ষিণের ঘরে সার সেই যে বসে

BanglaBook.org

গেলেন, উঠলেন না। খেলেন না। স্নান করলেন না। কথা বললেন না। আমরা ফিরে এসে দক্ষিণের ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না।

॥ ৩ ॥

ছোটকাকা ডেকে বলেছিলেন, "তোরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারিস। মারুক ধরুক, শত হলেও তোরা ছাত্র। আমাদের কারও কথা কানে তুলছে না। কথা বলছে না।"

মহাফাঁপরে পড়া গেল।

বড়দা বলল, "তুই আগে যা।"

মেজদা বলল, "তুই যা।"

রাত হয়ে গেছে। উঠোনে আমরা এ ওকে ঠেলছি।

অগত্যা রানিকে বললাম, "তুই যাবি ? যদি পারিস। ধনুর্ভঙ্গ পণ বুঝলি না। ছিটকে গেলে আমরা উড়ে-ফুঁড়ে যাব।"

রানি ঘরে ঢুকেই ফিরে এল।

"সাঙ্কেতিক ভাষা বলছে। বুঝতে পারছি না।" রানি বলল।

তারপর রানিই ফের অনেকক্ষণ ভেবে বলল, "সোনাদা কথা বলে হবে না খাতা পেন্সিল দিয়ে দেখবে।"

রানির কদর এজন্যই এত বেশি। খুঁজলাম, মা দেখে বললেন, "কী হাঁটকাচ্ছিস ? সব টেনে ফেলছিস !"

আমাদের পড়ার বইখাতা যে যার ঘরে রাখি। খাতা-পেন্সিল নিয়ে দিতেই তাঁর মুখে বালকের মতো হাসি ফুটে উঠেছিল।

তিনি গোটা-গোটা অক্ষরে লিখলেন, "সত্যাগ্রহ করছি। মরি-বাঁচি প্রাণ যায় যাবে তবু নড়ছি না। আমার লোটা-কম্বল ফিরিয়ে দিবি। তবে ঠিক হবে থাকব কী যাব। দু' দিন না খেলে মানুষের কিছু ক্ষতি হয় না। মৌনব্রত অবলম্বন করেছি।"

খাতাটা হাতে দিতেই সবাই এসে উপুড় হয়ে পড়ল।

বড়দা বলল, "হয়ে গেল।"

মেজদা বলল, "আচ্ছা বল তো আমাদের কী দোষ ! সারের আমরা

BanglaBook.org

কত অনুগত। সারের লোটা-কম্বল আমরা লুকিয়ে রাখব কেন!"

ছবি বলল, "তিনুকাকা এলে বাঁচা যেত। লাঠি-সোটার দরকার হলে তা অক্লেশে ব্যবহার করতে পারতেন।"

আমাদের মাথায় এখন হাত। সার ধরে নিয়েছেন আমাদেরই বাঁদরামি এটা।

দুশ্চিন্তায় মাথা ধরে গেছে।

রানিকে ওর বাবা ডাকতে এসেছিলেন। কিন্তু আমাদের সমূহ বিপদের কথা শুনে বলেছিলেন, "ওকে তবে দিয়ে আসিস।"

রানি ডাকল, "ও সোনাদা শোনো।"

রানি আমার সমানই লম্বা। মেয়েরা একটা বয়সে বোধ হয় বেশি বড় হয়ে যায়। আমাদের লম্বা হতে সময় লাগে। মেয়েদের বেলায় একটু তাড়াতাড়ি সেটা হয়।

সে বলল, "খেজুরতলায় গিয়ে বসে থাকলে হয় না।"

রানির কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। বড়দা এসে সব শুনল। বড়দারও বোধ হয় বোধগম্য হচ্ছিল না।

শেষে না পেরে বললাম, "ওখানে বসে থাকলে কী হবে!"

রানি লাফিয়ে বড়দার কাছে চলে গিয়েছিল। বলেছিল ফিসফিস করে, "তুমি বুঝছ না বড়দা বশির বিঁড়া কোথায় পাবে। ও তো মাথায় পেতলের ডেগ না নিয়ে হাঁটলে শরীরে জুত পায় না। বাবুইয়ের বাসা না হলে ওর বিঁড়া হয় না।"

বশির এমন অবশ্য আমাদেরও বলেছে। তবে তার জন্য খেজুরতলায় বসে থাকলে কী হবে!

আমার কাছে ঘেঁষে রানি বলল, "বিঁড়া ফেলে গেছে ভুলে। ও আবার আসবে খেজুরতলায়। তল্লাটে আর বাবুইয়ের বাসা কোথায় পাবে! কোথাও খেজুরগাছ নেই। বিঁড়া ছাড়া পেতলের ডেগ ছাড়া এক পা নড়তে পারে না।"

সত্যি তো। তাকে তো কোনও এক সুযোগে বাবুইয়ের বাসা পাড়তেই হবে। আমাদের খেজুরগাছে অসংখ্য বাবুইয়ের বাসা। পুকুরপাড়ে গাছটা। ঠিক ঠাকুরদার শ্মশানের কাছে। কিন্তু এত রাত

BanglaBook.org

বসে থাকা যাবে ! ভূতপ্রেতের ভয় আমাদেরও কম না। তবে দু-তিনজন একসঙ্গে থাকলে ভয় থাকে না। ঠিক হল আগের রাতে আমি, ছবি আর রানি। মধ্যরাত থেকে দাদা মেজদা বড়দা। তবে মুশকিল, এত রাতে আমরা বাইরে থাকব কোন অজুহাতে। ইস, তিনুকাকা থাকলে কত সহজে কাজ সারা যেত ! ঠাকুমার কাছে তার সব আবদার মঞ্জুর।

এসব ক্ষেত্রে ঠাকুমাকে সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে। কারণ ঠাকুমাই কেবল বলেছিলেন, তোরা নিয়ে থাকলে দিয়ে দে। কেন ভোগাচ্ছিস। বলতেও পারি না বশিরের কাণ্ড। তাকে ধরা দরকার। কিন্তু ধরা পড়লে সেবারের গুপ্তকথা যদি বশির ফাঁস করে দেয় ! আমাদের কুকীর্তির ফল। বশির অভাবী মানুষ, সুযোগ তো নেবেই। তাকে ধরা মানে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যাওয়া। আমরা পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে নানা দুশ্চিন্তায় ভুগছি। যাই হোক, ঠাকুমার অনুমতি নিয়ে ব্যবস্থাও হয়ে গেল। কিন্তু পাত্তা নেই। বশির বাবুইয়ের বাসার খোঁজে এল না।

আমাদের মুখ চুন। সারের সত্যাগ্রহ চলছে।

কাকা শাসাচ্ছেন, খুঁজে বের কর। খড়মপেটা শুরু হলে আমার কিন্তু মাথা ঠিক থাকে না। তোমাদের দুর্বুদ্ধির শেষ নেই ! তোমরা পার না হেন কাজও নেই। মাথার খোপড়া খুলে নেব।

কেবল মনে-মনে বলছি, বশির আর কত ভোগাবে।

রানি এসে দাওয়ায় বসল। ভাল ঘুম হয়নি বলে কেবল হাই তুলছে। কী করি ? ঘুম থেকে উঠেই মাথায় দুশ্চিন্তা।

কেন যে মনে হল, বশির তো বেইমান নয়। অনেকদিন ওর পাত্তা নেই। কী খায় না-খায় খবরও রাখি না। দাদাকে ডেকে তুললাম। "চলো, শেষ চেষ্টা।"

দাদা আমি মেজদা রানি পুকুরপাড়ের একটা তেঁতুলগাছের শিকড়ে বসে দাঁত মাজছি। সার কী করছেন দেখা দরকার ছিল। ছবি এসে বলল, "সার শুয়ে আছেন।"

"চলো, দেখি কী করতে পারি !"

রানির কথায় আমরা চমকে গেলাম। যেন বশির রানিদের বাড়িতেই সব রেখে গেছে। রানি হাত-মুখ ধুয়ে বলল, "সোনাদা এক কাজ

BanglaBook.org

করবে ?"

"কী কাজ রে !"

"কাঠাখানেক চাল-ডালের ব্যবস্থা করলে হয় না। বাটাভরা পান-সুপারি। সিদা দিয়ে এসো। যদি মনে তার জ্বালা থাকে উপে যেতে পারে।"

বললেই তো হয় না ! বের করব কী করে ! ঠাকুমা ইচ্ছে করলে অগোচরে দিতে পারেন। আমাদের সব আবদার ঠাকুমার কাছে। অবশ্য তিনুকাকা এলে ঠাকুমা কেমন হয়ে যান। তাঁর একটামাত্র ভাইপো, তার কদরই আলাদা। তখন তিনুকাকাই সব। যাই হোক, ঠাকুমাকে বলে কাঠাখানেক চাল বের করে নিলাম। বশিরের নাম করলাম না। ট্যাবার বটতলায় আমরা খিচুড়ি রান্না করে খাব বলতে পারতাম, তাও বললাম না, শুধু বললাম, কাঠাখানেক চাল পেলে সারের লোটা-কম্বল ফিরে পাওয়া যেতে পারে। খড়মপেটা করা হবে আমাদের সেই আতঙ্কেই হোক, কিংবা লোটা-কম্বল ফিরে পাওয়া যাবে সেই আশাতেই হতে পারে ঠাকুমা রাজি হয়ে গেলেন। অগোচরে চাল-ডাল পান-সুপারি বশিরের ডেরায় রেখে এলাম। আমরা যে বড়ই আতান্তরে পড়েছি বশির তবে টের পাবে। একেবারে ডেরায় নিয়ে হাজির। বশির বাড়ি যখনই ফিরুক খবর পেলে স্থির থাকতে পারবে না। ট্যাবার জঙ্গলে থাকলেও না।

॥ ৪ ॥

সারাদিন ঘোরাঘুরি গেল। বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। সার চলে গেলে ছাড়া-গোরু হয়ে যাব ভাবতে ভাল যে না-লাগে তা নয়। তবু বাড়ির দুর্নাম-সুনাম বলে কথা। বাবাকাকাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে ভাবতেই খারাপ লাগে। আমাদের সঙ্গে বংশগৌরব জড়িয়ে গেছে। আর তখনই রানি এসে বলল, "দাদারা শিগগির আয়। পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে ! কী পাওয়া গেছে !"

"সব, সব। লোটা-কম্বল, বাক্স সব।"

"কোথায় পাওয়া গেল ?"

BanglaBook.org

"ঘরেই !"

"কী বলছিস ! কে রেখে গেল ?"

"তাও বোঝো না, বশির পারে না হেন কাজ আছে ? তুকতাক জানে, তোদের বিপদ দেখে বোধ হয় স্থির থাকতে পারেনি।"

বড়দা নড়ছে না। আমরা দেখবার জন্য ছুটছিলাম, বড়দা দেখলাম অন্ধকারে পালাচ্ছে।

আর-এক বিড়ম্বনা। বড়দার এমন দুর্মতি কেন ! বড়দা পুকুরপাড়ে নেমে বশিরের নাম ধরে ডাকছে। আর বশির। কেন যে বড়দা পাগলের মতো বশিরের নাম ধরে ডাকছে তাও বুঝতে পারছি না। পাওয়া গেছে যখন আর বশিরকে ঘাঁটিয়ে কী হবে ! অভাবের তাড়নায় মাথা ঠিক না থাকলে এটা-ওটা তুলে নিয়ে যায়, আর কেউ ওকে চোর-ছ্যাঁচোড় বললে খেপে যায়। তখন সে চুরি ঠিকই করে, তবে ভাগে সে কী পায় বলা কঠিন। কারণ চোরের উপর বাটপাড় থাকে। মহাজন থাকে। হারানকাকার সঙ্গে বশিরের একটা কী যেন বোঝাপড়া আছে। অবশ্য আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু রানি তার বাবার কু-কাজ সহ্য করার মতো মেয়ে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বশির অবশ্য বলেছে, গুপ্তধন সবার সয় না। হারানকাকা যে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে জবাফুলের মালা গলায় বসে ছিল, কথা বলছিল না, সে কি কোনও গুপ্তধন দর্শন করে ! বশির পারে না হেন কাজ নেই। আমাদের বাড়ির পাশে একটা পোড়ো বাড়ি—সেখানে গুপ্তধন আছে। সে একবার আমাদের কাছে কথাটা চাউর করে দিয়েছিল।

অবশ্য তার দোষও দেওয়া যায় না। তখন গগন-পণ্ডিত আমাদের গৃহশিক্ষক—তিনি কলিম সারের খাতাখানা দেখার পর সেই যে মাথায় গামছা চাপিয়ে বসে ছিলেন, আর সেটা নামাননি।

গগন-সারও তেমনই বসে ছিলেন তক্তপোশে। ইস, আমরা জানি কপালে দুর্ভোগ আছে ! ভিজা গামছা চাপিয়ে রেখেছিলেন মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য। আমরা ভিতু হরিণশাবকের মতো একে-একে সেদিন সাঁজ লাগলে বৈঠকখানাঘরে ঢুকে গিয়েছিলাম।

গোপাল খুবই কর্তব্যপরায়ণ সেদিনও। সাঁজ লাগলেই হ্যারিকেনখানা

BanglaBook.org

তক্তপোশে রেখে দাওয়ায় বসে ছিল। গগন-সারের মাথায় গামছা উঠে গেছে—বিপত্তির শেষ থাকবে না। গামছা তো সহজে গগন-সারের মাথায় ওঠে না। দাদা যে অঙ্কে শূন্য পেয়েছে জানব কী করে! শত হলেও গগন-সার কলিম-সারের সহকর্মী। ইজ্জতের প্রশ্ন আছে। কলিম-সার নিজেও চেয়েছিলেন, উমাশঙ্কর উতরে যাক। নিজেই গগন-পণ্ডিতকে ডেকে বলেছিলেন, "খুবই দুশ্চিন্তা, বোঝলেন না। বড়ঠাকুরই বা কী ভাববেন! তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বারবার অকৃতকার্য পরীক্ষায়—অঙ্ক বিষয়টি তার ধাতে সয় না, বড়ঠাকুর ভাবতে পারেন, আমাদের নজর নেই—আমরা ফাঁকি দিচ্ছি," যেন কলিম-সার নিজের আত্মরক্ষার্থেই বলেছিলেন দশটা অঙ্ক যেন উমাশঙ্কর মন দিয়ে করে। পাস করে যাবে। এসব অবশ্য আমরা পরে জেনেছি। কলিম-সার আমাদের অঙ্কের টিচার।

সার ঢুকতেই গামছাখানা উমাশঙ্করকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, "যাও, জলে ভিজিয়ে আনো।"

"এই তো আহ্নিকের সময় গামছা ভেজালেন।" বড়দা গামছাটা নিয়ে বলল, "চিপে আনব, না জলসুদ্ধু আনব?"

"জলসুদ্ধু। সঙ্গে জলের ঘটি।" পণ্ডিতমশাই ক্লিষ্ট মুখে বলেছিলেন।

উত্তপ্ত বালুকারাশি, মরুভূমিসদৃশ টাকের মধ্যে এত আগুনের হলকা যে, ভিজা গামছা চাপালে পলকে শুকিয়ে যায়।

বড়দা জলসুদ্ধু নিয়ে এসেছিল। দু' হাতে অঞ্জলি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আসার সময় জল পড়ে বড়দার হাফপ্যান্ট ভিজে গেছে। শার্ট ভিজে গেছে। দাদার নিজের জামাকাপড়ের দিকে বিন্দুমাত্র নজর নেই। কারণ পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত। বড়দা গামছা চাপানো দেখেই টের পেয়েছে। তারপর কলিম-সারের আবির্ভাব, তারপর চলে যাওয়া—ঠিক কী যে হয়েছে বুঝতে পারছিলাম না। দাদা তো অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে কী লাফ! এক ঘণ্টায় সব উত্তর সারা। কৃতিত্ব। দেখুক ক্লাসের ছেলেরা, উমাশঙ্কর কী পারে না! হেড-সারের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। একশোতে একশো। "উমাশঙ্কর একশোতে একশো! আরে করেছিস

BanglaBook.org

কী ! তুই তো আমার মাথা কিনে ফেলেছিস। এক ঘণ্টায় সব প্রশ্নের উত্তর !"

বড়দা ক্লাস থেকে বের হয়েই উল্লম্ফন। দু' হাত উপরে তুলে বলেছিল, "কী সোজা অঙ্ক। সব করেছি। দু' হাত উপরে তুলে যেন হাডুডু খেলায় কাপ জিতে মাঠে ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে। দাদার এহেন আচরণে ক্লাসে বসে আমরা যুগপৎ বিস্মিত এবং চিন্তিত। বড়দাটা পাগল হয়ে যায়নি তো !

পরীক্ষার গার্ড হরষিতবাবু।

তিনি বললেন, "উমাশঙ্কর স্কুলের কম্পাউন্ডে ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে কেন রে !" ঘড়ি দেখে বলেছিলেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে তার কি পরীক্ষা শেষ !"

বলেছিলাম, "দেখে আসব সার !"

"যাও, দেখে এসো। হেড-সারের চোখে পড়লে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। পরীক্ষার দিন অকারণ মার খাবে, হয় না।"

ছুটে গিয়েছিলাম।

"এই দাদা !"

"হ্যাঁ।" দাদা থামল।

যেন আমাকে চিনতে পারছে না। এত পুলক, এত উত্তেজনা দাদার চোখেমুখে কোনওদিন দেখিনি।

বলেছিলাম, "পরীক্ষা দিসনি ! এত তাড়াতাড়ি খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে পড়লি !"

"সব দিয়েছি। সব ঠিক। একশোতে একশো। সব, সব রাইট।"

"ইস, বলিস কী। সব রাইট।"

"সব, সব।" বলে দু' হাত উপরে তুলে হাঁটু গেড়ে বসেছিল। অগণিত জনতা, কিংবা দর্শক যেন চারপাশে—উপরে বিধাতাপুরুষ—তাঁর কাছে সে কী আশ্চর্য করুণ উত্থান দু' হাতের।

সেই দাদা ব্যাজার মুখে বলেছিল, "স্যার, এই যে এক ঘটি জল ! কোথায় রাখব ? তক্তপোশের নীচে ?"

"না, আমার পাশে রাখ। উত্তপ্ত। আজ বড় জল শুষে নিচ্ছে।

BanglaBook.org

ওপরে উঠে বোস।"

দাদা বেশ দূরত্ব বজায় রেখেই বসত। তখন দাদা পালাতে জানত। বেত তুললেই এক লাফে ঘর থেকে বের হয়ে হাওয়া। খোঁজার পালা শুরু হত—গগন-পণ্ডিত নিজেও খুঁজতে বের হয়ে যেতেন। "উমাশঙ্কর, ফিরে আয়। মারব না, কথা দিচ্ছি। কোথায় ঝোপজঙ্গলে পালিয়ে থাকলি। মাথা ঠিক রাখতে পারি না। কতবার ভেবেছি, যা হবার হবে। কিন্তু ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে কী করা, বল!"

"তোর সব অঙ্ক রাইট!" সারের চোখে আগুন।

"হ্যাঁ সার।"

"উত্তর মিলেছে?"

"না মিলে পারে, মুখস্থ করেছি এতবার। বলব?"

"না।"

আর্ত চিৎকার করে উঠেছিলেন গগন-পণ্ডিত।

"না, না! ওরে তোর কী হবে!"

দাদা বেগতিক দেখে পালাবে ভাবছিল, সার খপ করে হাত ধরে ফেলেছিলেন। আর আগাপাশতলা বেত্রাঘাত। "সব রাইট! একশোতে একশো!"

মারছেন, মাথা খারাপ হয়ে গেল কি সারের। চোখ লাল। গামছা ব্রহ্মতালু থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে। আমরা সরে বসেছি। একটা এসে যদি লাগে হাত-পা কেটে যাবে।

সার মারছিলেন।

বড়দা লাফাচ্ছিল। ছুটে যেতে পারছে না। হাত ধরা। দাদা পিঠ বাঁকিয়ে দিচ্ছে। কোমর বাঁকিয়ে দিচ্ছে। পায়ে হাত দিয়ে বলছে, "আমার কী দোষ সার। আমি তো ঠিকই করেছি সব।"

"কচু করেছিস! মহামূর্খ! ইস, আমার নাম ডুবালি। তোর কী হবে! কী করে খাবি।" সার মারছেন, আর বলে যাচ্ছেন, "একটা অঙ্ক ঠিক নেই, হয় যোগে ভুল, নয় ভাগে ভুল। এত ভুল মাথায় থাকে! এত করে মুখস্থ করালাম, শেষে এই।"

মার দেখে আমরা কেঁদে ফেলেছি। মেজদা সারের পায়ের উপর

BanglaBook.org

গড়িয়ে পড়ছে। বলছে, "সার সবাই পাশ করলে চলবে কী করে। ফেল করবে কে !"

সার বোধ হয় আর পারছিলেন না। খুবই গূঢ় কথা।

"আমার মুখে চুনকালি। কলিম-সারের মুখে চুনকালি। তুই বরং আমাকে মেরে ফেল। মেরে ফেল আমাকে !"

কিন্তু মার থামছে না। দাদা কেবল বলছে, "এবার থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করব সার। মারবেন না। বড় লাগছে। কষ্ট হচ্ছে।"

"কষ্ট হচ্ছে ? ওরে হতভাগা, তুই খাবি কী করে বল। জবাব দে। কী করে খাবি ! ঠাকুর বংশের শেষে এই পরিণতি !"

দাদা না পেরে বলেছিল, "গামছা বিক্রি করে খাব। তবু আমাকে মারবেন না।" দাদা বলতে-বলতে কেঁদে ফেলল।

"কী বললি ! কী বললি তুই ! গামছা বিক্রি করে খাবি।" গগন-পণ্ডিত স্তম্ভিত। বেতটা ছুঁড়ে দিয়ে বসে পড়লেন। অধোবদনে বললেন, "এবারে তুই ফেল করিসনি। আমি করেছি। আমি জীবনে এতবড় মহাপাপ করিনি। তুই ফেল করলে আমার কষ্ট হত। তোর ব্যাজার মুখ দেখলে আমি খেতে পারতাম না। ঘুমাতে পারতাম না। কলিম-সাবকে বললাম। বললেন, মন খারাপ করবেন না পণ্ডিতমশাই। দশটা অঙ্ক নিয়ে যান। উমাশঙ্করকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন। তুই তাও পারলি না !"

দেখছি সার ঝর-ঝর করে কাঁদছেন।

আমরা চুপ। গোপাল ঘরের কোণায় মাদুরে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। এ-দৃশ্য সে বোধ হয় কোনওদিন দেখেনি। আমরাও না।

তিনি বললেন, "আই অ্যাম ডিফিটেড। আমি পরাজিত।" তারপর তিনি যা করেন, তাঁর ছাত্রদের প্রতি আদর্শ স্থাপনের জন্য যা করেন, একটি কবিতা আমাদের বারবার মুখস্থ করান। আমরা সারের সঙ্গে সমস্বরে কবিতাটি বলি। রোজই। পড়া শেষ হলে, রান্নাবাড়িতে পাত পড়লে তিনি তাঁর আহ্নিকের মতো এই কবিতাপাঠও আমাদের নিত্যকর্ম পদ্ধতির মধ্যে রেখে দিয়েছেন। কবিতা পাঠ হলে আমরা ছুটি পাই।

তিনি বললেন, "ছুটি। যা তোরা।"

BanglaBook.org

বলেছিলাম, "সার কবিতাটা !"

"ঠিক আছে পাঠ কর।"

সার নিজেও পাঠ করেন তখন কবিতাটা। কিছুটা গুঞ্জন তৈরি হয়।

সেদিনও তিনি পাঠ করলেন সমস্বরে, "যে জন দিবসে, মনের হরষে জ্বালায়ে মোমের বাতি, আশু গৃহে তার দেখিবে না আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি।" এই শেষ কবিতা।

সকালে উঠে দেখি গগন-সার রওনা হয়েছেন। আমাদের ডেকে বলেছিলেন, "তোমরা মানুষ হও।"

ছোটকাকা ছুটে এসে বলেছিলেন, "অপোগণ্ডগুলির উপর রাগ করে চলে যাবেন !"

গগন-সার স্থিতধী পুরুষের মতো বললেন, "নিয়তি। আমাকে চলে যেতেই হবে। স্কুলে মুখ দেখাতে পারব না। প্রশ্ন ফাঁস করেছি হেড-সার টের পেয়েছেন।

তিনি অধোবদনে ছিলেন।

আমরা গড় হয়ে প্রণাম করলাম।

তিনি চলে যাওয়ার সময় বড়দার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, "যদি পড়ায় মন না বসে গামছা বিক্রিতেই লেগে যাও। আমি আর তোমাদের কোনও কাজে বিঘ্ন ঘটাব না। তোমরা ভাল থাকলেই আমি ভাল থাকব।" বলে সার আমাদের দিকে তাকালেন, বাড়ির জলস্পর্শ করলেন না।

ছোটকাকা বললেন, "গোপাল, যাও, গগন-পণ্ডিতকে স্টিমারঘাটে তুলে দিয়ে এসো।"

তারপর সার যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন মাঠের উপর দিয়ে, খালিপায়ে নামাবলী গায়ে একজন সৎ ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের শিক্ষক, চুপচাপ চলে গেলেন। আমরা পুকুরপাড়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেন যে সেদিন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম আজও বুঝতে পারি না। মানুষের কখন কী যে হয় !

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

বড়দা সেই থেকে গোঁ ধরে ফেলেছিল, আর পড়াশোনা করবে না। সে স্থিরই করে ফেলেছে, গামছা বিক্রি করা ছাড়া তার আর কোনও অবলম্বন নেই। বড় জ্যাঠামশাই বললেন, "তুমি তবে স্থিরই করে ফেলেছ গামছা বিক্রি করে খাবে। স্কুলে যাবে না। পড়াশোনা করবে না।"

দাদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

"চেষ্টা করতে ক্ষতি কী।" বড় জ্যাঠামশাই বৈঠকখানার বারান্দায় চেয়ারে বসে দাদাকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন, বলছিলেন, "পারিব না, পারিব না, বলিও না আর। একবার না পারিলে দেখ শতবার।" রবার্ট ব্রুসের উদাহরণও দিলেন।

দাদার গোঁ, সে বলল, "গগন-সার বলে গেছেন, গামছা বিক্রি করলেও জীবন চলে যায়। কোথাও কিছু আটকে থাকে না।"

জ্যাঠামশাই কিছুটা কুপিত স্বরে বললেন, "যা খুশি কর। বংশের কে গামছা বিক্রি করে বড় হয়েছে জানি না।"

দাদার গোঁ, আমরা জানি।

ছোড়দা বলেছিল, "আমাদের বড়দা শেষে বড় হয়ে গামছা বিক্রি করে খাবে। এই দাদা তুই কী রে! তুই যে বলতিস আমি সার আশুতোষ হব। বাংলার বাঘ হব।"

"বলেছি তো কী হয়েছে!"

"বাংলার বাঘ হবি না। সার আশুতোষ হবি না!"

"না। সার আশুতোষে আমার কাজ নেই। যার যা মানায়।"

মেজদা বলল, "তবে আমার কী হবে!"

এই হল আমাদের মুশকিল।

সব গৃহশিক্ষকই প্রথমদিন বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আমাদের কুশল নেন। সেদিন পড়া থাকে না। আমরা কোন ক্লাসে পড়ি, আমাদের ব্যাগ থেকে বই খুলে দেখাতে হয়। তারপর তিনি বইগুলি দেখলে আমাদের আবার ব্যাগে তুলে রাখতে হয়। এক-একজন এক-এক

BanglaBook.org

রকমের। কারও প্রশ্ন, "তোমাদের গাঁয়ে খবরের কাগজ আসে ?"

খবরের কাগজ কী আমরা ধরতে পারিনি।

শশি-মাস্টারই এমন প্রশ্ন করেছিলেন, "খবরের কাগজ বোঝো না, সংবাদপত্র।"

"মানে অর্ধ-সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ?"

"বেশ তো জানো। আসে ?"

"না সার।" সেদিন থেকেই তিনি দুর্বাসা।

তারপর বছরখানেকের মধ্যে তো যা হওয়ার হয়ে গেল। তিনি নাকি আমাদের সামলাতে গেলে নিজেই উন্মাদ হয়ে যাবেন। "ধন্য, ধন্য ঠাকুরবাড়ির সন্তান তোমরা," বলতে-বলতে সবক'টাকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমরা ঢুকতে গেলে বললেন, "বের হ। অপদার্থ সব। তোদের মুখ দেখাও পাপ। বের হ।" আমরা আর ঢুকি কী করে ! পরদিন সকালে উঠে বৈঠকখানার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি নেই। গোপালও নেই। গোপাল ফিরে এল দুপুরে। এসে বলল, "সারকে স্টিমারে তুলে দিয়ে এলাম।"

গগন-পণ্ডিতই প্রথমদিন আমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। আমাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী, গুরুজন হলেই তাঁকে প্রণাম করতে হবে। সার গোপাটেই যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, গাঁয়ের ঠাকুরবাড়ি কোন দিকটায়। বড়দা তাঁকে দেখেই বুঝেছিলেন, নতুন গৃহশিক্ষক। কারণ তার আগে বাড়িতে গৃহশিক্ষকের আদর্শ এবং কর্তব্যপরায়ণ বিষয়ে এত কথা হত যে, দেবতাসদৃশ কোনও মহাযোগীর চেহারা আমাদের চোখে ভাসতে থাকত। তারপর তিনি কখন যে দানব আর আমরা কুলাঙ্গার হয়ে যেতাম টের পেতাম না।

বড়দা বোধ হয় গগন-পণ্ডিতের চেহারা দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। খালি পা, আবলুস কাঠের রং, মাথায় টিকি, বড় টাক। খর্বকায় ব্যক্তি। বগলে একটা পোঁটলা। অজ্ঞাতকুলশীল খর্বকায় ব্যক্তিটি তাদের বাড়ি খুঁজছেন জেনেই দৌড়। বাড়ি উঠে এসে আমাদের সবাইকে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ওই দ্যাখ, দাঁড়িয়ে আছে !"

"কে রে ?"

BanglaBook.org

"বোধ হয় গগন-পণ্ডিত এসে গেলেন।"

বাড়ির একজন গৃহশিক্ষকের পায়ে জুতা থাকবে না, বড়দা মেনে নিতে পারছিল না। গৃহশিক্ষকের গায়ে নামাবলী, বড়দা বোধ হয় মেনে নিতে পারেনি।

বড়দা ফিস-ফিস করে বলেছিল, "ঠাকুরবাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। তোরা গিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়।"

ছোটকাকা বাড়ি নেই। থাকলে তিনিই তাঁকে গৃহে স্বাগত জানাতেন। অগত্যা আমরা ছুটে গিয়ে টিপ-টিপ প্রণাম। বড়দাও কী বুঝে রাস্তাতেই প্রণাম করে বলেছিল, "আপনি আমাদের সার। না সার?"

রাতে তিনি তাঁর একান্ত অনুগত ছাত্রদের নিয়ে বসেছিলেন। নাম জিজ্ঞেস করলেন প্রথমে।

আমরা নাম বললাম।

তিনি বললেন, "উমাশঙ্কর বড় হয়ে কী হবে?"

দাদার পাঠ্য বইয়ে সার আশুতোষের ছবি আছে। মোটা গোঁফ আছে। মাথায় ফকিরের মতো ঘাড় পর্যন্ত টুপি। তার কেন যে ইচ্ছে হয়েছিল সার আশুতোষ হবে বড় হয়ে, এটা এখনও আমাদের মাথায় আসে না!

"সুধীররঞ্জন কী হতে চাও?"

"বিদ্যার সাগর হতে চাই।"

"কোন সাগর, বিদ্যার, না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে চাও?"

"সার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হওয়া ভাল, না শুধু বিদ্যার সাগর হওয়া বেশি দরকারি।"

"বিদ্যার সাগর হলে ভাল, আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারলে গাঁয়ের নাম ফেটে পড়বে। বীরসিংহ গ্রাম। মাতা ভগবতী দেবী।"

"তা হলে সার আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই হব।"

"চন্দ্রশেখর তুমি!"

"সার আমি মাইকেল হব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।"

সার বললেন, "মাইকেল হবে?"

BanglaBook.org

মাইকেলের উপর সারের জাতক্রোধ যদি মেজদা জানত, তবে কিছুতেই নামটি উচ্চারণ করত না।

মেজদা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলেছিল, "তা হলে কী হব সার, আপনিই বলে দেন।"

"কবি হতে চাও তো রঙ্গলাল হতে পার। বিহারীলাল হতে পার। কবি নবীন সেনও কম কিসে? এখন ঠিক করে নাও কোনটা হবে।"

আমি বলেছিলাম, "সার আর-একজন বড় কবির নাম বাদ গেল।"

"কে তিনি?"

"কেন, রবিঠাকুর।"

গগন-সার গম্ভীর হয়ে রইলেন। কোনও কথা বললেন না।

মেজদা মাথা চুলকে বলল, "আচ্ছা সার আমি জগদীশ বসু হলে মানাবে?"

"মানাবে কি মানাবে না, সেটা তুমি বুঝবে। তোমার স্বপ্ন কী আগে ঠিক করে ভেবে নাও। স্বপ্ন না থাকলে বড় হওয়া যায় না।"

এভাবেই আমরা সে-রাতে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কেন যে র‍্যাংলার হতে শখ গেল জানি না—যাই হোক যে যার মতো ক'দিন কেউ সার আশুতোষের মতো, কেউ বিদ্যাসাগরের মতো আমরা চলাফেরা করতে থাকলাম। দু' সপ্তাহও কাটেনি, সারের কাছে আমাদের বিদ্যার দৌড় ধরা পড়ে গেল।

অর্থসহ বানান লেখ—ইন্দ্রায়ুধ ধূসরপক্ষ মঞ্জরী, প্রলম্ব-কর্ণবাল নিমীতলোচন, ত্রিভাগশেষানিশা।

সার চোখ বুজে বসে ছিলেন। আমরা চোখ খুলে বসে আছি। সামনে খাতা-পেন্সিল। তাঁর ধারণা ছিল হয়তো চোখ খুলেই তিনি দেখতে পাবেন আমাদের বানান এবং অর্থসহ শব্দগুলি খাতায় লেখা হয়ে গেছে।

বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজেই বললেন, "হল?"

আমরা রা করছি না।

তিনি চোখ বুজেই আবার বলেছিলেন, "হল?"

আমরা রা করছি না।

BanglaBook.org

কী ব্যাপার ? তিনি চোখ খুলে দেখলেন আমরা তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।

"কী রে, তোরা গুরুদর্শন করছিস ! ভাল। আমাকে দেখার কী আছে !" তারপর খাতা-পেন্সিল যথাস্থানে পড়ে আছে দেখে বললেন, "কানে যায় না। শুনতে পাস না। আরও জোরে বলতে হবে ?"

"না সার। যথেষ্ট জোরেই বলেছেন। কিন্তু সার..." বড়দা মাথা চুলকাতে থাকল !

"বল, বল। ভয়ের কী আছে !"

"ভয় নেই সার। তবে ভরসাও পাচ্ছি না।"

"কেন, খুবই সোজা !"

"খুব কঠিন সার। পারব না। এগুলি বাংলা শব্দ সার ? বাংলা ভাষা সার !"

"কী বললি ?"

"হ্যাঁ সার—ইন্দ্রায়ুধ্ কে বলতে পারবে ! আপনাকে আমরা সারা গ্রাম ঘুরিয়ে আনব। কেউ যদি বলতে পারে তবে কান কেটে দেবেন। কেউ শোনেনি। ছোটকাকাকে ডাকি ! এগুলো বাংলাভাষা হতেই পারে না। বাংলাভাষা, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সার। কোন দুঃখে মা এমন ছিন্নমস্তা হয়ে ঘুরে বেড়াবে বলুন সার।"

"আমি বলছি বঙ্গ সন্তানগণ, সবই এ-বঙ্গের ভাষা। তোমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই—এটা গ্রামেরই দোষ। শুধু চাষ-আবাদ, মাছ শিকার, ঘুড়ি ওড়ানো, কবিগান, মেলা-মচ্ছব থাকলে গাঁয়ে ইন্দ্রায়ুধ থাকতে পারে না।"

বড়দা ছাড়ার পাত্র নয়। সে তখন সার আশুতোষ—বাংলার বাঘ। দাদা বেশ অহঙ্কারের সঙ্গেই বলল, "কী যে বলেন সার, এ গাঁয়ে কী না আছে। স্বদেশী আছে জানেন ? দালানবাড়ি আছে জানেন ? দুর্গাপূজা হয় জানেন ? কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা হয়, বাস্তুপূজার সময় আমরা বড়-বড় কমলা খাই জানেন।"

সার বললেন, "আমি উঠি। তোমরা যেতে পারো।"

বাংলার বাঘ বলল, "সার, আপনি রাগ করছেন।"

BanglaBook.org

বিজ্ঞানী জগদীশ বলল, "সার, আমাদের ক্ষমা করুন। শব্দগুলি আমরা খুঁজে বের করব। কোথায় পাওয়া যাবে বলুন।"

হঠাৎ সার ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন, "গোপাল গোপাল।"

"আজ্ঞে, যাই সার।"

যেন সে সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে।

"ছিটকিলার ডাল আন তো। হারামজাদা আশুতোষের আগে মাথার খোপড়া খুলে দেখি, ভিতরে মগজ আছে না, গোবর পোরা আছে।"

সেই থেকে সার যে কুপিত হয়েছিলেন, তারপর একটা দিনও আমাদের স্বস্তিতে থাকতে দেননি। আমরাও আগের মতো হয়ে গেলাম। কেউ আর সার আশুতোষ না, কেউ জগদীশ বসু না, কেউ নবীন সেন না। একেবারে মুখ চুন করে বসে থাকা, কখন কোনদিক থেকে আক্রমণ ঘটবে শুধু তার প্রতীক্ষা।

॥ ৬ ॥

সে যাই হোক গগন-সারই আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে গেলেন। উচ্চাশা না থাকলে জীবনে উন্নতি হয় না। আমাদের সেই উচ্চাশা বড়দা এ-ভাবে বিনষ্ট করে দিলে মাথা ঠিক থাকে!

"কী রে দাদা, সত্যি পড়বি না, গামছা বিক্রি করে খাবি? তোর খারাপ লাগে না! স্কুলে যাস না।"

সেই থেকে আমরাও কম কষ্টে নেই। একদিন গোপাটের জঙ্গলে বশির হাজির। তার চাল-ডালের দরকার, আমাদের সাপ দেখার আগ্রহ। মন-মেজাজ ভাল না। গিয়ে বললাম, "বশির, ঝামেলা করবে না। কিছু দিতে পারব না। অন্যদিকে দ্যাখো, বড়দা পড়াশোনা করছে না। তার এক কথা গামছা বিক্রি করে খাবে।"

বশির খালি গায়ে বসে ছিল। মাথা থেকে পেতলের হাঁড়ি নীচে নামিয়ে রেখেছে। হাঁড়ির উপর মালসা, তার উপর বিঁড়া। ভিতরে কালনাগিনী। কালসর্প নিয়ে ঘোরে। পঞ্চুকাকার জন্য বাড়ির দিকে উঠে যেতে পারে না। সে বসে আছে। সাপের খেলা দেখিয়ে সে

BanglaBook.org

চালডাল নেয়। কর্তাদের মুখ গোমড়া দেখে তারও মন খারাপ।

সে বলল, "কর্তারে ডাইকা দিবেন একবার। কথা কইতাম।"

"তুমি আবার কী বলবে! বড়দার পাকা সিদ্ধান্ত।"

"না কইছিলাম, কর্তা গামছা বিক্রি কইরা খাইব ক্যান! বাড়ির লগে গুপ্তধন আছে আপনেগ। যদি কন খুঁইজা দেখতে পারি!"

গুপ্তধন! বলে কী!

"বশির!"

"আমি ত জানেন, মিছা কথা কই না। দায়ে না পড়লে চুরিচামারি করি না। আপনেরা বিলক্ষণ আমারে চিনেন। আমি আপনেগ বিপদের সময় মিছা কথা কইতে পারি! আমার ইজ্জত আছে না, বড়দা গামছা বিক্রি করলে আমি যামু কোনখানে। মুখ দেখামু কী কইরা!"

"কী করে জানলে গুপ্তধন আছে!"

"আরে কী যে কন! এতদিন কই নাই, পাছে মাথা খারাপ হয়। তবে বড়দার মাথা খারাপ হইয়া গ্যাছে বুঝতে পারি। গুপ্তধন পাইলে মাথা ঠিক হইতে পারে। মাথা খারাপ না হইলে গামছা বিক্রি কইরা খাইব কয়! জানেন ত, গুপ্তধনের মজাই আলাদা। পরিষ্কার মাথা ঘোলা হইয়া যায়। ঘোলা মাথা পরিষ্কার হইয়া যায়।"

"বশির তুমি সত্যি করে বলছ?" আমরা চার ভাই বশিরকে ঘিরে ধরেছিলাম। আমরা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে পঞ্চুকাকা টের পেতে পারে। বাঁদরগুলো জঙ্গলে ঘোরাফেরা করছে কেন ভাবতে পারে। বশির মিঞা যে তুকতাক জানে পঞ্চুকাকা বিশ্বাস করে। সে-জন্য আরও ভয়! আমরা এসব কারণে বশিরের চারপাশে জঙ্গলের মধ্যেই উবু হয়ে বসে ছিলাম, গুপ্তধনের সন্ধানে। বশির আমাদের ঠকায় না। যতই তার দুর্নাম থাকুক, বশির আমাদের সঙ্গে মিছে কথা বলে না।

বললাম, "সত্যি করে বলো, কোথায় আছে গুপ্তধন।"

"আপনাগ পরিত্যক্ত প্রাসাদে।"

"পরিত্যক্ত প্রাসাদ! সে আবার কোথায়?"

"তাও জানেন না! আপনের ঠাউরদার, ঠাউরদার বাবা ট্যাবার জঙ্গলে থাকত জানেন!"

BanglaBook.org

"আরে, ওটা তো ঘোর জঙ্গল।"

"জঙ্গলের মধ্যে গেছেন ?"

"কে গেছে ! কেউ যায় !"

"জিগান ঠানদিরে ! তিনি জানেন। ভিতরে অট্টালিকা আছে। সাপের লেজ আলগা হয়ে গিয়েছিল। ছুটল ভিতরে। আমিও ছুইটা গেলাম। যাওয়ন কঠিন। ঝোপ জঙ্গল কাঁটা। একটা পরিত্যক্ত ভাঙ্গা অট্টালিকা। সব ধসে গেছে। বড়-বড় বটগাছ ভাঙ্গা দেওয়াল, ইটের ভগ্নস্তূপ।"

অবশ্য আমরা জানি, আমাদের পূর্বপুরুষ ক্রোশখানেক দূরে বসবাস করতেন। পরে ঠাকুরদা এ-গাঁয়ে উঠে আসেন। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কাশীনাথ তাঁর একমাত্র স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পলাতক হয়েছিলেন। পথিমধ্যে বারদির কাছে কোনও এক ঘোর জঙ্গলে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা জন্মগ্রহণ করেন। বারোভুঁইঞার এক ভুঁইঞা ঈশা খাঁ। তাঁর দেওয়ান ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। ঘোড়ায় চড়ে যখন পালাচ্ছিলেন, তখন কিছু সোনার মোহর-টোহর সঙ্গে নেননি হতে পারে না। কোথাও পুঁতে রাখতে পারেন—তবে ছোটকাকা যে বলেন, আমাদের আদি বাড়ি ট্যাবার জঙ্গলে, ঠিকই বলেন।

তারপরই বশির বলেছিল, "শ্বেত গোখরো দ্যাখছেন।"

শ্বেত গোখরো আমরা দেখিনি। বললাম, "কীরকম দেখতে !"

"সাদা। শঙ্খের মতো সাদা।"

"সাপ আবার সাদা হয়।"

"হয়। হয় না কী কন। রং তেজী। যখ হইয়া গ্যালে কাল কেউটে সাদা হইয়া যায়।"

"সাদা হয় ক্যান ?"

"আলো-হাওয়া লাগে না। গুপ্তস্থান পাহারা দিলে শরীরের রং পালটাইয়া যায়—বোঝেন কী ! গুপ্তধনের মধ্যে যখ হইয়া বইসা আছেন তেনারা। যারে কয় কড়া পাহারা। বিঁড়া পাকাইয়া দুলছেন কালনাগিনী। শ্বেত গোখরো মধ্যরাতে বাইর হয় জানেন ! যখ

BanglaBook.org

তেনারা। মধ্যরাত ছাড়া বাইর হন না।"

"কোথায় যায়!"

"তাও জানেন না!" বশির যেন আমাদের অজ্ঞতায় স্তম্ভিত! "এরা দু'জনাই বাস্তুসাপ আপনেগ।"

"বাস্তুসাপ কী!"

"বাস্তুসাপ বোঝেন না! পোড়া কপাল। কিছুই বোঝেন না। গগন-পণ্ডিতের নাকি মাথা খারাপ হইয়া গ্যাছিল!"

"বশির!"

"না, শোনা কথা। জি ক্রুদ্ধ হইবেন না। বাস্তুসাপ বাড়িতেই থাকে। লক্ষ্মী।"

"একবার বলছ যখ, একবার বলছ বাস্তুসাপ। মাথায় ঢুকছে না! আমাদের মাথা কিন্তু ঠিক নাই, দেব হাঁড়িফাড়ি উলটে। ডাকব পঞ্চুকাকাকে।"

"আল্লার কসম, ডাকবেন না, উঠতাছি।"

সে দেখি বিঁড়াখান মাথায় দিয়ে পেতলের ডেগ মাথায় বসিয়ে সত্যি উঠে চলে যাচ্ছে।

"এই বশির!" আমরা পেছনে ছুটছি।

"সময় নাই। পঞ্চা মনে লয় এদিকটায় আইতাছে।"

আমরা জঙ্গলের মধ্যে ডালপালা সরিয়ে বশিরকে অনুসরণ করছি।

বশির ফিরেও তাকাচ্ছে না।

"যাবে কোথায় বশির! ভাল হবে না বশির। গুপ্তধনের খবর দিয়ে চলে যাচ্ছ! তোমার মায়াদয়া নেই। বড়দার জন্য তোমার কষ্ট হয় না। তুমি আবার বলো, আপনাদের না দেখলে মন খারাপ লাগে। মায়া। সুপারির জন্য আসো না, চাল-ডালের জন্য আসো না, আমাদের টানে চলে আসো, আর তুমি চললা। ভ্রূক্ষেপ নেই।"

মেজদা বলল, "ধর ব্যাটাকে! পালাচ্ছে।"

জঙ্গলের মধ্যে আমরা ছুটছি। কিন্তু ধরতে যাবেটা কে? সে যদি পেতলের হাঁড়ি খুলে দেয়। আর সাপ দুটো বের হয়ে আসে!

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

কিন্তু বড়দা অন্ধকারে কেন ছুটল বুঝলাম না। রানি যেই এসে বলল, সারের লোটা-কম্বল পাওয়া গেছে, ঘরেই, আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারে হাওয়া। আমরা পিছু নিলাম। দাদা বেশিদূর যেতে পারবে না। গেলে, পুকুরের পাড়েই কোথাও আছে। আমরা পুকুরপাড়ের তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে। দাদা খুব বেশিদূর গেলে শ্মশান পার হয়ে যানপাড়ের ঝোপ-জঙ্গলে ঢুকে গিয়ে বসে থাকতে পারে। বড়দার কী সত্যি-সত্যি মাঝে-মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়!

রানিকে বলেছিলাম, "দেখলি বড়দার কাণ্ড।"

রানি বলেছিল, "উপায় নেই!"

"তার মানে।"

"সোনাদা তুই না, কিচ্ছু বুঝিস না। শশাঙ্ক-সার ছেড়ে কথা বলবেন! কোথায় রেখেছিলে, শশাঙ্ক-সার বিশ্বাস করবেন বশির নিয়েছে! সেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বিশ্বাস করবেন! তিনি তো ভাববেন, এটা তোদেরই কাজ। ছালচামড়া থাকবে?"

বোধোদয় হত না, যদি রানি আমাদের সতর্ক করে না দিত। দাদা সেই ভয়েই পালিয়েছে। জঙ্গলে গিয়ে বসে আছে। এখন জেরা চলবে। শুধু শশাঙ্ক-সার একা না, সঙ্গে ছোটকাকাও হাজির থাকবেন।

"বলো, কেন তোমরা সারের লোটা-কম্বল চুরি করলে!"

"আমরা করিনি।"

"কে করেছে?"

"কী করে জানব, কে করেছে।"

"ইয়ার্কি! বাড়িতে আর কে আছে! তোমরা ছাড়া শশাঙ্ক-মাস্টারের শত্রু আর কে হতে পারে? ওকে তাড়াতে চাও। তোমাদের জ্বালায় বাড়িতে কারও তিষ্ঠোবার উপায় নেই! তিনটা পর্যন্ত এলে নিস্তার পায় না। সেও শেষে একদিন পালায়!"

না, আর ভাবতে পারছি না।

ডাক এল বলে।

BanglaBook.org

"দাদা রে !"

আর দাদা !

খেজুরতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। টর্চ মেরে দেখলাম। না, ঝোপে-জঙ্গলেও নেই।

কোথায় গেল !

আর তখনই গোপাল লণ্ঠন হাতে হাজির।

"আপনেগ ডাকতাছে।"

"কে ডাকছে !"

কে ডাকতে পারে !

"দ্যাখ গোপাল, খোপড়া খুলে নেব। ভ্যাজর-ভ্যাজর করবি না। যা। বড়দাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"তেনারই কাণ্ড।"

"তুই দেখেছিস ! তেনারই কাণ্ড বলছিস !"

"তবে কার কন ! এটা কী ম্যাজিক, এই হাওয়া এই হাজির ! বড়দাদার মাথায় ভূত চাপে। পালাইবে না তো বইসা থাকবে। জান নিয়ে কথা।"

"দ্যাখ গোপাল, একদম মিছে কথা বলবি না। বড়দা লোটা-কম্বল ফাঁক করে কী করবে !"

"আরে রাখেন। চোখ রাঙ্গাইবেন না। যে গামছা বিক্রি কইরা খাইব কইতে পারে, সে না-পারে হেন কাজ আছে ?"

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম—দাদা রে গামছা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত কেন নিতে গেলি ! এখন বুঝছিস তো সব দোষ তোর। সব তুই পারিস !"

দাদাকে ডাকাডাকি করলাম না। যা হয় হবে। বাড়িতে হুলুস্থুলু। দক্ষিণের ঘরে ছোটকাকা আর শশাঙ্ক-সার মুখোমুখি বসে। তিনি সারকে বোঝাচ্ছেন, "এরা তো আপনারই ছাত্র। পুত্রবৎ। এদের দোষগুণ আপনি ক্ষমা না করলে কে করবে ! এবারের মতো ক্ষমা করে দেন। আর বলি মশাই আপনিই বা কী ঘোরে পড়ে গেলেন বুঝি না। সর্প-সর্প বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কেউ দেখল না, আপনি শুধু

BanglaBook.org

দেখলেন। আপনি শহরের মানুষ, সর্পভয় থাকতেই পারে। আতঙ্কে ঘোরে পড়ে গিয়েছিলেন। হয়, আতঙ্ক থেকে হয়। আপনার তাই হয়েছে।"

আমরা ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছি।

সার বললেন, "ঠিক আছে। আপনি যখন কথা দিচ্ছেন, এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম। যাচ্ছি না।"

আমরা ঘরে ঢুকলে বললেন, "যাও, ছুটি। ছোটকর্তাকে বলে দিয়েছি, তোমাদের উপর যেন আর নিগ্রহ না চলে। সব যখন পাওয়াই গেছে, তখন দু'দিনের মতো তোমাদের ছুটি। উপহার হিসেবে তোমরা এটা আমার কাছে পেলে। কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা ভাল।"

সেই সার বছর পার না হতেই পাগলের ভয়ে এমন কাণ্ড করে বসবেন কে জানত !

আমাদের উপর ভার পড়ল, কুকুরের লেজ ঝুলে থাকে না খাড়া হয়ে থাকে।

হারানকাকাই বা গাছের মগডালে উঠে বসে থাকল কেন ! সারারাত বিশাল কড়ুই গাছটার মগডালে উঠে বসে আছে, নামানো যাচ্ছে না—রানি কান্নাকাটি করছে। মা-জেঠিরা রানিকে ডেকে ভাত খাইয়েছে। প্রতিবেশীরা লণ্ঠন জ্বেলে পাহারা দিচ্ছে। কেউ গাছে উঠে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। যদি লাফ দিয়ে পড়ে। কতরকমের শঙ্কা। রাতে আমরা ভাল ঘুমাতে পারলাম না। ইস, তিনুকাকা থাকলে পরামর্শ করা যেত। সকালে উঠেই রানিদের বাড়ি যেতে হবে। কুকুরের লেজ ঝুলে আছে কি না দেখতে হবে। নড়ছে কি না দেখতে হবে। না নড়লে নির্ঘাত পাগলা কুকুর !

সুতরাং সকালে উঠেই রানিদের বাড়ি। খুবই সতর্ক পায়ে যাচ্ছি। দেখি পালা করে প্রতিবেশীরা গাছের নীচে বসে আছে। কুকুরটাকে দেখতে পেলাম না। রানি কোথায় ! গাছের নীচে একথালা ভাত। অন্নব্যঞ্জনের বাটি সাজানো। যদি হারানকাকা নেমে খান। কিন্তু কুকুরটা গেল কোথায় !

ঘরে ঢুকে চুপি দিলাম। রানি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। ওর

BanglaBook.org

মাসি এসে গেছে খবর পেয়ে। সে ঘরদোর সামলাচ্ছে। ডাকলাম, "রানি ওঠ। আমরা তো আছি। হারানকাকা গেল গাওয়াল করতে, আর ফিরে এল পাগল হয়ে!"

কাঁদতে-কাঁদতে রানির মুখ ফুলে গেছে। চুল এলোমেলো। আমাদের গলা পেয়ে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। রানির মুখ ব্যাজার, আমাদেরও।

বললাম, "কুকুরটাকে দেখছি না! সারারাত কুকুরের ডাকে সার ঘুমোতে পারেননি। শুয়ে আছেন চাদরে মুখ ঢেকে। কুকুরটা গেল কোথায়?"

রানি বলল, "কেন, গাছতলায় নেই?"

"না।"

সে দৌড়ে গাছটার নীচে গেল। ভাত-ডাল সব তেমনই পড়ে আছে। যারা পাহারায় ছিল লণ্ঠন নিয়ে, তারা গাছতলায় মাদুর পেতে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু কুকুরটা নেই।

রানি বলল, "তাই তো, গেল কোথায়!" এমনকী কুকুরটা অন্নব্যঞ্জনও স্পর্শ করেনি।

দাদা বলল, "আমার মনে হয় ওটা ধর্মরাজ। কাকাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে।"

"কুকুরটা ধর্মরাজ হলে বশিরের কী হবে?"

"ও ব্যাটা যুধিষ্ঠির। ও হারানকাকাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।"

॥ ৮ ॥

মাঝে-মাঝে বশিরকে কেন যে আমাদের যুধিষ্ঠির মনে হয় বুঝতে পারি না। সে যাই করুক, শেষ পর্যন্ত আমাদের বলে দেয়। গুপ্তধনের সন্ধান দিয়ে সেবারেও নিখোঁজ। ওর ডেরায় যাই। নেই। পুলিশ-দারোগা কেন যে বেচারার পিছু লেগে থাকে বুঝি না। বশিরের মতো ভালমানুষও হয় না। কচ্ছপের ডিম পেলে সে সোজা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে। জেঠিমাকে কচ্ছপের ডিম দিয়ে বলে, "পান-সুপারি

BanglaBook.org

ঠাইরেন দুইডা যে চাই।" জেঠিমা তাকে পান-সুপারি দেন। চাল-ডাল দেন কাঠাভর্তি। অভাবী মানুষ। বউ নিখোঁজ। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বশির মহাফাঁপরে আছে। ছ্যাঁচড়া স্বভাব হবে না তো সাধুপুরুষ হবে! জেঠিমার এক কথা, যা লাগে বলবে।

আমরা সেবারে বড়দার গামছা বিক্রি নিয়ে মহাবিভ্রান্ত। ফাঁক পেলেই বশিরের খোঁজে বের হয়ে পড়ি। এক দুপুরে প্রভাকরদি যাচ্ছি হাডুডু খেলার ফাইনাল দেখতে। ছোটকাকার অনুমতি নিয়ে বের হয়েছি। বড়দাকে নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। সে কোথাও যেতে চায় না। যার কপালে গামছা বিক্রি সম্বল, সে সবার সামনে যায়ই বা কী করে! কথাটা স্কুলে চাউর হয়ে গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে। কোনও গাঁয়ের মানুষই বাদ নেই। সবার এক কথা, কী বাড়ির কী ছেলেপুলে সব! বলে কি না গামছা বিক্রি করে খাবে!

দাদা শুয়ে থাকে, নয় পুকুরপাড়ে চুপচাপ গাছতলায় বসে থাকে। যদি বশির ফের ফিরে আসে! আসে না। আমরা জানি ওর দেশবাড়ির মায়া প্রবল। সে বেশিদিন কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। বশিরের জেল-হাজতও রহস্যময়। এই তো জানা ছিল, বশিরের জেল—সেই কিনা হারানকাকাকে বাড়ি তুলে দিয়ে গেল!

যাই হোক, সেবারে হাডুডু খেলা দেখতে যাচ্ছি—আর নজর, যদি কোথাও কোনও দূরের মাঠে সে ভেসে ওঠে। যত দূরই হোক তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। মাথায় একখানা পেতলের ডেগ, খালি গা, লুঙি পরনে, থুতনির নীচে সামান্য দাড়ি। গামছাখান কোমরে বাঁধা থাকে। দাদাকে সঙ্গে নিতে পেরেছি। বোঝ প্রবোধ দিচ্ছি—"দেখিস ঠিক গুপ্তধন পেয়ে যাব। বশির কখনও মিছা কথা বলে না। গুপ্তধন পেলে দাদা তোকে আর গামছা বিক্রি করতে হবে না। আমাদের কোনও ভাগ দিতে হবে না। সবটাই আমরা তোকে দিয়ে দেব।" এতসব কথা বলার পর সে রাজি হয়েছিল। আমরা গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে পড়েছি। হিজলের বন পার হয়ে সিঙ্গিদের বাগানে ঢুকেছি। এ-রাস্তায় কেউ যায় না। দিন-দুপুরেও ভুতুড়ে গন্ধ। এখানে-সেখানে মাটির হাঁড়ি, শিশুদের করোটি পড়ে থাকে। দেরি হয়ে যাবে বলে রামনাম জপ করতে-করতে

BanglaBook.org

আমরা খালপাড়ে উঠে যাব বলে বাগানের ভিতর ঢুকতেই দেখি একটা লোক গাছের নীচে মড়ার মতো পড়ে আছে। মুখ গামছায় ঢাকা। আরে ওই তো বশির ! মাথার কাছে পেতলের ডেগ।

আমাদের শোরগোলে সে জেগে গেল। উঠে বসল। আর আমাদের দেখে দৌড়তে থাকল। আর ছাড়ি ! মাথায় উঠে গেছে খেলা দেখা। দৌড়চ্ছি, সেও প্রাণের দায়ে যেন ছুটছে। আমাদের সঙ্গে পারবে কেন ! ছোড়দা লাফ দিয়ে ওর কোমরে ঝুলে পড়ল। বড়দা জাপটে ধরল। আমি ওর ঠ্যাঙের উপর কাঁইচি চালালাম। হাডুডু খেলা আমরাও কম জানি না। সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। তার এক কথা, "ছাড়েন কর্তা, কসুর হয়ে গেছে।"

কসুর কেন বলছে বুঝতে পারছি না।

মেজদা বলল, "গুপ্তধনের খবর দেবে বলেছিলে তার কী হল। গা ঢাকা দিলে, গুপ্তধনের খবর দিয়ে।"

সে উঠে বসেছে। পেতলের ডেগ খালি। মালসা পেতলের ডেগের উপর রেখে হাঁফাচ্ছে। কথা বলতে পারছিল না। বললাম, "কী হল কথা বলছ না ? গুপ্তধনের কী হল ?"

সে বলল, "দিলেন তো সব মাটি করে। গাছতলায় শুয়ে ছিলাম। কালনাগিনীর চলাফেরা টের পাই কি না। একদণ্ড আপনেগ সবুর সইল না !"

বললাম, "আরে তোমার কালনাগিনী দিয়ে কী হবে ! দাদা গামছা বিক্রি করে খেলে তোমার মান থাকবে ? আমাদের থাকবে ? তুমি আমাদের না দেখলে কষ্ট পাও ! এই তোমার কষ্ট !"

"কর্তা তবে একখান কথা। গুপ্তধনের খবর কেউ জানবে না। দু' কান হলে গুপ্তধন মেলে না।"

"জানবে না। কাউকে বলব না। মা কালীর কিরা।"

"আর একখান কথা। দুধ-সর্প যারে কয় বাস্তুসাপ—তেনারা আপনার ঠাউরদার খাটের নীচে থাকে। দুধ-কলা মধ্যরাতে খায়। ঠাউরদা মধ্যরাতে দুধ-কলা খাওয়ায়। গৃহলক্ষ্মী বলে কথা। কাউরে কইবেন না। আমি জানি, আর জানে আপনের ঠাউরদা।"

BanglaBook.org

"আরে গুপ্তধন কোথায় ! কেবল বাস্তুসর্প করছ। গৃহলক্ষ্মী বলছ। ঠাউরদা-ঠাউরদা করছ। পালাবার মতলব !"

"আছে, আছে। আপনের ঠাউরদা জানে না—আসলে বাস্তুসাপ দুটো যখ।"

"যখ বলছ কী।"

"ঠিক কথাই কই। ট্যাবার জঙ্গল থাইকা মধ্যরাতে বাইর হয়। শাঁ-শাঁ করে ছুটে আসে। সে-দৃশ্য দেখা কপালে না থাকলে হয় না। আপনার ঠাউরদার ঘরে ঢুইকা যায়। খাটের নীচে মেঝেতে গর্ত আছে, জানেন ?"

"না তো !"

"কিছুই জানেন না।"

"একটা পাতিল আছে জানেন ?"

"তা আছে।"

"তবে বোঝেন, না জাইনা কিছু কই না। পাতিলখানা গর্তের মুখে চাপা থাকে জানেন ?"

"গর্ত ! কিসের গর্ত ?"

"বাস্তুসাপের গর্ত। ওর ভিতর দিয়া পাতিলে মাথা ঠেকায়। পাতিল উপরে উইঠা যায়। ফঁস-ফঁস করে। ঠাউরাদা উইঠা বসেন। আলো জ্বালেন। পাতিলখানা সরাইলেই তেনারা গলা বাইর কইরা দেন। বোঝলেন ? কী বোঝলেন ?"

"গলা বাইর কইরা দেয়।"

"ক্যান দেয় ?"

"তা কী করে বলব।"

"খিধা, তেষ্টা আছে না !"

"তা জীব মাত্রেই আছে।"

"সবই তো বোঝেন দেখছি। তাইন দুধ-কলা দিলে যখ-যখিনি খায়। তারপর অন্তর্ধান করে। যখ-যখিনির পিছু নিতে পারলেই গুপ্তধন। তেনারা আবার চলে যান, গুপ্তধন পাহারা দিতে। বোঝলেন কিছু।"

BanglaBook.org

বশির তো মিছে কথা বলছে না। ঠাকুরদার ঘরে পালঙ্ক আছে। ঠাকুরদা সারাদিন ঘরেই শুয়ে-বসে কাটান। ঘর-বার হতে পারেন না। প্রায় অথর্ব। পালঙ্কের নীচে একখানা পাতিলও উপুড় করা থাকে। বিকালে কিংবা সাঁঝবেলায় যখনই যাই না কেন, উবু হয়ে দেখলে পাতিলখানা দেখা যায়। বশির যে গুনিন, বশির যে গুপ্তধন বিশারদ, ঘোরে পড়ে অবিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল। বশির তো ওঘরে ঢুকবে দূরে থাক, বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিতে সাহস পায় না ! এত খবর রাখে !

আমরা ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না। বললাম, "আরে বলবে তো, তারপর কী !"

"তারপর সোজা। মধ্যরাতে দরজা খুইলা বাইর হইয়া আসবেন। কামরাঙা গাছের নীচে। আমরা পাহারায় থাকব। যখন তেনারা আহারপর্ব সাঙ্গ কইরা মাঠে পড়ব, অনুসরণ।"

তারপর থেমে বলল, "অনুসরণ বোঝেন ?"

"বুঝি।"

"ভাল কথা। ওই যে অরণ্য কন, সেখানে আমরা যামু। যখ-যখিনি প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে ঢুকে যায়। কী করে ঢুকছে, আমরা অনুসরণ করলেই টের পামু। মনে ধরছে ?"

"ধরছে তো। কবে সেটা হবে ?"

"পূর্ণিমা। মাঘী পূর্ণিমা। শুভদিন। আপনার দাদার মাথা খারাপ। মাথা খারাপ না হইলে গামছা বিক্রি কইরা খাইব কইতে পারে। কী, ঠিক কথা না ?"

"ঠিক কথা !"

"গুপ্তধনের ভালও আছে মন্দও আছে, জানেন !"

"না, জানি না।"

"ক্যান যে লেখাপড়া করেন, বুঝি না। এক মাস মিছা কথা কবেন না। এক মাস সূর্য ওঠার আগে ঘুম থাইকা উঠবেন, এক মাস একটা কুকুরকে রোজ দুপুরে পেট ভইরা ভাত খাওয়াইবেন। পাগলে বোঝলেন, গুপ্তধন পাইলে মস্তিষ্ক ঠিক হইয়া যায়। আর ছাগলে পাইলে সর্বনাশ। উন্মাদ হইয়া যায়। উন্মাদ না হন, টোটকা দিলাম।"

BanglaBook.org

আমরা ছাগল জানি, কিন্তু দাদা উন্মাদ ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। গুপ্তধন পাবার অধিকারী তবে বড়দাই। আমরা রাজি হয়ে গেলাম। মাঘী পূর্ণিমার দিন মধ্যরাতে সবাই যে যার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা কামরাঙা গাছতলায়। কিন্তু বশির তো এল না। সে কোথায় ? তার পাত্তা নেই !

বড়দা বলেছিল, "আসবে। ও মিছে কথা বলে না।"

মেজদাও বলেছিল, "আসবেই। বশির মিছে কথা বলে না।"

মশার কামড়ে হাত-পা ফুলে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে আছি। দূরে ঘরবাড়ি। স্পষ্ট দেখাও যায় না। সে এলে আমরা ঠাকুরদার ঘরের পাশে গিয়ে বসব কথা আছে। কিন্তু সে আর এল না।

বড়দা হঠাৎ বলল, "চুলকাচ্ছে।"

চুলকাচ্ছে ! মশার কামড়ে চুলকাতেই পারে। ও মা, দাদার চিৎকার, "জোঁক।" দাদার পায়ে বিশাল একটা চিনেজোঁক রক্ত খেয়ে টইটম্বুর হয়ে আছে। দাদা হাইমাই শুরু করে দিয়েছিল। আমরা বলছি, "চুপ, চুপ। চিৎকার করিস না। যখ-যখিনি টের পাবে।" কে শোনে কার কথা। তাড়াতাড়ি কাঠি দিয়ে জোঁকটাকে টেনে ফেললাম, তারপরই মনে হল বাড়ি থেকে কে যেন দুদ্দাড় করে পালাচ্ছে। আমরা ভয়ে গুটিয়ে গেছি। বশির এল না ! আসুক, এলে বুঝবে। আমাদের সারারাত জঙ্গলে বসিয়ে রাখল ! ভোররাতে আমরা যে যার ঘরে ঢুকে গেলাম। দরজা বন্ধ করে সতর্ক পায়ে বিছানায় উঠে মা'র পাশে শুয়ে পড়লাম।

আর সকালে ধুন্ধুমার কাণ্ড। ঘর থেকে চোর সব সাফ করে নিয়ে গেছে। জামা-কাপড়, ট্রাঙ্ক, থালা-বাসন সব।

কে করল ! বশির !

হতেই পারে না। বশির এলে আমরা টের পেতাম না !

বশিরের আর দেখাই নেই।

আমরা মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছি। আমরা যে দরজা খুলে বশিরের জন্য জঙ্গলে অপেক্ষা করছিলাম, জানতে পারলে পিঠের ছালচামড়া সাফ হয়ে যাবে।

পঞ্চুকাকা বলল, "বশিরের কাজ। ব্যাটা গুনিন। না হলে দরজা

BanglaBook.org

বন্ধ। সিঁধও কাটেনি, সব সাফ হয়ে যায় কী করে!" সে-ই পারে। থানা-পুলিশ, হুজ্জোতি, সব গেল, কিন্তু আমরা কিছুতেই বশিরের ঘাড়ে দোষ দিতে পারলাম না। বছরখানেক নিখোঁজ। তারপর দেখা। জঙ্গলের মধ্যে পাকড়াও করতেই দু' চোখ তার জলে ঝাপসা হয়ে গেল। বলল, "কর্তাগো, এতবড় সর্বনাশ করলেন! চিল্লাচিল্লি করলেন। যখ-যখিনি ফিরা গেল। গোঁসা। আর তো আসবে না! আপনের ঠাউরদা গত হইছেন। দুধ-কলা কেউ আর দিব না। যখ-যখিনির তাড়া খেয়ে নিখোঁজ হলাম। বলল, বশির তর এটা ভাল কাজ হয় নাই। আমাদের পেছনে বাচ্চাগুলিকে লেলিয়ে দিলি! এমুখো আর হবি না। হলেই সর্বনাশ!"

বশির হাপুসনয়নে কাঁদছে। বলছে, "পেয়েও পেলাম না। বড়দার ভবিষ্যৎ নিয়া আমার যে দুশ্চিন্তার শেষ নাই।"

আমরা বলেছিলাম, "বশির, তুমি কেঁদো না। দাদার সুমতি হয়েছে। বলছে, পড়বে। স্কুলে যাবে।" জ্যাঠামশায়ের কথাই ঠিক, একবার না পারিলে দেখো শতবার।

বশির বলল, "বাঁচালেন। চলি। আপনাগ বিপদে-আপদে আমি আছি। কাঠাখানেক চাল-ডালের বন্দোবস্ত করলে ভাল হয়। রুজি-রোজগার বন্ধ। কেবল তাড়া খাই।"

॥ ৯ ॥

সেই বশির একরাতে হারান পালের বাড়িতে কী যে গুজুর-গুজুর, ফুসুর-ফসুর করছিল।

সে বছরই কাকিমা দু' রাতের ভেদবমিতে শেষ হয়ে গেলেন। সেই থেকে বশিরের সঙ্গে হারানকাকার একটা যেন কী সম্পর্ক গড়ে উঠল। রানির তখন কী ক্ষোভ! বশির বাবার মাথাটা খাচ্ছে।

যাই হোক, এখন দেখছি কুকুর নেই। গাছের নীচে থালা পড়ে, অন্নব্যঞ্জন পড়ে। তারপর গাছের দিকে তাকিয়ে দেখি, মগডালে হারানকাকাও নেই! আশ্চর্য!

BanglaBook.org

গেলেন কোথায় ? রানি কাল রাতেও গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডেকেছে, "বাবা নেমে এসো। বাবা আমার কী হবে ?" আর হাউ-হাউ করে কেঁদেছে। পাগল যে নির্ঘাত হয়ে গেছে তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সকালবেলায় এটা কী দেখছি ! গাছ খালি। তবে বর্ষাকাল বলে ডালপালা গাছের ঝুপড়ি হয়ে আছে। আমাদের শোরগোলে প্রতিবেশীরাও ছুটে এসেছে। যারা মাদুর পেতে পাহারা দিচ্ছিল, তারা বলল, মধ্যরাতেও টর্চ মেরে দেখেছি, আছেন। এ তো তাজ্জব কাণ্ড ! আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, যদি ডাল-পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকেন ! থাকতেই পারেন ! বিশাল গাছটার চারপাশ খুঁজতে-খুঁজতে মগডালে উঠে গেছি। বর্ষাকাল। দেখি, অনেক দূরে একটা নৌকা ভেসে যাচ্ছে। ট্যাবার সেই অরণ্যের দিকে। দুজন মানুষ—ঠিক বোঝা যায় না, কুকুর আছে কি নেই ! আর ওটাই যে হারানকাকা তাও ঠিক বলা যায় না। অতদূর থেকে কিছু স্পষ্ট বোঝা যায় না ! তবু মনে ধন্দ থাকল। নেমে কিছু বললাম না। শুধু বাড়ির মুখে উঠে যাবার সময় বললাম, "নেই। গাছে নেই। ঝোপজঙ্গলে নেই !"

দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখলাম, সার চাদর ঢেকে তেমনই শুয়ে আছেন। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে বসলেন।

"দেখলি ?"

"না সার, কুকুর নেই। হারানকাকাও নেই।" গাঁয়ে আবার শোরগোল পড়ে গেছে। সবাই যে যার নৌকা নিয়ে হারানকাকার বাড়ি হাজির। বর্ষাকাল। নৌকা ছাড়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি করা যায় না। রানি মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে।

সার বললেন, "হয়ে গেল। আমারও মাথা কেমন করছে ! এত বড় সঙ্কট নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে। ঠিক ঝোপজঙ্গলে কুকুরটা লুকিয়ে পড়েছে। বের হলেই কামড়াবে।

আমরাও ভাবলাম, হয়ে গেল। এবার সার না আবার গামছা পরে জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু করে দেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন। ছোটকাকাকে ডেকে বললেন, "চলে যাচ্ছি। পাগল-ছাগলের দেশ। আমার পক্ষে বসবাস

BanglaBook.org

করা দায়। এই তোরা আমার ছাত্র। একটা কুকুরের খোঁজ দিতে পারলি না! যখন-তখন সুস্থ লোক পাগল হয়ে যায়। কুকুর নিয়ে উঠে আসে। উমাশঙ্করের মাথা ঠিক আছে তো? গামছা বিক্রি করে খাবে বলত। গামছাই দেখছি কাল হল।"

শশাঙ্কমাস্টার আর একদণ্ডও দেরি করতে চাইছেন না। ছোটকাকা বাধ্য হয়ে পঞ্চুকাকাকে বললেন, "সারকে তুলে দিয়ে আয় স্টিমারঘাটে। দোষ কপালের। বাঁদরগুলোর যৎপরোনাস্তি অত্যাচারের ভয়েই থাকতে চাইছেন না।

আমাদের যে কী রাগ হচ্ছিল! সত্যি দোষ কপালের। তিনি রওনা হবেন, আর তখনই ঘাটে এসে লাগল, আর একখানা নৌকা। আরে তিনুকাকা! আমরা দৌড়ে গেলাম। চিৎকার করছি, এসে গেছেন। তিনুকাকাকে আমরা জাপটে ধরেছি। শশাঙ্কসার তিনুকাকা আসায় মনে সাহস পেতে পারেন। বললেন, "যাক, তিনুকর্তা যখন এসেই গেছে, তিনি ঠিক খোঁজখবর দিতে পারবেন।" তাঁর যাত্রা স্থগিত রেখে তিনি দাঁত মাজতে বসে গেলেন।

॥ ১০ ॥

তিনুকাকা চানটান করে খাওয়া-দাওয়া সারলেন। আমরা তাঁকে নিয়ে পুবের ঘরে গেছি। তিনি আমাদের ছাড়া থাকতে পারেন না। সব খুলে বলতেই, তিনি বললেন, "হুম।"

হুম অর্থাৎ দেখা যাবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

বশিরের গুপ্তধনের কথাও বললাম। তিনি বললেন, "হুম।" তারপর বললেন, "বশির! খেজুর গাছের নীচে এসেছিল। বাবুইয়ের বাসাও নিয়ে গেছে। লোটা-কম্বলও ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। বুঝলি, গুপ্তধনের গুপ্ত কথা খেজুর গাছে বাবুই বাসা। হয়তো ট্যাবার জঙ্গলেই ঘাপটি মেরে আছে। কোথাও নিখোঁজ হয়নি।"

"এখন তোমাদের অনেক কাজ। বিকেল পর্যন্ত দ্যাখো, ফিরে আসে কি না। দূরে তো দেখলি একখানা নাও। দু'জন লোক বসে আছে।

BanglaBook.org

তোর কী মনে হয় বশির নৌকায় ভেসে গেছে ?"

আমি কী যে বলি !

"কুকুর দেখতে পাসনি ?"

বললাম, "এত দূর থেকে কিছু বোঝা যায়, বলুন ?"

"তা ঠিক।"

দৌড়ে গিয়ে রানিকে বললাম, "তিনুকাকা এসে গেছেন।"

তিনুকাকার খুব ন্যাওটা রানি। সে দৌড়ে এসেছিল। তার মুখ সত্যি ভারী ব্যাজার। আমাদের বুক টনটন করছে। তিনুকাকা আসায় সেও যেন সাহস পেয়ে গেছে।

তিনুকাকা ওকে কাছে ডাকলেন।

"বশির তোদের বাড়ি কতদিন আসছে ?"

"এখন আসে না। আগে আসত।"

"কখন আসে ?"

"রাতে ! মধ্যরাতে। কিন্তু বশির যে নিখোঁজ !"

"বশিরের সঙ্গে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ টের পেয়েছিস !"

"না তো ! বশিরচাচা বলত, রানি মা'র কপাল খুলে যাবে ! তার রাজারানি হওয়ার কথা। মনে সংশয় রেখো না।"

"আর কী বলত ?"

"কিছু বলত না। মাঝে-মাঝে বাবা চাল-ডাল দিত।"

"টাকা-পয়সা !"

"তাও দিত। একবার কেন যে তর্ক বেধে গেল—বোঝলাম না। শুধু বলেছে হারান, চারখানা বগিথালার দাম এই ! আমার বিড়িখরচা ওঠে না।"

বাবা তড়পে উঠেছিলেন, "বশির, ওসবের মধ্যে আমি নেই। তুমি নিজে যাও। আমাকে ভোগাবে না। না দিলে কী করব ! চোরাই মাল, দাম দিতে চায় না। পুলিশের ভয়ডর নাই !"

তিনুকাকা চোখ বুজে বললেন, "কার কাছে বিক্রি করত জানিস ? তোর বাবা শেষে চোরের ঠাউপদার হয়ে গেল !"

রানি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না। পুবের ঘরের

BanglaBook.org

দরজা বন্ধ।

রানি বলল, "সেই থেকে গোলমাল শুরু। সব তো জানি না। তবে বশির এদিকটায় খুব কাহিল হয়ে গিয়েছিল। কেবল এটা-ওটার দাবি করত। বাবা বলতেন, না নেই। দেব কোত্থেকে। আমাকে কি মতি পোদ্দার মুখ দেখে পয়সা দেবে।"

মতি পোদ্দার! আরে সেই পানামের বড় মহাজন। বাড়িতে ঝুলন হয়, দুর্গোৎসব হয়। আমরা তো শুনে হাঁ। ঢাকার ঝুলন, পানামের ঝুলন, আর গোপালদির ঝুলন—যাত্রাগান, কী বিশাল চকমেলানো বাড়ি—এত বড় মহাজন চোরাই জিনিস নিয়ে টাকা দিত হারানকাকাকে! বশির চোর, কিছুতেই মন সায় দেয় না। কিন্তু বশির তো নিখোঁজ।

"ঠিক আছে, যা।" তিনুকাকা বললেন।

কিন্তু রানি গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। ফ্রকের খোঁট কামড়াচ্ছে। শেষে ফিসফিস করে বলল, "জানো, বাবাকে নাকি গুপ্তধন পাইয়ে দেবে। কী যে বলত, জানি না! ওরা তো আমার সামনে কথা বলত না। তবে আমি শুনেছি, গুপ্তধনের সে খোঁজ জানে। শুধু বলেছিল, হারান মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো! যদি না পারো, বলে দাও। আমার বেশি দাবি নাই। দুটো পেট পুরে খেতে দেবে। আণ্ডা বাচ্চাগুলি পেট পুরে খেতে পাবে। এই শর্ত। আমি না থাকলে ওরা ভুখা থাকলে কষ্ট পাব?"

"তোর বাবা রাজি হল?"

"তা জানি না! রাজি হয়েছে কি না!"

বশিরের উপর আমাদের অভিমান বেড়ে গেল। গুপ্তধন তো বড়দাকে দেওয়ার কথা ছিল। বশির তবে এত মিছা কথা বলে!

সেদিন বিকেলেই খবর এল, রাতে হারানকাকা ফিরে এসেছে। কুকুরটাও সঙ্গে। আমরা এবার কুকুরটাকে ভাল করে দেখলাম। না, কামড়ায় না। ল্যাজ নাড়ে। আমাদের দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠেছিল—বড়দা মুড়ি ছড়িয়ে দিতেই সে আমাদের পায়ে গড়াগড়ি খেল।

হারানকাকা কথা বলছিল না। যেন মানত আছে। তবে কি বশির

BanglaBook.org

কিছু বিধান দিয়েছে ! গুপ্তধন পেতে হলে এইসব কাজ করা দরকার।

তিনুকাকা সোজা সামনে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন, "হারান, বশিরকে ধরে আন। না হলে জেল-হাজত, বলে দিলাম।" আর পরদিন সকালেই নৌকায় বশির তিনুকাকার আতঙ্কে হাজির।

"জি কর্তা।" বশির তিনুকাকার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

"হারানকে নিয়ে কোথায় যাস ?"

"যাই না তো।"

"তার মানে, রাতে গাছে, সকালে নৌকায়। ডাকব পঞ্চুদাকে।"

লাফ দিয়ে বশির নৌকায় ভেসে গেল। পঞ্চুকাকার নাম শুনলেই দৌড়। বর্ষাকাল, দৌড়তে পারে না। ঘাটের নৌকা নিয়ে ভেসে গেল।

তিনুকাকা বললেন, "হারান, বাড়াবাড়ি করবি না ! তোর কী হয়েছে ! তুই বাড়িতে খাস না। গামছা পরে থাকিস। গলায় জবাফুলের মালা। কপালে সিঁদুরের প্রলেপ। গাওয়ালে যাস না। মুড়কি, ছোলা, মটর, পাঁউরুটি, বিস্কুটের টিন খালি। তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে !"

হারানকাকা তাকালই না। সেই কড়ুইগাছটায় উঠে গিয়ে বসে থাকল। রানি বাবা-বাবা বলে ডাকল। কর্ণপাত করল না। রানি হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

কাকা বললেন, "ভেঙে পড়লে চলবে ! কাঁদছিস কার জন্য ! তোর বাবা কি আর মানুষ আছে ! বশির ঠিক গুনটুন করেছে ! ওর তো বদগুণের শেষ নেই !"

ক্রমে হারানকাকার পাগলামির গুরুত্ব গাঁয়ে কমে আসছিল। হারানের 'হয়ে গেল' এমন একখানা ভাব গ্রামবাসীদের। বশিরের পাত্তা পাওয়া যায় না। তবু মাঝে-মাঝে হারান রাতে মগডালে উঠে গিয়ে বসে থাকে। হারানকাকার এহেন আচরণে আমরাই বেশি ভেঙে পড়েছি। রানি আমাদের নানা হুজ্জোতি থেকে কতভাবে বাঁচিয়েছে। আর আমরা তার জন্য কিছু করতে পারছি না। খুবই মনোকষ্টে ভুগছিলাম। তিনুকাকা বললেন, "ওকে গুপ্তধনে পেয়েছে।"

BanglaBook.org

পেতে পারে। আচমকা গুপ্তধন বিষয়টি কী মারাত্মক এবং বশির গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে কত চাল-ডাল হাতিয়েছে, এবং দাদার উন্মাদ অবস্থার সুযোগ নিয়ে সে আমাদের কম ভোগায়নি। এ-সব ভাবতেই, আমরা একদিন হারানকাকার সঙ্গে গোপনে রাতে অন্য মগডালে উঠে বসে থাকলাম। আর আশ্চর্য, দেখি সেই সুদূরে মধ্যরাতে ট্যাবার জঙ্গলে কে একজন রহস্যময় লণ্ঠন দোলাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে হারানকাকা গাছ থেকে নেমে ছুটতে থাকল। অন্ধকার রাত। জোনাকি উড়ছে। তিনুকাকা বললেন, "লগি মারবি না। বৈঠা মার। শব্দ যেন না হয়।" আমরা খুব নিভৃতে নৌকা চালাচ্ছি। কিছুটা আগে হারানকাকা। কাকা যে পাগল নয়, এটা আমরা বুঝতে পেরে খুশি। কে অতদূর থেকে লণ্ঠনের বাতি ঝুলিয়ে সিগনাল দেয়। সেখানে কী আছে!

খুব ভয় করছে। জঙ্গলটা ভাল নয়। অরণ্য বলাই ভাল। বড়-বড় শ্যাওড়াগাছ, অর্জুনগাছ আর বটবৃক্ষের ঝুরি—বর্ষাকাল বলে ভিতরটা খুবই দুর্গম। একটা টর্চ সঙ্গে। তিনুকাকা আছেন বলে, আতঙ্ক খুব নেই। কিন্তু সে কে?

প্রায় ক্রোশখানেক পথ। ধানগাছের ভিতর দিয়ে নৌকা বাইছি। বৈঠা মারা যাচ্ছে না। সন্তর্পণে বড়দা লগি মারছে। রানি পাটাতনে বসে আছে। ওর বুক শুকিয়ে উঠেছে। গলা শুকিয়ে উঠছে। কথা বলতে গেলে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করছে গলা। ওর এক কথা, "বাবাকে কিছুতে পেয়েছে।"

তিনুকাকার এক ধমক, "হ্যাঁ পেয়েছে। পাওয়া বের করছি। দাঁড়া না।" তারপরই তিনুকাকা বললেন, "তবে সময় ভাল না। চুরি-ডাকাতি হচ্ছে খুব। পুবাইলের জমিদার বাড়ি থেকে এক বাক্স হিরা-জহরত চুরি হয়েছে। মুড়াপাড়ায় জমিদার জগদীশবাবুর বাড়ি থেকে এক সেট জড়োয়া গয়না উধাও। পানামের মতি পোদ্দারের বাড়ি থেকেও দামি অলঙ্কার খোয়া গেছে। কে যে করছে কাজটা, হদিস করা যাচ্ছে না। পুলিশ চুল ছিঁড়ছে, হাত কামড়াচ্ছে। কূল-কিনারা করতে পারছে না। নারানগঞ্জের স্টিমারঘাটে দেখলাম, খবরের কাগজে 'রহস্যময় চুরি' হেডিং

BanglaBook.org

দিয়ে এসব খবর ছেপেছে।"

আমরা কিছুই জানি না। আমাদের গাঁয়ে রেডিও নেই, খবরের কাগজ আসে না, আমরা জানব কী করে! আমাদের গাঁয়ে এত আছে, অথচ একখানা খবরের কাগজ নেই, এটা ভাবতে খারাপ লাগছিল। তা হলে শশাঙ্ক-সার মিছে কথা বলেননি! তবে আমাদের গাঁয়ে গিরিজা কবিরাজ আছেন, বশির মিঞা আছেন, ধরণী ধর স্বদেশী করেন—গর্বও কম নেই। খবরের কাগজ এলে যেন ষোলোকলা পূর্ণ হত। যা নেই তা নিয়ে ক্ষোভ করা ভাল নয়। যা আছে তারই মূল্য দেন না শশাঙ্ক-সার। আমাদের কি রাগ সাধে হয়!

দেখি, দূরে হারানকাকার নাওটা উঁচু ঢিবি মতো জায়গায় লাগতেই সেই লণ্ঠনের আলো নিয়ে এক রহস্যময় মানুষ এগিয়ে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী হবে। চাঁদ উঠে গেছে। এক মায়াময় প্রকৃতি চারপাশে। কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, জলে মাছ নড়ানড়ি করছে তার শব্দ। কর্কশ গলায় অর্জুনের ডালে কী একটা পাখি ডেকে উঠল। আর আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যেতেই আশ্চর্য, বশির দাঁড়িয়ে আছে লণ্ঠন হাতে।

যা হয়, তিনুকাকা বললেন, "বশিরেরই কাজ। বশিরের মতলব ভাল না। ঘিরে ফ্যালো।"

বর্ষাকাল বলে দ্রোণফুলের গাছে মাঠ ভর্তি। মাঠের শেষে অরণ্য। মাঠটা পার হয়ে অরণ্যে ঢুকতে হয়। দ্রোণফুলের গাছগুলি বুক সমান। চারপাশে ছড়িয়ে পড়লাম। বশির যতই রহস্যময় পুরুষ হোক, যতই গুপ্তধনের খবর দিক না, তাকে কিছুতেই খারাপ ভাবতে পারি না। কিন্তু তিনুকাকা যখন বলেছেন ঘিরে ফেলতে, তখন কাজটা না করেও উপায় নেই। বশির যাতে পালাতে না পারে সেজন্য খুব সতর্ক কাকা। আমরা যে ঝোপের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছি বশির কিংবা হারানকাকা কেউ টের পাচ্ছে না। নৌকাটা ঝোপের আড়ালে রেখে উঠে এসেছি।

আরে কী শুনছি।

রানি আমার হাত চেপে ধরল। কে জানে উঠে যদি দাঁড়িয়ে যাই, মুখোমুখি পড়ে যাই। বশির জান নিয়ে পালালে ধরা কঠিন। পাঁচ-সাত

BanglaBook.org

গজের মধ্যে দ্রোণফুলের জঙ্গলে আমরা দু'জনকেই ঘিরে আছি। আড়ালে এমন একটা গোয়েন্দাগিরি হতে পারে বশিরের মাথায় কী করে আসবে !

বশির বলছে, "এক বাণ্ডিল বিড়ি।"

হারানকাকা গামছার খোঁট থেকে বিড়ি বের করে দিল।

"দু' কাঠা চাল-ডাল।"

হারানকাকা বলল, "নৌকায় আছে।"

বশির বিড়ি ধরাল। তারপর বলল, "আইনা দেখান পালমশাই। বিশ্বাস করি না। চারখানা বগিথালা দিলাম, কাঠাখানেকও চাউল মিলল না। আইনা না দেখাইলে বিশ্বাস করি না। আমার তো খাওয়ন নিয়া কথা। বেশি তো চাই না।"

হারানকাকা দু' কাঠা চাল-ডাল এনে বশিরের পায়ের কাছে রাখল। বশির নুয়ে এক মুষ্টি চাল মুখে দিয়ে চিবোতে থাকল।

"বড় খিদা পাইছে। গুপ্তধন নিয়া পালাইয়া আছি। কার কাছে যামু কন ! কারে দিয়া যামু ভাইবা কূলকিনারা করতে পারতেছি না !"

বশির থেমে বলল, "কথা পাকা হইয়া যাউক।"

হারানকাকা বলল, "বশির কতবার কথা পাকা করব। তুমি আমারে যা কইছ করছি। গামছা পরতে কইলা, পরলাম। কপালে তেল-সিঁদুর মাইখা ঘুরে বেড়াইতে কইলা, তাও করলাম। মৌনব্রত পালন করতে বলেছ তাও করছি। গাছের মগডালে রাতে বসে থাকতে বললা, মগডালে বসে থাকলাম। গুপ্তধন নিয়া তোমার ফ্যাসাদ—তুমি আমারে দিতে চাও। আমার আটা-ময়দা, বিস্কুটের টিন, পাটের লাসি সব দিছি। পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতে বললে তাও করেছি। আর কী পাকা কথা দিতে পারি।"

"পালমশাই, পাগল হইয়া ঘুইরা না বেড়াইলে গুপ্তধন মেলে না। গুপ্তধন পাইলে ঘোলা মাথা সাফ হইয়া যায়। আর পাকা মাথা ঘোলা হইয়া যায়।"

ইস, কী যে খারাপ লাগছিল। সেই গুপ্তধন শেষ পর্যন্ত বড়দাকে না দিয়ে বশির তার দোস্ত হারানকাকাকে দিয়ে যাচ্ছে ! আর পারলাম না।

BanglaBook.org

মেজাজ গরম হয়ে গেল।

"বশির!"

হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে বশির কী করবে ঠিক করতে পারল না। সে যেন ভূত দেখছে। তোতলাতে শুরু করেছে। তিনুকাকা তেড়ে এলেন, "মারব এক থাপ্পড়। তুমি গুপ্তধনের লোভে ফেলে পিসির বাড়ি সাফ করে দিলে। হারানকে ধরেছ। তার দোকান গায়েব। মারব এক থাপ্পড়।"

বশির বলল, "তিনুকর্তা আপনে!"

"দাঁড়া তোর তিনুকর্তা বের করছি, বল, হারানের সব গজব করে নৌকায় কুকুর তুলে দিলি কেন!"

"কুকুরটা না হইলে জলে ডুইবা মরত।"

"জলে ডুবে মরত!"

"হা কর্তা। কুকুরটা তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল। জল সাঁতরে পালাচ্ছিল। কুকুর তো জানে না এক ক্রোশের মধ্যে ডাঙা জমিন নাই। আমি-অ পালাচ্ছিলাম—জল সাঁতরে। কুকুরটাকে দেইখা মায়া হইল, পালমশাইরে কইলাম, নিয়া যান, দোকান গায়েব, পাপে তাপে হয়। কুকুরটাকে ডাঙায় তুইলা দেন। আল্লার দোয়া পাইবেন। আল্লা দোয়া করলে গুপ্তধনও পাইয়া যাইবেন। গুপ্তধন নিয়া ফেরে পড়ছি। কার কাছে যামু, গেলেই চোর বলে ধোলাই খামু। হাড়গোড় তো আস্ত নাই।"

সহসা তিনুকাকা আরও খেপে গেলেন।

"ধাপ্পা মারার জায়গা পাস না! চল, আজ তোর গুপ্তধন বের করাচ্ছি। তুই আমার ভাইপোদের ধাপ্পা দিয়ে এতবড় সর্বনাশ করালি!"

বশির কান ছুঁয়ে বলল, "মিছা কথা!"

"মিছা কথা! চল পঞ্চার কাছে ধইরা নিয়া যামু! তুই কি রে! কষ্ট হয় না!" রানির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "হারানের একটামাত্র মেয়ে, গুপ্তধনের লোভে ফেলে সত্যি তুই মাথা খারাপ করে দিতে পারিস! হারান পাগল হয়ে গেলে মেয়েটার কী হবে ভাবলি না! তুই এত বড় অমানুষ! লণ্ঠন দুলিয়ে হারানকে সঙ্কেত পাঠাস, আর সে তার ঘরের সব

BanglaBook.org

উজাড় করে দিয়ে যায়। মাথা খারাপ হতে কতদিন লাগে! তোর গুপ্তধন এবার বের করাচ্ছি।"

আমরা পড়েছি মহাফাঁপরে। তিনুকাকাকে বলেই ভুল করেছি। যদি বলে দেয়, বশিরই ভাইপোগুলিকে গুপ্তধনের লোভে ফেলে চুরি করেছে, তা হলে আমরাও গেছি, বশিরও গ্যাছে।

বড়দা বলল, "তিনুকাকা, বশির মিছা কথা বলে না। আমি বলছি, জোঁকের উৎপাতে না পড়লে, শ্বেতগোখরো ঠিক আসত। আমাদের গণ্ডগোলে পালাইছে। ওকে দোষ দিয়ে কী লাভ!"

"চুপ কর শয়তান, নির্বোধ। ছাগল-পাগল কি আর সাধে বলে শশাঙ্ক-মাস্টার। গুপ্তধন আছে তো ব্যাটার অভাব ঘোচে না কেন বুঝিস না! খেতে পায় না কেন বুঝিস না!"

বড়দাও তেরিয়া হয়ে উঠল, "বশির কী করবে! ওকে সবাই তাড়া করলে সে কী করবে। বিশ্বাস করে কাজ-কাম না দিলে খাবে কি!"

আমরা খুশি। যাক বড়দার মাথা আছে। সত্যি তো গাঁয়েই তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

তিনুকাকা আরও খেপে গেলেন। বললেন, "চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। তোরা কী রে! যার এত গুপ্তধন, তার পেতলের ডেগ মাথায় নিয়ে ঘোরার দরকারটা কী বল! এই বশির চল তোর গুপ্তধন কোথায় দেখাবি। নয় তোকে জেল-হাজতে পুরে দেব। শশাঙ্ক-মাস্টারের মামা রূপগঞ্জ থানার দারোগা। তুই তার লোটা-কম্বল পর্যন্ত হাপিস করে দিয়েছিলি। তুই পারস না, হেন কাজ নেই। চল, দেখা, কোথায় তোর গুপ্তধন!"

বশির বলল, "আমি তো মিছা কথা কই না। চলেন।"

বশির, হারানকাকা, আমরা সবাই যাচ্ছি। ঘন বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে বশির আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। সাপখোপের ভয় বশিরের না থাকতে পারে, আমাদের আছে। আমরা আর যেতে সাহস পাচ্ছি না। বশিরকে বললাম, আজ থাক বশির। আমরা দিনের বেলায় দেখে যাব। ইস কী কাঁটাগাছ! বড়দার পায়ে কাঁটা ফুটে গেল। ল্যাংচাচ্ছে।

বশির বলল, "ঠিক আছে, দিনের বেলা নিয়া যামু। দেখি

BanglaBook.org

পা-খানা।" সে কাঁটা টেনে বের করে ক্ষতস্থানে পাতা কচলে দিতেই আরাম। বশির বলল, "কর্তা লাগছে ?"

বড়দা বলল, "না।"

তিনুকাকা বললেন, "বশির ধান্দাবাজি কমা। কাল দেখাবি। কাল তুই আবার গা ঢাকা দিতে চাস। চল শয়তান, তোর আজ গুপ্তধনের খ্যাতা পুড়িয়ে ছাড়ব।"

বশির লণ্ঠন তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বড়দাকে বলছে, "উমাকর্তা কী বলেন !"

তিনুকাকা টর্চ মেরে বললেন, "উমাশঙ্কর কী বলবে। হ্যাঁ, তুই উমাকে বোকা পেয়ে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিস !"

তবু বশিরের জেদ। সে বলল, "পুলিশের জুজু দেখাইবেন না কইতাছি। সর্পাঘাতে মারা পড়বেন। আমি আল্লার বান্দা। কাউরে ডরাই না। কর্তাগ বান্দা। অভাবে আমারে চাল-ডাল দেয়। আর কারও বান্দা না। চোখ রাঙাইবেন না।"

বড়দা বলল, "বশির রাগ কর না। কাকার মাথা গরম আছে তো জানই। দেখিয়েই দাও। গুপ্তধন যখন হাতের কাছেই, তখন সবাই দেখুক তোমার ক্ষমতা। তোমার অপবাদ শুনতে আর আমাদের ভাল্লাগে না।"

বশির বলল, "খাড়ন।" বলে সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একা ঢুকতে চাইলে তিনুকাকা খপ করে হাত ধরে ফেললেন। "ব্যাটা পালাতে চাস। তোর ফন্দি জানি না।"

বড়দা কেমন বড়মানুষের মতো বলল, "না পালাবে না। ওকে বিশ্বাস করতে দোষ কী ! দেখুন না ছেড়ে দিয়ে।"

আর তারপর যা ঘটল, না তার বিবরণ দেওয়ার আমাদের সাধ্য নেই। বশির তিনটে মাটির হাঁড়ি এনে হাজির করল। মালসায় ঢাকা। তুলতেই চোখ আমাদের ঝলসে উঠল। করেছে কী ? সত্যি তো—জড়োয়ার সব গয়না হাঁড়ি ভর্তি !

বশির আমাদের পায়ের কাছে হাঁড়ি তিনটা রেখে বলল, "আমি মিছা কথা কই না। বড় আতান্তরে আছি। পালমশাই কথা দিছিল, তারে

BanglaBook.org

দিলে আমার আণ্ডাবাচ্চারা বড় না হওয়া পর্যন্ত পেট ভইরা খাইতে পাইব। আমিও আর কিছু চাই না। বড়ই হ্যাপা। এক-দু'খান যার কাছে নিয়া গেছি, চোর বইলা ঠাঙাইছে। ছালাও যায় ধানও যায়। কন আমার দোষ কী !"

আমরা সবাই স্তব্ধ। নিশুতি রাত। জোনাকিরা উড়ছে। শেয়াল ডাকল। পাখিরা কলরব করে বেড়াল। রাতের আকাশে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়েও নক্ষত্র সব উঁকিঝুঁকি মারছে।

বশির ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বলছে, "এগুলি নিয়ে যান, আমার আণ্ডাবাচ্চাগুলিরে দেইখেন। চোরের জীবন আর ভাল লাগে না। কথা দিলে আমি ফকির-দরবেশ হইয়া চইলা যামু। আর ফিরমু না।"

আমরা তাকে কোনও কথা দিতে পারিনি। যা হয়ে থাকে, থানা-পুলিশ, এবং চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার—বড়দার খ্যাতি। শশাঙ্ক-মাস্টার বললেন, "পাগল-ছাগলের দেশেই এটা সম্ভব।"

পরে বশিরের আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। সে কোথায় যে সত্যি নিখোঁজ হয়ে গেল ! বশির না কি শীতলক্ষ্যার পার ধরে হেঁটে চলে গেছে। নদী পার হয়ে চলে গেছে। সঙ্গে একটা কুকুর। কুকুরটা আগে, বশির পেছনে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হিরের চেয়েও দামি

সকালবেলায় সূর্য ওঠার মুখে ছকু টের পেল, তার নড়া-দাঁত খসে পড়েছে। সে তড়াক করে উঠে বসল। হাতে দুধে-দাঁতটা নিয়ে দেখল। এর আগেও তার নড়া-দাঁত খসে পড়েছে। দাঁতটা খসে পড়লেই ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে হয়। দাদা আর সে দিনমান গর্ত খোঁজে। ইঁদুরের গর্ত ধানখেতে গেলে পাওয়া যায়। বাড়িতেও যে থাকে না তা না। কিন্তু ঘরের পাকা-ভিটে বলে তাদের বাড়িতে ইঁদুর গর্ত খুঁড়তে পারে না। দুই ভাই মিলে তখন খোঁজাখুঁজি, "এই দাদা রে, গর্ত !"

"কোথায় !"

"ওই দ্যাখ।"

"ওটা কাঁকড়ার গর্ত। খালপাড়ে গর্ত থাকে বুঝলি ! ঝুরঝুরে মাটি না, বেশ জিলিপির প্যাঁচ গর্তের চারপাশে। কাদা-কাদা। কাঁকড়ার গর্ত এ-রকমেরই হয়।"

মুকু কতবার বঁড়শি নাচিয়ে গর্তের ভেতর থেকে কাঁকড়া তুলেছে। গর্তের একটু নীচেই জল, জলে বঁড়শি ডুবিয়ে নাচালেই বোকা কাঁকড়া ঠ্যাং বাড়িয়ে চিমটি কাটে। আর তখনই বিরাশি সিক্কা টান। বোকা কাঁকড়া ছিটকে পড়ে ঘাসে। আর হাঁটতে থাকে। দু'ভাই পিছু-পিছু দৌড়য়। কথা বলে, নেড়েচেড়ে দ্যাখে।

এই এক খেলা আছে তাদের।

কাঁকড়া যায়। তারাও যায়। হাত দিতে গেলেই মুকু চিৎকার করে ওঠে, "ইশ্, মরবি। চিমটি কাটবে !"

মুকু সুনিপুণভাবে কাঁকড়ার পিঠ চেপে ধরে। তারপর দু'ভাই পাশাপাশি বসে দুটো ঠ্যাং ভেঙে কচুপাতায় তুলে নেয়। বেশ মজা এই করে, চার-পাঁচটা কাঁকড়া হলে মা খুব খুশি। পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে

BanglaBook.org

চচ্চড়ি। বড় সুস্বাদু খেতে।

কাজেই ছকু জানে, শীতের দিনে ইঁদুরের গর্ত খুঁজে বের করা খুব কঠিন না। ধানের জমিতে নেমে গেলেই পেয়ে যাবে। ধান কাটা হয়ে গেছে। ন্যাড়া মাঠ। শীতের সকালে হাত ঠাণ্ডা, কান ঠাণ্ডা। একটাই ঘর। বাবা মেঝেতে শোয়।

সকালবেলায় বাবার বালিশে কাঁথা সরিয়ে ছকু নেমে গেল। নামার আগে ডাকল, "দাদা রে।"

দাদা রে ডাকলেই মুকু টের পায়, কোনও মজার খবর আছে। মজার খবর থাকলে সেও শুয়ে থাকতে পারে না। তা যতই শীত থাকুক, হাত-পা টাল হয়ে থাক, তার তখন কাঁথার ভিতর থাকতে ইচ্ছে হয় না।

কাঁথা সরিয়ে মুখ বার করে বলল মুকু, "কী রে ডাকছিস কেন?"

ছকু বলল, "দাঁত নড়েছে, দাঁত পড়েছে।"

"কোন্ দাঁতটা?"

তা অবশ্য দু-তিনটে দাঁতই নড়ছিল। সামনের দুটো দাঁত আগেই পড়েছে। ইঁদুরের দাঁতের মতো দুটো দাঁত মাড়ির নীচে উঁকি দিচ্ছে। এটা সামনের তৃতীয় দাঁত। আরও ফোকলা হয়ে গেল মুখ। ছকু জিভ ঠেলে দাঁত বের করে দেখাল। কিন্তু ঘরের ছোট জানালা, ওতে শীতের অন্ধকার ঠাণ্ডা হয়ে আছে, আবছা মতো। মুকু স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না, বুঝতে পারল না, মুখে ছকুর কী আছে! "দাদাকে বোকা বানাতে চাস! দ্যাখ বলেই তড়াক করে নেমে গেলি!"

একটা দাঁত খসে পড়লে কত মজা শুরু হয়, এদেরকে না দেখলে বোঝা যায় না। ছকু নানা কারণে দাদার প্রিয়। ছকুর খুব বুদ্ধি। ছকু দু'হাতে কী গোপন করার চেষ্টা করছে। সে বুঝতে পারছিল দাদাটা একটা হাঁদা, কিছু বোঝে না। জিভ ঠেলে দাঁতের ফাঁকে বারবার বের করেও বোঝাতে পারছে না, তার আর একটা দাঁত খসে পড়েছে। দাদা তার দাঁত পড়েছে বিশ্বাস করছে না।

মা বলেছেন, দাঁত পড়লে বুদ্ধি বাড়ে।

আর একটা দাঁত পড়েছে, মানে তার আরও এক ছটাক বুদ্ধি বেড়েছে। সেরখানেক বুদ্ধি হলে ছোটরা বড় হয়ে যায়। দাদার সব দাঁত

BanglaBook.org

কবেই পড়ে গেছে, তবে তার দাদাটা এত হাঁদা কেন !

সে বলল, "দ্যাখ।"

দু'জনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বাবা গোরু বের করছে গোয়াল থেকে। মা খালপাড়ে বাসন নিয়ে গেছে। বড় সড়কে গোরুর গাড়ি যায় সারি-সারি। শীতের পাখি মাঠের মধ্যে রোদে এসে বসতে শুরু করেছে। মাঠে কুয়াশা, বিন্দু-বিন্দু ঘামের মতো ঘাসের ডগায় বিজবিজ করছে শিশির। ছকু এখনও হাত খুলে দেখাচ্ছে না। দাদাটা এত বেশি বোকা, না দেখালে পিছু নেবে, তাড়া করবে। করুক না ! দাদাকে ঠকাতে পারলে তার যে কী আনন্দ।

দাদা ভাবছে, দু'হাতের তালুতে আলতো চাপে ঢাকা আছে হয় পাখি কিংবা ইঁদুরছানা। একবার একসঙ্গে সাতটা ইঁদুরছানা সে হাতের মুঠোয় তুলে এনেছিল, বাচ্চাগুলোর রং ঠিক বোনের গায়ের রঙের মতো। চোখ ফোটেনি। কেবল সামান্য নড়েচড়ে। কখনও সে টিকটিকির ডিম, কিংবা টুনটুনি পাখির ডিম খুঁজে বের করে। সেই জানে, টুনটুনি পাখিরা কোথায় ডিম পাড়ে। এইসব অদ্ভুত রহস্য তাকে টানে।

আজ তার হাতে না পাখির ডিম, না ইঁদুরছানা—আছে কেবল একটি দাঁত, কী উজ্জ্বল আর সাদা। দাঁতটা এতদিন তার ছিল। আজ থেকে দাঁতটা ইঁদুরের হয়ে যাবে ! ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিলে, তার দাঁত ইঁদুরের মতো সুন্দর হবে।

ইঁদুরের দাঁত দেখতে কি খুব সুন্দর !

সে বড় হতে-হতে প্রকৃতির আশ্চর্য সব রহস্য টের পায়। সে অবশ্য ইঁদুরের দাঁত দেখতে কেমন, জানে না। এবারে তার কাজ হবে, ইঁদুর দেখলেই মারা। কিন্তু দাদাটা কেন যে চিল্লামিল্লি শুরু করে দেয়। সে কাউকে কষ্ট দিলেই বলবে, "দেখিস, পাপ হবে তোর।"

একবার ফড়িংয়ের লেজে সুতো বেঁধে দিয়েছিল। দাদা দেখেই আর্তনাদ, "ও মা, দ্যাখ, ছকু না একটা ফড়িংয়ের লেজে সুতো বেধে উড়িয়ে দিল।" দু'জনে তখন মারামারি। একজন চায় সুতো লেজে বেঁধে ফড়িং আকাশে ওড়াতে, অন্যজন চায় ফড়িং ইচ্ছেমতো উড়ে যাক। ফড়িংয়ের কষ্ট তার সহ্য হয় না। সে ছুটে বেড়ায়, আর ফড়িং

BanglaBook.org

তো, কতক্ষণ আর উড়তে পারে, মুকু ছুটে গিয়ে ধরে ফেলবে, কিন্তু ছকু ধরতে দেবে না, তারা তখন রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু করে দেয়। মুকু রাম হয়ে যায়, ছকু রাবণ। মুকু মুখ বুঝে মার হজম করে, ছকু দাঁত খিঁচিয়ে দাদার চুল খামচে ধরে।

মুকু ফড়িংয়ের লেজ থেকে সুতো খুলে নিতে গেলে লেজটাই কেটে যায়। তার তখন কী আফসোস।

"তুই মেরে ফেললি ! ছকু, তোর কী হয় দেখিস।"

"আমি না তুই ! সুতো খুলতে গিয়ে তো লেজ কাটল !"

"ফড়িংটা উড়তে পারবে না। পিঁপড়েতে খেয়ে ফেলবে।" মুকুর ভেতরটা কেমন নড়েচড়ে ওঠে।

মুকু গুম মেরে থাকে। তার বাবা বড় গরিব। শীতের চাদর কিনে দিতে পারেনি। সোয়েটার নেই। একটা ছেঁড়া হাফশার্ট গায়। ছকুর নাকে সর্দি। সেও শীতে বড় কষ্ট পায়। ছোট বোনটা মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়। বোনটা কাঁদবে বলে মা মেঝেতে মুড়ি ছিটিয়ে রাখেন। সারাক্ষণ মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বোনটা একটা একটা করে মুড়ি তুলে খায়। মুকুর তখন এত কষ্ট হয় যে, চোখে জল চলে আসে।

"কত পাপে না এসব হয়। ছকু, তুই বুঝিস না !" আর তার তখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা শুরু হয়, "ভগমান, ছুকুর সুমতি দাও। আমরা গরিব। আমাদের পেট ভরে খেতে দাও। গোরুটার বাঁটে দুধ দাও। তুমি তো ভগমান ইচ্ছে করলে সব পার। একবার সে একটা মৃত ফড়িংয়ের পাশে দাঁড়িয়েও হাত-জোড় করে নমো করেছিল। "আমার ভাইটার দোষ নিও না। ও কারও কষ্ট বোঝে না।"

গনাদাদা সাইকেলে বাজার থেকে ফিরছে। সে বিড়বিড় করে বকছিল বলে, গনাদাদার সে কী হাসি !

"হ্যাঁ রে, তুই কার সঙ্গে কথা বলিস ? হ্যাঁ রে, তুই হাত-জোড় করে আছিস কেন ! ও নেপালদা, তোমার পুত্রের কাণ্ড দ্যাখো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত-জোড় করে আছে।"

মুকু কেমন লজ্জা পায়। কিছু বলতে পারে না। ছুটে পালায়। বাবার এক কথা, "মুকু, আবার তুই একা-একা কথা কইছিস ! লোকে কী

BanglaBook.org

ভাববে রে। তুই কার সঙ্গে কথা বলিস ?" তারপরই নেপাল দাসের আফসোস, "নজর লেগেছে বুঝলে।"

আবার ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। কোত্থেকে ধরে এনেছিল, কাঁদু ভাগুইকে। কালো লম্বা মানুষ। শরীরে মাংস নেই, হাড় ক'খানা সম্বল, তালি-মারা লুঙ্গি পরনে। সাদা দাড়ি-গোঁফ। চুল সাদা, বাবরি চুল। কথা বলতে গেলে মাথা কাঁপে। আঙুলগুলি নড়ে না। কেমন পুতনা রাক্ষসীর মতো আঙুলগুলি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তার গলার কাছে চলে আসে।

গলা টিপে ধরে যদি। এক লাফ। তাকে কেউ নাগাল পায় না। সে দৌড়য় আর দৌড়য়। মানুষজন খালপাড়ে দাঁড়িয়ে ডাকে, "অরে, তুই কোথায় যাচ্ছিস।" ছকুর সঙ্গে তখন ছুটতে থাকে। দাদার উপর কার নজর পড়েছে, কে জানে ! ছকু দু'লাফে গিয়ে দাদাকে ধরে ফেলে।

॥ দুই ॥

"এই দেখি না। দেখাবি না ?" মুকু পেছন থেকে উঁকি দিয়ে বলে।

ছকুর মুখ কেমন হালকা লাগছে। দাঁত পড়ে গেলে এটা তার হয়। সে হাত দিয়ে দাঁত দ্যাখে, নতুন দাঁত উঠছে কি না দ্যাখে। দুধে দাঁত পড়ে যাচ্ছে। সে কিছু দূর গিয়ে হাতের মুঠো খুলে বলল, "এই দ্যাখ।"

যেন কত বড় খবর ছকুর কাছে। একটা দাঁত পড়ে যাওয়া মানে আরও এক ছটাক বুদ্ধি। দাঁতটার উপর তার মায়া হয়। নিজের দাঁত, দাঁত দিয়ে সে আখ চিবিয়ে খেয়েছে। গণেশের বাবা আখের খেত করে, গুড় জ্বাল দেয়। সে আখও খায়, গুড়ও খায়। দাঁতটা আখও খেয়েছে, গুড়ও খেয়েছে। এমন একটা দাঁতের জন্য কার না মায়া হয়। তবু এটা ফেলে দিতে হবে। আসলে সে ফেলে দেয় না। ফেলে দেবার ভান আগে করে। একবার সে তার দাঁত লুকিয়ে রেখেছিল, ফেলে দেয়নি। একটা কৌটোয় দাঁতটা রেখে দিয়েছিল গোপনে। কৌটোটা খালি ছিল, জরদার কৌটো। সুন্দর গন্ধ। বাবার দোকান থেকে সে জরদার কৌটো চুরি করে এনেছিল। সেই কৌটো হারিয়ে গেল। একদিন সারা সকাল

BanglaBook.org

ঘরের জিনিসপত্র হাটকেও পেল না। মা ঘরের সব এলোমেলো অবস্থা দেখে দুমদাম মেরেছিলেন পিঠে।

সে পিঠ বাঁকিয়ে দৌড়েছিল। মা তার কেবল মারেন। দাদাকে বলেছিল, "জানিস দাদা, কৌটো পাচ্ছি না।"

"কিসের কৌটো ?"

সেটা ছিল তার প্রথম দুধে-দাঁত। দুধে-দাঁত পড়া নিয়ে কী ভাবনা ! মা উঠোনে বসে খড়কুটোতে রান্না করছিলেন। সে মা'র কাছে গিয়ে বলেছিল, "কী হবে মা ?"

"কী হয়েছে ?"

নিজের ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন খুব বড় খবর নিশ্চয়। না হলে হাঁটু গেড়ে বসে ফিসফিস করে কানে-কানে কথা বলে না। কানে-কানে কথা, খুব গোপনে, তারপর দাঁত পড়েছে শুনেই মা বলেছিলেন, "কোন্ দাঁতটা পড়ল দেখি।"

সে হাঁ করে মা'র সামনে মুখ নিয়ে দেখাল।

মা বলেছিলেন, "সে কী রে, তুই বড় হয়ে গেলি। ফেলে দে। ইঁদুরের গর্তে ফেলে দে।"

"ইঁদুরের গর্তে কেন মা ?"

"ইঁদুরের মতো সুন্দর দাঁত হবে তোর।"

"কিন্তু ছকুর যে কী হয়। দাঁতটার কথা বলেই ভুল করেছে। তার এমন সুন্দর দাঁতটা ফেলে দিতে মন চায়নি। সে জরদার কৌটো চুরি করে তাতে রেখে দিয়েছিল। কৌটোটা হারিয়ে গেলে মন খারাপ। দু'দিন মুখ ব্যাজার করে ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিছু হারিয়ে গেলে মন তার এমনিতেই খারাপ হয়। তারপর নিজের শরীর শরীরই তো, আলগা হয়ে গেলেই কি পর হয়ে যায়।

সে দু'দিন কাউকে কিছু বলেনি। কিন্তু মনে দ্বন্দ দেখা দিয়েছিল। মা'র কথা সে শোনেনি। কিসে কী হয় সে এখনও তো জানে না। পুব দিকে সূর্য ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। উত্তর দক্ষিণ, ঈশান নৈঋত কত দিক আছে। মা তাকে শিখিয়েছেন। উর্ধ্ব অধঃ শিখিয়েছেন। সে বই পড়ে জল পড়ে পাতা নড়ে শিখেছে। কত সুন্দর কথা। জল পড়ে

BanglaBook.org

পাতা নড়ে। কেউ যেন এমন সুন্দর কথার খবর জানে না।

কিন্তু জরদার কৌটো না পেয়ে কতদিন আর চুপচাপ থাকা যায়।

মা সাঁঝবেলায় লম্ফ জ্বালছেন। ঘরের অন্ধকার মুহূর্তে সরে গেল। মা'র মুখ দেখল ভারী মিষ্টি। সে বুঝেছিল, এই সময়, মাকে জিজ্ঞেস করতে হয় দাঁত ইঁদুরের গর্তে ফেললে সুন্দর দাঁত হয়। না ফেললে কী হয়? কারণ তার এমন সুন্দর জরদার কৌটো কে যে চুরি করল! দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় লুকিয়ে রেখে দিলে মুক্তো হয়। ছবিদাদা বলেছে। দাঁতটা জরদার কৌটোয় রেখে দিয়েছিল, শুধু মায়া আছে বলে নয়, যদি মুক্তো হয় তবে বাবাকে বিশ-বাইশটা মুক্তো উপহার দিতে পারবে।

কার কথা যে ঠিক!

তবে বাবা কি টের পেয়ে গেছিলেন, জরদার কৌটোয় মুক্তো আছে। বাবা কৌটো সরিয়ে ফেলেছেন। তারপরই মনে হয়েছিল, বাবা মুক্তো পেলে চুপচাপ থাকবেন কেন। মণিমুক্তো গুপ্তধনে থাকে। গুপ্তধন সবার সহ্য হয় না। বাবা খুব গরিব। গরিবের আরও সহ্য হয় না। গরিবেরা গুপ্তধন পেলে পাগল হয়ে যায়। বাবার তো তবে পাগল হয়ে যাবার কথা। কই, বাবা তো পাগল হননি।

পাগলেরা গাছতলায় বসে থাকে।

পাগলেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে।

পাগলেরা দাঁত মাজে না, স্নান করে না, চুল আঁচড়ায় না, আয়নায় মুখ দ্যাখে না।

বাবার মধ্যে তেমন কোনও লক্ষণই ফুটে উঠছে না। সুতরাং বাবা নিতে পারেন না।

তবে কে নেবেন?

মা!

মা'র তো কোনও লক্ষণ নেই।

দাদা?

দাদা এই তো তার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। সে হাতের মুঠোয় কী লুকিয়ে রেখেছে জানার জন্য সে ইচ্ছা করলে দাদাকে বড় সড়কেও নিয়ে যেতে

BanglaBook.org

পারে।

এখন সে যেখানে যাবে, দাদা তার সঙ্গে-সঙ্গে যাবে।

সে সহজে দেখাচ্ছে না।

দেখাবে, ইঁদুরের গর্তও খুঁজবে, কিন্তু ফেলবে না। ইঁদুরের গর্তের মুখে দাঁতটা ফেলে দিয়েছে এমন একটা অভিনয় করবে শুধু।

আসলে সে আরও গোপন জায়গায় রেখে দেবে।

একটা দাঁত চুরি গেছে যাক, কিন্তু বাকি দাঁতগুলি যখনই পড়ছে, সে চুরি করে আবার একটা জরদার কৌটোয় রেখে দিচ্ছে। ঘরে আর রাখেনি। তার সেই প্রিয় গাছটার খোঁদলে তুলে রেখেছে। সে সেখানে দৌড়ে যায়।

বুড়ো শিমুল গাছটার নীচে একা গেলে গা ছমছম করে। দাদা কখনও গাছটার নীচে দিয়ে যায় না। নবমী বুড়ির জঙ্গলে পরিত্যক্ত ইটের ভাঁটায় গাছটা নিজের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাতা ঝরছে। পাখিরা উড়ে আসছে কোন সুদূরের মাঠ পার হয়ে। যেতে-যেতে সে কখনও মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। পাখিরা উড়ে এসে বসলে, তার ভারী আনন্দ হয়। নীল আকাশ, মাঠ পার হলে বড় সড়ক, তারপর অবিরত কোথাও নিরুদ্দেশে চলে গেছে সব ধানের জমি।

তার গোপন কাজকর্মের তো শেষ নেই।

যেমন সকাল হলেই খিদে পায়। খিদে পেলেই কে দেয়। সকালে মেঝেতে মা বাটিতে মুড়ি দেন, তবে তাকে না, বোনকে। বোন একটা-দুটো খায়, কিছু ছড়ায়, সারা মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁটে-খুঁটে মুড়ি খায়। সে একবার চুরি করে বোনের সব মুড়ি বাটি থেকে তুলে গোপনে খেয়ে একেবারে চুপচাপ ছিল। বোন তো কথা বলতে পারে না। তার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আবার হামাগুড়ি দিতে থাকলে সে দৌড়। ভ্যাঁক করে কাঁদল বলে। কাঁদলেই মা ছুটে আসবেন।

ছুটে এসে দেখবেন, বাটিতে মুড়ি নেই।

"কে খেল!"

খেয়েছে ছকু। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করবে না।

BanglaBook.org

"না মা, আমি খাইনি।"

ছকু হাঁ করে মুখ দেখাবে।

'দ্যাখ না দ্যাখ।' মুড়ি খেলে দাঁতের ফাঁকে জিভে যেখানেই হোক কিছু না কিছু থাকবে। সে এত পরিপাটি করে খায় যে, ধরা মুশকিল। খেয়ে টিউকল থেকে জল খায়। শুধু মুড়ি কেন, মুড়ির গন্ধও থাকে না মুখে। মা যে কত জানেন! মা মুখের গন্ধ শুঁকে পর্যন্ত টের পান সে মুড়ি খেয়েছে না খায়নি।

যেমন সে গোপনে জ্যাঠার বাগান থেকে, তাল আনারস, কাঁঠাল চুরি করে আনে। বাড়িটার পেছনে জ্যাঠার ফলের বাগান। বাগানে ঢুকলেই হাঁক, "কে রে? বাগানে কে?"

সে ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। টের পায় না কেউ ছকু বাগানে পাকা আম পড়ে আছে কি না, খুঁজে দেখছে। সে কতবার যে পাকা আম পেলেই ছুট। বন জঙ্গলের মধ্যে ছকু এত ছুটতে পারে ধরাই মুশকিল। পলকে দেখা যায়, পলকে হারিয়ে যায়।

সব গোপন কাজের মতো দাঁতগুলিও সে লুকিয়ে রেখে দিচ্ছে কৌটোয়।

"ওরে ছকু, মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?"

"জানো ছবিদা, আমার দাঁত পড়েছে। খুঁজছি। পাচ্ছি না।"

"কী খুঁজছিস?"

"গর্ত।"

ছবিদা সড়কে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নেপালদার দুই ছেলে দুপুরবেলায় সড়ক পার হয়ে মাঠে নেমে গেছে দেখেই সে হেঁকেছিল, "অ্যাই, তোরা এখানে কী করছিস?"

গাঁয়ের বাইরে, সড়ক পার হয়ে গেলে ভয়। ইদানীং এ-অঞ্চলে ছেলে-ধরার উৎপাত বেড়েছে। বর্ডার পার করে দিলেই নিখোঁজ। উপেন করের ছেলে নিখোঁজ। কোথায় যাবে। কত কথা ওড়াউড়ি, পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে হাফ শার্ট নীল রঙের, সুচাঁদ বাড়ি থেকে বের হয়েছিল স্কুলে যাবে বলে। স্কুলেও যায়নি, বাড়িও ফিরে আসেনি। চারপাশের গাঁয়েগঞ্জে আতঙ্কের শেষ নেই। দক্ষিণের বিল থেকে

BanglaBook.org

পাখি-শিকারির দল এসেছিল, তাদেরই কাজ। মহাদেব সাহার পাটের আড়ত পার হয়ে বাঁধের উপর পাখি-শিকারিরা থাকত।

সবার সন্দেহ, ওদেরই কাজ।

সুচাঁদ নিখোঁজ। শিকারিরাও নিখোঁজ। সন্দেহ হতেই পারে, ছোটাছুটি, কিন্তু কেউ জানে না ঝুপড়ি ফেলে তারা কোথায় চলে গেল। থানা-পুলিশ কিছুই করতে বাকি নেই। কী যে হচ্ছে! কোথায় যায়, কে নিয়ে যায়, ধরা যায় না। ল্যাংড়া-বটুক পাটের ফড়ে, সে সাইকেলের ক্যারিয়ারে পাট নিয়ে ফিরছিল, কেবল সেই বলেছে, সুচাঁদকে সে একা বিলের মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছে।

এ ছাড়া আর কেউ দ্যাখেনি।

ওটা তো বর্ডারে যাবার রাস্তা। কেউ নেই সঙ্গে, সে একা যায় কী করে।

বটুকের কেন সন্দেহ হয়নি। গাঁয়ের লোকদের নানা সংশয়।

সুচাঁদকে কেন বলেনি কোথায় যাচ্ছিস?

বটুক বলেছে, বলল মামাবাড়ি যাচ্ছি। তা যেতেই পারে। মামাবাড়ি বর্ডারের কাছে। যেতেই পারে, সেখানকার মানুষজনের চালচলন কেমনধারা যেন! বটুক বর্ডারে একবার পাট কিনতে গিয়ে বিপাকে পড়ে গেছিল। পাট তো তার কেড়ে রাখলই, আবার বেদম প্রহারও সঙ্গে। পুলিশ-দারোগাকে নালিশ জানালে উলটো ফল। "দে ওটাকে চালান করে। ব্যাটা গোরু-চোর।" সে কোনওরকমে নিজের জান নিয়ে ফিরে এসেছিল।

বটুক আর যায়নি ওদিকে। জনবসতি কম। ঘরবাড়ি কম। দু'পাশে অনেক দূর কিছু দেখা যায় না। কে এদেশী, আর কে বাংলাদেশী বোঝা যায় না! চেহারায় চালচলনে মালুমই হয় না, দুই দেশের লোক এ-অঞ্চলটায় ওত পেতে বসে থাকে। বর্ডারে যাবার রাস্তাটার দু'পাশেই ঘরবাড়ি আছে কিছু দূর পর্যন্ত। তারপর মাঠ। মাঠে একটা শ্যাওড়া গাছ, তার পাশে বাঁশের বাতা কেটে বেঞ্চি। সেই কবে থেকে নধর ওঝা সেখানে চায়ের দোকান করেছে। কারা এখানে চা খায় সে বোঝে না।

সে তো সাইকেলে চক্কর মারতে-মারতে দোকানের বেঞ্চিতে গিয়ে

BanglaBook.org

বসে ছিল। চুল-দাড়ি সাদা, কোঁকড়ানো চুল বেঢপ চেহারার মানুষ ফকির ওঝাকে দেখলে নিরীহ গোবেচারা মানুষ ছাড়া কিছু মনে হয় না। কেবল কথা বললে হাসে। কিছু বলে না। সে চা খেয়ে পয়সা দিলে নধর এ-পিঠ ও-পিঠ দেখে পয়সা হাতে নিয়েছিল। মাচানের দু'পাশে দুটো হাঁড়ি।

সে বুঝতেই পারেনি নধর কেন পয়সার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখে নেয়। কোন দেশের ছাপ, বাংলাদেশের না এ-দেশের তাই বোধহয় দ্যাখে। দু'হাঁড়িতে খুচরো পয়সা রাখে। চোরাই মাল বর্ডার পার হয়ে এলে সে সিকিটা আধুলিটা পেয়ে থাকে। নানা ধন্দ দেখা দিতেই বটুক বলেছিল, "তোমার নাম নধর না ?"

সে ঘাড় বাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

"হাঁড়িতে কী আছে ?"

দুটো হাঁড়ি তুলে এনে দেখিয়েছিল।

তারপর ফেরার সময় কোত্থেকে কারা এসে যমদূতের মতো ঘিরে ধরেছিল তাকে। পাট শস্তায় কিনবে বলে বেশি টাকা নিয়ে গিয়েছিল। পাট জমা করে একসঙ্গে নিয়ে যাবে। রিকশায় দশ ক্রোশ নিয়ে যেতে পারলে ভাল দাম। লোকগুলি তার টাকা-পয়সা-পাট সব কেড়ে রেখে দিল। তা টাকাগুলি তফিল থেকে না বের করলেই পারত। কেবল নধর জানত, সে অনেক টাকা নিয়ে পাটের সওদা করতে বের হয়েছে। কপাল, সে কেন যে দামটাম দিয়ে কত থাকল দেখতে গিয়ে আহাম্মকি করে ফেলেছিল।

সেই থেকে বটুক আর ওদিকে যায় না। দারোগাবাবু সেখানে কোনও নালিশ নেয় না। উলটে হুমকি দেয়, "অ্যাই গোরু-চোর, ভাল চাস তো ভাগ। না হলে সদরে চালান হয়ে যাবি।" সুচাঁদের মামার বাড়ির দেশটা এরকমের জানত।

সুচাঁদের সঙ্গে বটুক বেশি কথা বলতে সাহস পায়নি, "তা তুমি হলে ফড়ে, গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে পাট কেনো, বেশ করো—সুচাঁদ কোথায় যাচ্ছে, সে নিয়ে তোমার বাপু এত মাথাব্যথা কেন ?"

বটুককে জেরা করলে একই কথা।

BanglaBook.org

"আর কিছু বলোনি ?"

"না। আর কিছু বলে ফ্যাসাদে পড়ি," মুখ ফশকে বের হয়ে গেছিল, কিন্তু কে কার লোক, কোথায় কার নাড়া বাঁধা, সে জানে না। মামাবাড়ি যাচ্ছে, ব্যস। আর অন্য কথা না। একবার বেশি মাথা ঘামাতে গিয়ে তার লোটাও গেছে, কম্বলও গেছে। বর্ডারে কারচুপির শেষ নেই। যে-কোনও মানুষ, মাথায় কার কী দুষ্টু বুদ্ধি, বোঝে কার সাধ্য। কথাবার্তায় এত সরল সাদাসিধে নধর, সে-ই যখন এতটা, তখন তার বেশি কৌতূহল না থাকাই শ্রেয়।

সুচাঁদ সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানে না।

"কবে দেখেছ ?"

বটুক দিন-তারিখ গুলিয়ে ফেলেছিল। বলেছিল, "মনে করতে পারছি না।"

পুলিশের জেরা শেষ হয় না।

"পরনে কী ছিল ?" পুলিশের প্রশ্ন।

"পরনে ?" সে মাথা চুলকে মনে করার চেষ্টা করেছিল, আসলে বর্ডারে যাচ্ছে শুনেই তার বোধহয় বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল—বাঁই-বাঁই করে সাইকেল চালিয়ে ছুটে এসেছে। কাউকে বলেওনি, সুচাঁদকে বর্ডারের দিকে যেতে দেখেছে।

"কেউ সঙ্গে ছিল ?"

তা মাঠের মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল কত। কোথায় কে আছে জানবে কী করে ! থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। যেখানটায় দেখা হয়েছে, সেটা বন-জঙ্গল, পাশে ফাঁকা মাঠ, ধানের জমি, তরমুজের জমি। বন-জঙ্গলের মধ্যেই বোধহয় দেখা।

"কেউ থাকতেও পারে, আবার কেউ না-ও থাকতে পারে।"

দারোগাবাবু শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিল, "বটুক, তোমার মাথা খারাপ।"

"তা বাবু খারাপ। বর্ডারের লোকের পাল্লায় পড়েননি তো সার ?"

BanglaBook.org

॥ তিন ॥

এত সব যখন কাণ্ডকারখানা, তখন নেপালদার দুই ছেলেকে বিলের মাঠে দেখেই ছবি সাইকেল থেকে নেমে বলেছিল, "ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে এত দূরে ! বাড়ি যা। ইঁদুরের গর্ত দিয়ে কী হবে।"

মুকু দৌড়ে সড়কে উঠে যাচ্ছে। আসলে ছবিদাকে দেখলেই সাইকেলের পেছনে-পেছনে দৌড়য়। ছবিদা কখনও ক্যারিয়ারে বসিয়ে মিলের গেটে নিয়ে ছেড়ে দেয়। সাইকেলে ওঠার লোভে সে ছবিদার সঙ্গে মিলের গেট পর্যন্ত চলে যায়। এটা একটা মজা। তারপর সাইকেল থেকে নেমে রাজবাড়ির মাঠ পার হয়ে হোতার সাঁকো পার হয়ে বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ির রাস্তায় পড়ে। শেষে রেললাইন পার হলে কবরখানার মাঠ, কবরখানায় নবমী বুড়ির জঙ্গল—কী ঘন বন, আর প্রাচীন সব বৃক্ষ কতকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে পরিত্যক্ত ইটের ভাঁটায়। কোনও জনমনিষ্যি বড় একটা আসে না। কবর দিতে যারা আসে তারাও বেশিক্ষণ থাকে না। কাজ সেরে দ্রুত চলে যায়। এখানে-সেখানে মাজার, আঁকাবাঁকা অক্ষরে কী সব লেখা—লাল-নীল কাচের মধ্যে রোদ পড়লে চোখ ঝলসে যায়। ভাঙা পুরনো চটা-ওঠা মসজিদ। দিনরাত পলেস্তরা খসে পড়ছে। বালি ঝুরঝুর করে পড়ছে। বিশাল একটা এলাকা নিয়ে গভীর বন। মনে হয়, এখানেই তেনাদের সঠিক আস্তানা। সে বনটার ভিতরে ঢোকে না। কী জানি সেই বুড়িটার সঙ্গে যদি তার দেখা হয়ে যায়। গায়ে জামাকাপড় নেই। বুড়ি হলে দাঁত না থাকলে, চুল শণের মতো পিংলা দেখালে সে কিছুতেই ভাবতে পারে না মানুষ এরকমের হয়। কোনও অশরীরী হতে পারে—না হলে রাতে এই জঙ্গলে কেউ থাকে ! ডাইনি হতে পারে।

ছকু অন্যরকমের। সে সঙ্গে থাকলে বনের ভিতর দিয়ে সোজা সরু রাস্তা মাড়িয়ে যাবেই। শুকনো পাতা, পাখির ডিম, মরা ডাল পড়ে থাকে রাস্তায়। লোক চলাচল কম, এসব দেখলেই বোঝা যায়। গোরু-মোষ যারা চরাতে আসে, তারা এই রাস্তায় ঢুকে সহজেই জঙ্গলটা অতিক্রম করে যেতে পারে।

BanglaBook.org

ছকু সেদিন দূর থেকেই বলেছিল, "জানো, আমার না দুধে-দাঁত পড়েছে। মা বলেছে, ইঁদুরের গর্তে ফেলে দিলে আমার দাঁত খুব সুন্দর হবে। আমার এক ছটাক বুদ্ধি বাড়বে।"

"ধুস, তোর মা কিচ্ছু জানে না।"

"তুমি জানো আর মা জানে না ? জানো, আমি মুড়ি চুরি করে খেলে মা গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে।" তারপরই বায়না, "তুমি আমায় সাইকেল চড়তে দেবে ?"

"দিই, আর হাত-পা ভেঙে বসে থাক।"

"জানো, সাইকেলে আমি প্যাডেল মারতে পারি।"

"ওরেব্বাস, তাই নাকি। তুই এত জানিস," বলেই ডাকল, "শোন, কাছে আয়।"

মাঝে-মাঝে ছবিদাদা কাছে গেলেই বলবে, "কান ধরে ওঠ-বোস কর।"

"কেন কানে ধরব ?"

"ধর বলছি, পাজি হতভাগা, তুই খোঁটা থেকে গোরু ছেড়ে দিয়েছিস।"

ছকু তা দেয়। তার রাগ এরকমেরই। বাবা অভাবের তাড়নায় গোরুটা কিরণ মাঝিকে বিক্রি করে দিলেন। ইশ, তার রাগে হাত-পা কাঁপছে, কিন্তু কিছু করতে পারছিল না। কিরণ মাঝির লোক গোরুটার লেজ মুচড়ে নিয়ে গেল। যে-ক'দিন রাগটা ছিল, মাঝির ধানের জমিতে গোরু ছেড়ে দিয়েছে। কেউ নেই, চুপিচুপি মাঠের যেখানে যত গোরু চরতে দেওয়া হয়েছে, সব খোঁটার দড়ি আলগা করে দৌড়। ছবিদাদা একবার ধরে ফেললে, সে বলল, "তুমি জানো, কিরণ মাঝি আমাদের মলিকে নিয়ে চলে গেছে ?"

"মাঝির কী দোষ। তোর বাবা বিক্রি করল কেন ?"

"বা রে, আমার বাবা গরিব, জানো। বাবা ফাঁপরে পড়ে গোরু বিক্রি করেছে। এমনি-এমনি কেউ বিক্রি করে, বলো !"

তবু ছবি ওকে বলেছিল, "যা বলছি কর, নইলে তোর বাবার কাছে ধরে নিয়ে যাব। গাছে বেঁধে পেটালে ভাল লাগবে ! দশবার কানে ধরে

BanglaBook.org

ওঠ-বোস কর। বলব না। গোরু ছেড়ে দিয়ে লোকের শস্য নষ্ট করতে আছে ? কী রে, তুই কি পাগল !"

"তুমি বলবে না তো বাবাকে ?"

"বলছি তো, কতবার বলব।"

ছকু কান ধরে দশবার ওঠ-বোস করতেই দশটা পয়সা দিয়ে বলেছিল, "যা, অমূল্যর দোকান থেকে মুড়কি কিনে খা।"

দশটা পয়সা পাবার পর সে অবাক হয়ে গেছিল। দশটা পয়সায় মুড়কি কিনে একদৌড়ে বাড়ি। বোনের মুখে দুটো দিয়ে বলেছিল, "জানো, মা, ছবিদাদা আমাকে মুড়কি কিনে দিয়েছে।" পয়সা দিয়েছে, বললে মা রাগ করবেন, মুড়কি কিনে দিলে মা রাগ করেন না।

ছকু অর্থাৎ আমাদের দুরন্ত ছকাই সেই থেকে ছবিদাদাকে দেখলেই দৌড়ে যেত। দশবার ওঠ-বোস যদি আবার করতে বলে। কিন্তু কেন যে বলে না। একবার সে তাদের ছাগলের জন্য কাঁঠালপাতা পাড়ছিল। গাছে উঠে মটমট করে ডাল ভাঙছে, ছবিদাদা সাইকেলে আসছে, গাছটা ছবিদাদের, সে চুপচাপ পাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েছিল। রেগে গিয়ে হয়তো শুধু ওঠ-বোসই করাবে পয়সা দেবে না।

ছবিদাদা ঠিক টের পেয়ে গেছিল।

"ছকাই, আবার কাঁঠালের ডাল ভাঙছিস। সব ডাল ভেঙে নিয়ে গেলে গাছটা বাঁচবে ? নাম, নাম বলছি !" ছকাই একলাফে গাছ থেকে নেমে দৌড়। ছবিদাদা সাইকেলে উঠে ঠিক ধরে ফেলেছিল।

"দৌড়লি কেন ?"

"তুমি আমাকে মারবে।"

"মারব না, আদর করব। যা, ডালগুলি নিয়ে বাড়ি যা।"

ছবিদা'রা সবাই মিলে কাজ করে। মা বলেন ওদের কাঁচা পয়সা। বাবা কেন মিলে কাজ করেন না, বাবা মিলে কাজ করলে তাদেরও পয়সা হত। তার বড় আফসোস হয়। কষ্ট হয় ছোট বোনটার জন্য, স্কুলে গেলে পাঁউরুটি পায়। তাদের বাড়ির সীমানা পার হলেই কালীতলায় খড়ের ঘরে বানজেটিয়া প্রাথমিক স্কুল। দিদিমণিরা শহর থেকে বাসে করে পড়াতে আসে। হেড-সার আসেন সাইকেলে। সে স্কুলে যায়

BanglaBook.org

পাঁউরুটি পাবে বলে। তার আর কোনও আগ্রহ নেই।

কাজেই যে যেখানে যা দেয়, সে তাই হাত পেতে নেয়। ছেলে দুটোর বড় মায়াবী মুখ। ছবিদাই বলেছিল, "এত বড় চোখে তাকিয়ে থাকিস কেন ?"

বড় চোখে তাকিয়ে থাকলে কি মায়া বাড়ে ? কে জানে !

ছকাইয়ের অনেকদিন থেকে শখ এক ডজন মার্বেল-গুলি কিনবে। দাম এক টাকা। এক টাকা পাবে কোথায় ! বাবার জেবে সিকি-আধুলি থাকে—নিলেই ধরা পড়ে যায়। পাইকারি মার। কে নিয়েছে, ছকাই না মকাই দেখবেন না। যখন বাবা পেটান দু'জনকেই পেটান। তার কষ্ট হয় দাদাটার জন্য। দাদাটার কোনও দোষ নেই, তবু চুপচাপ মার খায়। দাদার জন্য গোপনে কেন যে এত চোখ ছলছল করে। পড়ার সময় অবশ্য বাবা কিছু বলেন না। বই কিনে দিতে না পারলে পড়ার কথা বলবেন কী করে ! বাবা তার তখন কেমন উদাস প্রকৃতির মানুষ। চুপচাপ, কোনও কথা বলেন না।

সেদিনই ছবিদাদা কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছিল, "তুই কী রে ? দুধে-দাঁত রেখে দিতে হয়। জরদার কৌটোয় রেখে দে। দেখবি মুক্তো হয়ে যাবে।"

দাদা তখন দৌড়েছে মুড়কি আনতে। জেব থেকে হাতড়ে ঠিক দশটা পয়সা তুলে নিয়েছে। দাদার বেলায় ছবিদা ওঠ-বোস করতে বলে না। তার দাদাটা নাকি খুব সরল, সরল না হাবাগোবা ! সে যাকগে, তার বিশ্বাস হয় না, কার কথা বিশ্বাস করবে, মা'র না ছবিদার। মা বলেছেন, এক ছটাক বুদ্ধি ; ছবিদাদা বলেছে, মুক্তো—সে বলেছিল, মুক্তো দিয়ে কী হয়। দেখতে কেমন সে তো জানে না। মুক্তো দ্যাখেনি। ছবিদাদা হাতের আংটি দেখিয়ে বলেছিল, "দেখলি। অনেক দাম। তোর দুধে-দাঁতে কম করেও বিশ-বাইশটা মুক্তো হয়ে যাবে। মুক্তো ধারণ করলে কী হয় জানিস ? গরিব আর গরিব থাকে না।"

তা ঠিক, মিলে ছবিদাদা জবারের কাজ করে কত টাকা পায়। ছুটির দিনে শহরে বায়োস্কোপ দ্যাখে। একবার ক্যারিয়ারে বসিয়ে তাদেরও নিয়ে গিয়েছিল কী একটা বই দেখাতে। দু'জনই কী মজার মানুষ।

BanglaBook.org

একজন গায়েন, আর-জন বায়েন। ওরা দু'জনেই হল্লা রাজার দেশে চলে গেল। কী মজা, না! দু' পায়ে দু'জন একপাটি করে জুতো পরল, হাতে হাতে তালি বাজাল, চোখ বুজল, আর ঠিক তখনই তারা হল্লা রাজার দেশে চলে গেল। হাঁড়ি-হাঁড়ি রসগোল্লা। ইশ, সে যদি সেখানে তখন থাকত। রসগোল্লার হাঁড়ি বাতাসে ভেসে যেতে পারে সেই প্রথম সে দেখেছে। যুদ্ধ হল। হল্লা আর শুণ্ডি রাজার যুদ্ধ। যুদ্ধ বটে। তারপর দু' রাজার ভাব হয়ে গেল। গায়েন আর বায়েন দুই রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করতে থাকল।

কে যে কাকে বিশ্বাস করে!

মা'র কথা ঠিক, না, ছবিদাদার কথা ঠিক? দু'জনই ঠিক মনে হয়। তবে এক ছটাক বুদ্ধির চেয়ে একটা মুক্তোর দাম অনেক বেশি। তার বুদ্ধি দরকার না মুক্তোর দরকার, এমন যখন ভাবছিল, তখনই ছবিদাদা আবার বলল, "শোন ছকাই, জরদার কৌটোয় রাখবি। কেউ জানবে না। খুব সাবধানে রাখবি। চুরি গেলে আমার দোষ দিবি না বলে দিলাম।"

"চুরি যাবে কেন?"

"যেতেই পারে। চোর-বাটপাড় কোথায় না আছে?"

সে ঢোক গিলে বলল, "আমার দুধে-দাঁত ক'টা গুনে দ্যাখো তো!"

ছবি বলল, "হাঁ কর, দেখি। একুশটা।"

"সব ক'টা দাঁত মুক্তো হয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। ডিমে তা দিলে বাচ্চা হয়, জানিস না!"

তার মনে হয়েছিল সত্যি তো। সে ভুলেই গেছে ডিমে তা দিলে বাচ্চা হয়। তবে ডিমে তা দিলে সব ক'টা তো ফোটে না। দু-চারটে ডিম নষ্ট হয়ে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, দাঁত ফুটে মুক্তো হতেই পারে। এ আর বেশি কী!

আবার ছবিদাদা দূরে কী দেখল। দাদা দৌড়ে আসছে। সড়কের উপর দিয়ে ছুটে আসছে। হাতে মুড়কির ঠোঙা। দাদা মুড়কি কিনলে একা খায় না। সে-ও একা খায় না। বাড়িতে ছোট বোনটা আছে, দু'ভাই এক বোন তারা—সবাই মিলে যখন খায়, মাও হাত পেতে

BanglaBook.org

বলবেন, "দে তো দুটো খাই। কেমন খেতে লাগে দেখি।"

ইশ, তখন কী যে তাদের আনন্দ হয়। সবাই মিলে খাচ্ছে। দশ পয়সার মুড়কি একটা কুঁড়ে ঘরে কত বড় সুখ ঘিরে আছে, তাদের মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

"শোন ছকাই, কার্পাস তুলো দিয়ে ঢেকে রাখবি। যে-সে কার্পাস তুলো হলে হবে না। চৈত্রে যে কার্পাস উড়ে যায়, তাতে হবে না। বর্ষায় কার্পাস যদি হাওয়ায় ওড়ে, উড়ে চলে যায়, খপ করে ধরে ফেলবি। হাতে নিলে কিন্তু কার্পাস থাকবে না, রঙিন প্রজাপতি হয়ে যাবে। প্রজাপতি না হলে কাজে আসবে না।" তারপর থেমে ছবিদাদা বলল, "কী বললাম ?"

"রঙিন প্রজাপতি হয়ে যাবে।"

"কেউ জানবে না। প্রজাপতির পাখনায় দাঁতটা ঢেকে রাখ, তারপর বড় হতে থাক।"

"কবে বড় হব ? কবে খুলব ?"

"সে আমি বলে দেব।"

"ধুস, তুমি মিছা কথা বলছ।"

"ঠিক আছে, খুলে দেখবি। তবে একটা শর্ত আছে।"

"কী শর্ত ?"

"মিছে কথা বলবি না। কারও বাগান থেকে আম-কাঁঠাল-কয়েতবেল চুরি করবি না। ছাগলগুলোকে পরের জমিতে চুরি করে ঘাস খাওয়াতে পারবি না। পাখি দেখলেই ঢিল ছুঁড়িস, তাও করবি না।"

দাদা এসে গেছিল। আর কথা হয়নি। বারবার বলে দিয়েছে ছবিদাদা, "খুব গোপন—কেবল তুই আর আমি জানলাম, আর কেউ জানবে না। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে, যাঃ, কী যে বলছি, দাঁত ফুটে মুক্তো হলে শুধু তুই জানবি। আর কেউ জানবে না।"

"মুক্তো পেলে আমরা আর গরিব থাকব না, না ছবিদাদা ?"

সে দাদার সঙ্গে সেদিন লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। ইঁদুরের গর্তে দাঁত ফেলার কথা ছিল, ইঁদুরের গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছিল, ভাগ্যিস, ছবিদাদার সঙ্গে দেখা, দাঁতটা পকেটে রেখে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

মা বলেছিলেন, "পেলি ?"

দাদা ততক্ষণে বারান্দায় উবু হয়ে বসে বোনকে একটা-দুটো মুড়কি খেতে দিচ্ছিল। মা'র নজর তীক্ষ্ণ। মা বলেছিলেন, "কী আনলি রে ? কে দিল ?"

"মুড়কি। খাবে ?"

"দে দুটো, খাই।"

মুড়কি হাতে নিয়ে আলগা করে মুখে দিয়েছিলেন মা। ধান বের করছিলেন গোলা থেকে। রোদে দিতে হবে। তারপর সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ-ধান আবার রোদে দিতে হয়। শুকাতে হয়। ঠিকমতো শুকোল কি না, ধান মুখে ফেলে কট করে শব্দ হলে মা বুঝতে পারেন, শুকিয়েছে। ধান বেশি শুকোলেও খারাপ, কম শুকোলেও খারাপ। চাল হবে না। বেশি শুকোলে ছাতু হয়ে যাবে, কম শুকোলে ধানের তুষ খসবে না। চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবে।

মা কত জানেন !

মা'কে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, "তুমি এত জানো, অথচ এটা জানো না ? দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় রাখলে মুক্তো হয়ে যায়। ফশ করে বলে ফেলেছিল আর কি। খুব ভাগ্য সামলে নিয়েছে।

"পেলি ?"

ছকাই বুঝতে পারেনি, মা কী বলতে চান।

ছকাই বলেছিল, "জল খাব মা।"

"নিয়ে খাও। দেখছ না ধান বের করছি।"

নিভাননী আবার বলেছিলেন, "পেলি, ইঁদুরের গর্ত খুঁজে পেলি ?"

সে জিভ কেটে ফেলেছিল। ভাগ্যিস দাদা তখন কাছে নেই। মিছে কথা মা'কে বললে পাপ হয়।

মিছে কথা বললেই মা'র ধমক, "আবার মিছে কথা বলছিস ! মিছে কথা মাকে বললে পাপ হয় না !"

সে চেষ্টা করল, কিছু না বলে থাকা যায় কি না ! বরং সে বেশি মনোযোগ দিয়েছিল বোনের দিকে। বোনকে আদর করে মুড়কি খাওয়াচ্ছিল।

BanglaBook.org

কিন্তু মা ভবি ভোলবার নয়। তার দাঁত নিয়ে মা'র কী দুশ্চিন্তা! সে বলেছিল, "হ্যাঁ, ফেলে দিয়েছি।"

"ইঁদুরের গর্ত চিনিস তো?"

আর সে সহ্য করতে পারেনি। তড়পে উঠেছিল, "যাও, জানি না।"

"অ্যাই মকাই, ইঁদুরের গর্তে ফেলেছে তো?"

দাদা ছকাইয়ের দিকে তাকাতেই চোখ টিপে দিল। দাদা তাকে ভয় পায়।

স্কুলে একবার লেবু দাদার বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিল। ছুটি হয়ে গেছে। দিদিমণিরা মাঠ ভেঙে চলে যাচ্ছেন। রাস্তায় বাস দাঁড়িয়ে আছে। দাদা মা মারবেন বলে ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিল, ছকাই সহ্য করতে পারেনি। এক হ্যাঁচকায় লেবুর স্লেট টেনে আছাড় মেরেই দৌড়। ধর, ধর। সে বাড়ির দিকে না গিয়ে লাল সড়কের জঙ্গলে ঢুকে গেছিল। বাবার কাছে নালিশ, তার তখন পাত্তাই নেই।

তারপরও তার রেহাই ছিল না। লেবুর বাবা এসে কান মলে দিয়ে গেছেন সবার সামনে। ছকাই ঠকাস করে মোক্ষম ইটের টুকরো ছুঁড়েছিল জঙ্গলের ভিতর থেকে। লেবুর বাবা আচমকা কিছু বুঝতে না পেরে বসে পড়েছিলেন। কার কাজ কেউ জানে না। সবাই শুধু জানে, ছকাই ছাড়া এত দুঃসাহস কারও হবে না।

সেই ছকাই চোখ টিপে দিলে, মকাই বলেছিল, "হা মা, কালীর পুকুরে গর্ত। বড় গর্ত। ছকাই ফেলে দিল। আমি আর ছকাই দু'জনে বসে ইঁদুরকে বললাম, "ইঁদুরঠাকুর, তোমার দাঁতের মতো সুন্দর দাঁত দিও ছকাইকে।"

ইঁদুরঠাকুরকে বলাই সার। ছকাই একটা দাঁতও গর্তে ফেলেনি। দাদাকে বলেছে, "দাঁড়া, আমি ফেলে দিচ্ছি।"

মকাই বলত, "দেখি।"

"না তোকে দেখতে হবে না।"

"দেখি না।" বলে সে ইঁদুরের গর্তের পাশে উবু হয়ে বসলেই, ছকাইয়ের এক কথা, "যা, ফেলব না।"

দাদাকে সঙ্গে নিতে হয়। না নিলে মা বিশ্বাস করবেন না, সে ইঁদুরের

BanglaBook.org

গর্ত খুঁজে বের করেছে। গর্ত খুঁজতে গিয়ে তার আজকাল জানা হয়ে গেছে ইঁদুরেরা কোথায় থাকে। যেমন কালীর পুকুর পাড়ে ইঁদুরের বড় আস্তানা আছে। জায়গাটা উঁচু বলে ধান, কলাই, মুসুর, যব, গম যখন যা ওঠে, ওই উঁচু জায়গায় এনে তোলা হয়। ইঁদুরেরা ধান, যব, গম খেতে খুব ভালবাসে।

॥ চার ॥

ছকাই আজ শীতের সকালে বের হয়েছে। দাদা পিছু-পিছু আসছে। আর-একটা দাঁত হাতে। সে বুঝতে দিচ্ছে না, বুঝতে না দিলে দাদার কৌতূহল বাড়ে, দাদাকে নিয়ে এমন মজা প্রায়ই করে থাকে। সে বাড়ি থেকে বেশ দূরে চলে এসেছে। নিভাননী ডাক দিলেন, "ওরে, তোরা কোথায় যাচ্ছিস ? পড়তে বসবি না ?" কেউ কান দেয়নি।

ছকাই বলল, "এই দ্যাখ।"

মকাই দেখে অবাক হল না। অথচ এমন একটা ত্রাসে ফেলে দিয়েছিল, যেন কোনও পাখির বাচ্চা দু'হাতের তালুতে আড়াল দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাখা ছিঁড়ে তামাশা দেখাতে পারে। সেসবের কিছুই না। গাছতলায় একটা লোক আগুন জ্বেলেছে। শীতে হাত-পা ঠাণ্ডা। কুয়াশা জমে আছে। সে দৌড়ে গিয়ে আগুনে হাত বাড়িয়ে বসে পড়ল।

ছকাইও দৌড়ে গেল আগুন পোহাতে।

"ফেললি না ?"

"ফেলে দিয়ে এলাম তো।"

"কখন ?"

"জানি না, যা।" আসলে সে দাঁতটা পকেটে লুকিয়ে রেখেছে। তারপর দুপুরে মা যখন ঘুমোবেন, সে চলে যাবে পরিত্যক্ত ইটের ভাঁটায়। দু' ক্রোশ পথ এক দৌড়ে যাবে, এক দৌড়ে ফিরে আসবে।

যাওয়া এবং আসার মধ্যে আছে তার দুঃসাহসিক অভিযান। দুধে-দাঁত সব পড়েনি, সেই ছেলে গভীর বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে ভয়

BanglaBook.org

হবারই কথা। কেউ জানে না, ছকাই জানে আর জানে ছবিদাদা—ডিম ফুটলে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, দুধে-দাঁত জরদায় কৌটোয় রেখে দিলে মুক্তো হয়।

এটা নিয়ে মোট আটটা দাঁত।

আটটা, না ন'টা!

আজ আবার জরদার কৌটো খুলে গুনবে। সাত-আট মাস হয়ে গেল, অথচ একটা দাঁতও মুক্তো হয়নি।

সে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেছে। রোজ যাওয়া যায় না। দাঁত রেখে আসতে গেলেই জরদার কৌটো খুলতে হয়। খোলার আগে বুক ধুকপুক করতে শুরু করে তার। চোখ বড়-বড় হয়ে যায়। বিশাল গাছটার খোঁদলে সে কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। গাছটার কাছে যাওয়াই কঠিন। লতাপাতায় এমন সব গভীর জঙ্গল আর কাঁটা গাছ যে, যেতে-আসতে সাঁঝ লেগে যায়।

দাঁত রাখতে কত যে ঝঞ্ঝাট। বাড়ি ফিরলেই বাবার হম্বিতম্বি। "কোথায় গেছিলি। পাজি, হতচ্ছাড়া! আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান।" সে কাউকে বলে যায় না।

দাদাকে বলে যায় না।

মা তো ঘুমিয়েই থাকেন।

কেউ বলতে পারে না ছকাই কোথায় গেছে।

পাড়ায় তো সেবারে তোলপাড় পড়ে গেছিল। জরদার কৌটো নিয়ে দুপুরে ছকাই বের হয়েছে। কোথায় রাখবে কৌটো—যেখানে সেখানে রাখলে হবে না। কার চোখে পড়ে যাবে। সে হাঁটছে। দৌড়চ্ছে। বড়জ্যাঠা বড়লোক। তাঁর তালের বাগান, আমের বাগান, কাঁঠালের বাগান আছে। পাকা বাড়ি। নারকেল গাছের গোড়ায় সে দেখেছিল, গর্ত থেকে বিশাল একটা গোসাপ উঁকি দিয়ে আছে। দেখেই বলেছিল, "জানো, ডিম ফুটলে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় রাখলে মুক্তো হয়। কেউ জানে না। আমি জানি, আর ছবিদাদা জানে।"

তার এই স্বভাব। গাছপালা পাখির সঙ্গে কথা বলা। তার দাদারও

BanglaBook.org

স্বভাব। পায়ে খড়কুটো লেগে গেলেও সে নমো করে। সব কিছু বিস্ময়কর। যেমন সকালের সূর্য ওঠা, জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদ দেখা, নক্ষত্র দেখা—কত কিছু যে আছে চারপাশে, এত সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে সারা দিন, ঝড় বৃষ্টি রোদ, মেলা, রাজবাড়ির রাস, রাম-লক্ষ্মণের বনবাস, হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, সে বই পড়ে আর অবাক হয়ে বসে থাকে। এত বড় পৃথিবী, অথচ সামান্য জরদার কৌটো কোথায় আড়াল করে রাখবে এই ভেবে বিপাকে পড়ে গেছিল।

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা দেখে সে একবার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কেন কেঁদেছিল জানে না। দাদা আর তাকে দেখলেই হরিদাসদাদু বলবে, "রাম-লক্ষ্মণ, কী দিয়ে খেলি ?"

কোনওদিন তাদের খাওয়া হয়। আবার হয়ও না। মুখ ব্যাজার থাকলেই হরিদাস আখিগুড় দেয়, পাঁউরুটি দেয়। আর বলে, "বুঝলি ছকাই, ভগমান চিঠি পাঠিয়েছে রে।"

"চিঠি কেন দাদু ?"

"যেতে লিখেছে।"

"যেতে লিখলেই যাবে কেন ?"

"না গেলে গোঁসা করবে।"

"ভগবান গোঁসা করলে কী হয় ?"

"সৃষ্টি রসাতলে যায়।"

"সৃষ্টি কী দাদু ?"

বুড়োর ঝুপড়িতে ছেঁড়া তেনাকানি—মাটির হাঁড়ি-পাতিল, এনামেলের বাসন, এরই মধ্যে লুকিয়ে রাখে শাঁকআলু আর মেটে আলু। বুড়ো সারাদিন বসে ঝুড়ি বানায়। পাইকার নিয়ে যায়। বড় সুন্দর ফুলতোলা ঝুড়ি বানাতে পারে। তার মা-ও দুটো ঝুড়ি কিনে নিয়ে গেছিল একবার। বুড়োকে বাঁশ কেটে দিয়ে আসতে হয়। বেত বাঁশ দিয়ে এলে এমন সব শৌখিন ঝুড়ি বানায় আর কাজে এত মগ্ন থাকে দেখলে মনে হয়, বুড়োদাদু আছে বলে এই গাছপালা জঙ্গলের মহিমা বেড়ে গেছে। না থাকলে ফাঁকা হয়ে যাবে সব। গাছপালা পাখির যেন বনবাস শুরু হবে।

BanglaBook.org

"তোমাকে যেতেই হবে দাদু ?"

"চিঠি পাঠিয়েছে, না গিয়ে পারি।"

"কিসে যাবে ?"

"ভগমান আকাশ থেকে দড়ি ফেলে দেবে। মই বেয়ে উঠে যাবার মতো চলে যাব।"

"থাকবে কোথায় ? খাবে কী ? সঙ্গে কী নেবে ?"

"সঙ্গে বাঁশ-দড়ি নেব। ওখানে গিয়েও ঝুড়ি বানাতে হবে বলেছে।"

"আর কে আছে ভগমানের ?"

"আর তো কেউ নেই। বড় একা পড়ে গেছে, বুঝলি। আমি না গেলে দুঃখ পাবে।"

"তোমাকে যেতেই দেব না। আসুক না ভগমান, বলব, তুমি যে নিয়ে যাবে বলছ, আমাদের কী হবে ? আচ্ছা দাদু, ওখানে লেখাপড়া করতে হয় ?"

"তা তো জানি না। গেলে বুঝতে পারব।"

"তোমাকে আমরা যেতেই দেব না। দড়ি নামিয়ে দিলে খবর দেবে, কেমন। আমি এসে দড়িটা কেটে দেব।"

রাস্তায় সেদিন সেই বুড়োর সঙ্গে দেখা। ছকাইকে দেখেই বলেছিল, "কোথায় চললি হন্তদন্ত হয়ে ? শাঁকআলু খাবি ? আজই তুলেছি ?" বলে একটা শাঁকআলু ওর হাতে দিয়েছিল।

সে বলেছিল, "ভগমান আর চিঠি পাঠিয়েছে ? চিঠি পাঠালে খবর দেবে। দড়ি নামিয়ে দিলে খবর দেবে।"

তার পরই কেমন রেগে গিয়ে বলেছিল, "ভগমানের কাছে গেলে আমাদের শাঁকআলু দেবে কে ? খেজুর খেতে দেবে কে ? পাতার বাঁশি তোমার ভগমান বানিয়ে দেবে ? তুমি ভগমানের চিঠি পেয়ে চলে যাবে বলছ !"

এই এক জগৎ, মনোরম জগৎ, যেখানে এক বুড়ো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে এক শিশুর প্রতি। যখনই দ্যাখে, কী ব্যস্ত। যেন ছকাইয়ের কাজের শেষ নেই !

"কোথায় যাচ্ছিস ?"

BanglaBook.org

"বলব কেন ?"

তারপরই মনে হয়েছিল, বুড়োদাদু গামছা পরে থাকলে কী হবে, সোজা হয়ে হাঁটতে না পারলে কী হবে, চোখে ভাল দেখতেও পায় না, তবু বুড়োদাদুকে ভগমান চিঠি দেয়। মা রোজ সাঁঝবেলায় ভগমানের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বলেন, 'ঠাকুর আর কষ্ট সহ্য হয় না।' একটা তুলসীগাছও ভগমান। মা তো তুলসীগাছের নীচেই মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে নমো করেন। মা কখনও মানত করেন। পাঁচ পয়সার বাতাসা এনে হরির লুট দেন। তারা গান গায়, কহ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে !

তারা দুই ভাই, বাবা-মা বসে একসঙ্গে গান গায়। তারা সবাই তুলসীতলায় মাথা ঠুকে যে-যার মতো প্রার্থনা জানায়। যেমন সে একদিন বলেছিল, 'ঠাকুর, সব ক'টা দাঁতই মুক্তো করে দিও। যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ডিম নষ্ট হয়ে গেলে বাচ্চা হয় না। দাঁত নষ্ট হলে হবে কী করে ! আর এই বুড়োদাদু যে-সে লোক না—খোদ ভগমান চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

সে যত এসব শোনে তত বিশ্বাস বেড়ে যায়, ডিম ফুটলে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, তুলসীতলায় নমো করলে ভগমান খুশি হয়, সেই ভগমান দাদুকে চিঠি পাঠিয়েছে।

সে ফিরে গিয়ে বলেছিল, "দাদু, আচ্ছা, ডিম ফুটে বাচ্চা হয় না ?"

"হয়।"

"বীজ পুঁতলে গাছ হয় না ?"

"হয়। কলাপাতা মুড়ে দিলে বাঁশি হয়।"

তাই তো। ছিল পাতা, হয়ে গেল বাঁশি। ছিল বীজ, হয়ে গেল গাছ। ছিল ডিম, হয়ে গেল ছানা—হল, জরদার কৌটোয় দাঁত রাখলেই মুক্তো—হবেই। সে আরও সাহস পেয়ে ছুটে গেছে জঙ্গলের দিকে। এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখবে, কেউ টেরই পাবে না।

বুড়োদাদু ডাকছিল, "ওরে, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?"

সে বুড়ো দাদুকে বলেছিল, "আসছি।"

এত যখন হয় তখন সামান্য দাঁত মুক্তা হবে বইকী। তার চোখ খুলে

BanglaBook.org

যাচ্ছে। ভিতরে পুলক জেগে ওঠে, ধিন তা ধিন। ঢাকের বাদ্যি বাজে, কাঁসি বাজে ট্যাং ট্যাং, সে নাচ শুরু করে দেয়। জানালায় গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে রাধা কপালে টিপ পরছিল। মা বিনুনি বেঁধে দিচ্ছেন। সে দেখছিল, জঙ্গলের রাস্তাটায় ছকাই ঢুকে যাচ্ছে। ছকাই এক পা গিয়েই লাফ মারছে। ঘুরে-ঘুরে কোমর বাঁকিয়ে নাচছে। বড় ছটফটে ছেলে। মা বলতেন, এক দণ্ড এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না।

রাধা বলেছিল, "দেখছ মা, ছকাইটা কারবালার জঙ্গলে ঢুকে গেল।"

আর ছকাই! তাকে পায় কে!

সে জানবে কী করে বাবা বাড়ি ফিরে এসে তাকে খুঁজতে শুরু করেছেন। কোথায় গেল! পেলেই গাছ-পেটাই করবেন।

বুড়ো বলেছিল, "তোর বেটাকে দেখলাম সড়ক পার হয়ে কোথায় গেল।"

বালিকা রাধা বলেছিল, "কাকা, ছকাই কারবালার দিকে গেছে।"

শুনেই মাথায় হাত। বলে কী! তার যে এত বয়েস হয়েছে, সে কখনও ওদিকটায় যায় না। একেবারে যায়নি তা না, কিন্তু অমন জঙ্গলে ঢুকে গেলে রাস্তা হারিয়ে ফেলতেই পারে।

এ-অঞ্চলে এত বড় গভীর বন নেই। শিরীষ, অর্জুন, আর আছে বিশাল-বিশাল শিমুল গাছ। যখন ফুল ফোটে শিমুলের তখন দূর থেকে মনে হয় আগুন জ্বলছে বনটায়। সারা চৈত্রে লু বয়। ধুলো ওড়ে। বড় সড়কে বাস যায়। লাল ধুলোয় বনের ঝোপ-জঙ্গল মায় পাখি প্রজাপতিরা ধূসর হয়ে যায়। চৈত্রের বিকেলে ছকাই জরদার কৌটো হাতে নিয়ে সেদিন দৌড়চ্ছিল। বনটার সামনে থেকেই গা ছমছম করতে লাগল। নিরাপদ জায়গা। কৌটো লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা। মানুষজন যায় না, ছাগল-গোরু ঘাস খায় না, সব নির্জন। ভুতুড়ে সব গাছের পাতা নড়লে পাতা খসে পড়লে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়।

বিশাল একটা শিমুল গাছ আবিষ্কার করে সে কেমন সেদিন থ মেরে গেছিল।

তাকায় আর তাকায়। থই পায় না। গাছটা সারা আকাশ জুড়ে মাথা তুলে দিয়েছে। কী বিশাল ডাল সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে হাত-পা বাড়িয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছে। হাওয়ায় ডালপালা দুলছে। কক্-কক্ করে ডাকছে কোনও পাখি। ঘুঘু পাখির ডাক, কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, সব সে শুনতে পাচ্ছিল। গাছের কাণ্ড কিছুটা উঠেই কেমন হাঁ করে আছে তার দিকে। কাঠঠোকরা পাখি গাছে ঠুক-ঠুক করে বাসা বানায়। গাছে গর্ত করে ফেলে। ভেতরে কোনও কাঠঠোকরা পাখি থাকতে পারে।

গাছটার খোঁদল কত বড় ! কেমন এক ডাইনি বুড়ি যেন। মাথার চুল শনশন করে উড়ছে। কিন্তু সে ভয় পায় না। তার ভূতের ভয় নেই, সাপখোপের ভয় নেই। ভূতে তাড়া করলে 'রাম-নাম' বলবে, সাপে তাড়া করলে 'দোহাই আস্তিক' বলবে। তবেই ওদের জারিজুরি শেষ। পাঁইপাঁই করে পালাতে পথ পাবে না। গাছের খোঁদলটা মনে হয়েছিল, খুবই নিরাপদ। কেউ জানবে না ছকাই তার জরদার কৌটো এখানে লুকিয়ে রেখেছে।

গাছটার কাণ্ডে কালো বড়-বড় কাঁটা। সে এতটা উঠবে কী করে বুঝতে পারছিল না। গাছটার খুব কাছে যাওয়া কঠিন। চারপাশটা অজস্র কাঁটাঝোপে ভর্তি।

সে তবু যাবে। খোঁদলে রেখে গেলে কেউ টের পাবে না। হামাগুড়ি দিয়ে যদি ঢুকতে পারে। আর হামাগুড়ি দেবার সময়ই মনে হল, এই রাস্তায় বন-জঙ্গলের জীবজন্তু হাঁটাহাঁটি করে। গাছের কাঁটা লাগল না গায়। মাথা থেকে ডাল সরিয়ে সহজেই গাছটাকে ছুঁতে পেল।

কিন্তু সে এত কাছে, অথচ কত উপরে সেই খোঁদলটা। কী করে উঠবে বুঝতে পারছিল না। সে কত বড়-বড় কাঁঠাল গাছে উঠে গেছে, আম গাছে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হনুর মতো একটা ডাল আঁকড়ে আর-একটা ডাল ধরে ফেলেছে।

খুব মনমরা। এত কাছে এমন নিরাপদ জায়গা, সে উঠতে পারছে না। কাঁটায় ভর্তি। সাধ্য কী সে ওঠে। আর গাছটার চারপাশ ঘুরে দেখার সময় মনে হল, অতিকায় একটা গুলঞ্চলতা নেমে এসেছে গাছের মাথা থেকে। লতা বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। লতাটায় ঝুলে খোঁদলের ভিতরটা ঝুঁকে দেখল। কিচ্ছু নেই।

BanglaBook.org

না কাঠঠোকরা পাখি, না পালক, না কাঠবিড়ালির ছানা। গোখরো সাপও থাকে খোঁদলে। কিছুই নেই। সাফসুতরো—সে ফুঁ দিয়ে দেখল ধুলো ওড়ে কি না। ধুলো উড়ল। ধুলোয় চোখ করকর করছিল। খুব যত্নের সঙ্গে কৌটো রেখে বলেছিল, "বৃক্ষ, আগে ছিলে কার ?"

"রাজার।"

"এখন কার ?"

"তোমার।" তোমার যখন, গাছ বেইমানি করবে না।

তার সেই রাজকন্যার গল্প মনে পড়ে গেল। কন্যার পায়ে রুপোর কাঠি, মাথায় সোনার কাঠি, হাসলে মুক্তো ঝরে, কাঁদলে কী ? মনে করতে পারছিল না। হাসলে মুক্তো ঝরতেই পারে। দাঁত তো মুক্তোর মতোই দেখতে। কোনও কারণেই আর তার সংশয় থাকার কথা না। একটা করে দুধে-দাঁত পড়বে, একটা করে দুধে-দাঁত, এক জোড়া প্রজাপতির পাখনায় ঢেকে রেখে যাবে। প্রজাপতি, পরি আর সেই ম্যান্ডেলার গল্প মনে পড়ে গেল। বুড়োদাদু বলত, রাঙাবাবু মিছে কথা জানে না। বুড়োদাদু রাঙাবাবুকে কতবার কাগা-বগার নেত্য দেখিয়ে পয়সা নিয়েছে। বলেছে, "এই যে মাঠ দেখছিস, ফলের বাগান দেখছিস, সব ছেল তেনার। কে কোথায় সব চলে গেল।"

বুড়োদাদুর কথা শুনলে সে কেমন বোকা বনে যায়। সব সে সত্যি মনে করে। চুপচাপ ভাল ছেলের মতো বলে, "তারপর ?"

দাদু বলেছিল, "সমুদ্র দেখিসনি। রাঙাবাবু সমুদ্রে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছে। কত কিছু জানে। তিনিই বলেছিলেন, ম্যান্ডেলার গল্প। ম্যান্ডেলা ছোট্ট এক মেয়ে।

"বাবা গেছিল জাহাজে। বাবা তার জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। বাবা আর আসেন না। বসে-বসে শুধু কন্যে কাঁদে। কান্না দেখে জাদুকর বসন্তনিবাসের দয়া হয়েছিল, 'কন্যে, তুমি কী চাও ?'

"'জাদুর পালক চাই। উড়ে যেতে চাই, হাওয়ায় ভেসে যেতে চাই। একটা রুপোর ঘণ্টা দাও। হাইতিতির গলায় বেঁধে দেব। আমি আর হাইতিতি বাবাকে খুঁজতে বের হব। হাওয়ায় উড়ে যত দূর খুশি চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।'"

BanglaBook.org

"জাদুকর কন্যেকে পালক দিয়েছিল দাদু ?"

"বা রে, দেবে না ! বাবা না থাকলে কত কষ্ট। পালক না পেলে বাবাকে খুঁজতে যাবে কী করে বল ! সে তো এখানে-সেখানে নয়। সমুদ্র পার হয়ে খুঁজতে গেলে একটা পালক চাই না ? জাদুর পালক, মাথায় পরলেই হালকা। বাতাসে ভেসে যাওয়া, কী আরাম বল !"

ছকাই বড় অভিভূত হয়ে পড়ত।

কত রহস্যময় দেশ আছে, বন আছে, নদী সমুদ্র আছে, ম্যান্ডেলার মতো মেয়ে আছে, অথচ তার কোনও খবরই সে রাখে না।

সে গালে হাত রেখে বলত, "দাদু, হাইতিতিটা কে ?"

"ওটা একটা ক্যাঙারুর বাচ্চা। ম্যান্ডেলার বাবা জাহাজে কাজ করত। মেয়েকে একটা ছোট্ট ক্যাঙারুর বাচ্চা উপহার দিয়েছিল।"

"ইশ, কী মজা !"

তখনই ছকাইয়ের মা'র উপর অভিমান, শীতের সময় কাঁথার নীচে পালিয়ে কুকুরছানা নিয়ে শুলেই রাগ, "অ্যাই ছকাই, আবার রাস্তার কুকুর বিছানায় তুলেছিস ? ফেলে দিয়ে আয়। ইশ, কী যে হবে না। ঘরে লক্ষ্মীর পট আছে, ঠাকুরদেবতা বলে কথা, তুই কী রে !"

তার তখন মনে হয় ঠাকুরদেবতা কুকুর নিয়ে শুলে কি রাগ করে। ক্যাঙারুর বাচ্চা না জানি কী সুন্দর। দাদার বইয়ে ক্যাঙারুর ছবি দেখেছে। বই পড়লে কত কিছু জানা যায়। ক্যাঙারুর পেটের মধ্যে থলে, থলের মধ্যে ক্যাঙারুর বাচ্চা মুখ বার করে রেখেছে, সে ছবি দেখেই তাজ্জব বনে যায়। আর ম্যান্ডেলার নিজেরই ছিল একটা আস্ত ক্যাঙারুর বাচ্চা। ওর কেন যে কিম্ভূতকিমাকার কোনও মানুষ দেখলেই মনে হয় ঠিক জাদুকর বসন্তনিবাস হবে, একবার গলায় হাড়ের মালা, হাতে করোটি, মাথায় জটা, বিশাল গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল, নেংটি-পরা সাধুর পিছনে সে জাদুকরের পালক পাবে বলে সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছিল। যত নষ্টের গোড়া ছবিদাদা। বড় সড়কে কিম্ভূতকিমাকার লোকটির সঙ্গে সে কথা বলতে-বলতে যাচ্ছে দেখেই খেপে লাল।

"এই ছকাই, কোথায় যাচ্ছিস ?"

তখন কেন যে সাধুবাবা দৌড়ল, সে বুঝল না। আরে দৌড়চ্ছে

BanglaBook.org

কেন ! কিন্তু ছবিদাদা সাইকেল থেকে নেমেই গালে কষে এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। "কোথায় যাচ্ছিলি ? লোকটা কে জানিস ? তোর কি মাথা খারাপ আছে ছকাই ? পাগলটার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিস ?"

পাগল ! বলে কী। কত সুন্দর-সুন্দর কথা বলল। বলল, "তুই নেপাল দাসের ছেলে। তোর বাবা খুব গরিব। দু' বিঘা জমি সম্বল। তোকে একটা জিনিস দেব। রোজ মাথার নীচে রেখে শুবি। সকালে একদিন দেখবি, তোর বাবার দালানকোঠা হয়ে গেছে, গাড়ি-বাড়ি। তোর বাবাকে দোকান করতে হবে না। পায়ের উপর পা তুলে খাবে। আয় আমার সঙ্গে। আমি পেয়েছি, কাকে দেব ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি তো চলে যাব গঙ্গাসাগরে। আর ফিরব না।"

গঙ্গাসাগর কোথায় সে জানে না। ছবিদাদার জন্য সে পেয়েও পেল না। যে গাড়ি-বাড়ি করে দিতে পারে সে তাকে জাদুর পালক দিতে পারে না ভাবতে বড় কষ্ট লাগে। ইশ, অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়ে গেল। সেও খাপ্পা।

"তুমি মারলে কেন ?"

"ওফ, রোয়াবি দেখাচ্ছিস !"

"না, মারলে কেন ? জানো, আমার বাবা গরিব থাকত না। তোমাকে দেখে পালাল। আমাকে ও জাদুর বাক্স দেবে বলেছিল। যা চাইব, তা পাব বলেছিল।"

ইশ, তখন যে ছবিদাদার কী হাসি ! ও, তুই জাদুর বাক্স পাবি বলে হাঁটছিলি ? ঠিক আছে, আমি দেব। ছবিদাদা বোধহয় সেজন্য গুহ্য কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল, দুধে-দাঁত ফেলতে নেই, জরদার কৌটোয় ভরে রাখলে মুক্তো হয়ে যাবে।

তা সে সেই থেকে দাঁত নড়লে, দাঁত পড়লে ইঁদুরের গর্তে ফেলে না। দাদাকে নিয়ে যায় সঙ্গে, দাদাকে সাক্ষী না রেখে ফেললে মা বিশ্বাস করবেন না। সেজন্য দাঁত পড়লেই দাদাকে নিয়ে কালীর পুকুরের দিকে হাঁটা দেয়। বলে, দাঁড়া ফেলে আসছি। সে ফেলে আসে না। আসলে লুকিয়ে রাখে। তারপর গোপনে গভীর বনটায় ঢুকে যায়।

আজও ঢুকে গেছিল।

BanglaBook.org

তার দুধে-দাঁত এ-পর্যন্ত উঠেছে চোদ্দটা। সে চোদ্দটা দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় রেখে এসেছে।

আজ আবার পড়ল একটা।

॥ পাঁচ ॥

সে যথারীতি দাদাকে নিয়ে গেল। ইঁদুরের গর্তে ফেলার অভিনয় করল। কিন্তু ফেলল না। পকেটে লুকিয়ে ফেলল। বছরখানেকের উপর হয়ে গেছে মনে হয়, কিন্তু তার মনের মধ্যে অদম্য কৌতূহল। বারবারই ভাবে এবারে গিয়ে হয়তো দেখবে, দাঁতগুলো মুক্তো হয়ে গেছে। যাবার সময় সে এত গোপনে যায়, যেমন কারও সঙ্গে দেখা হলে বলবে, দোকানে যাচ্ছি। বাবার পান-বিড়ির দোকান। পঞ্চাননতলাতে বাবার খুপরিঘরের বেঞ্চিতে বসে চা-পান-বিড়ি খায় মানুষজন। চাষাভুষো মানুষ সব। কত দোকান, বাবার দোকানটা ভাল চলে না। মোড়ে হলে ভাল চলত। বাবা কত চেষ্টা করেছেন, মোড়ে দোকান করা হয়ে ওঠেনি।

অথচ বাবা ভেঙে পড়ার লোক নন। অভাব-অনটনে বাবা তাদের বলবেন, "পড়াশোনা কর বাবা। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। না হলে খাবি কী ? দেখছিস তো বাপের অবস্থা। তোদের আশায় বসে আছি।" তখন যে কী কষ্ট হয় ছকাইয়ের। খিদে পেলেও মা'কে বলে না। মা খেতে দিতে না পারলে চোখের জল ফেলেন। রেগে গেলে প্রচণ্ড প্রহার।

মা'র চোখের জল দেখলে তারও চোখে জল চলে আসে। দাঁতগুলি মুক্তো হয়ে গেলে অনেক টাকা। মোড়ে বাবার দোকান হবে, তাদের শীতের চাদর হবে। মা'র পরার সুন্দর শাড়ি হবে। জমি দু'বিঘে থাকবে না, হাল-বলদ করে বাবার সংসার ভরভরন্ত হয়ে যাবে।

সে যায় আর ভাবে।

গিয়েই আজ হয়তো দেখবে আগের দিকের রাখা দাঁতগুলি মুক্তো হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

জঙ্গলে যত ঢুকে যায়, তত পাখপাখালিরা ওড়াউড়ি শুরু করে দেয়। ছকাই এসেছে। দুটো গোসাপ তাকে দেখলেই পেছন-পেছন আসে। তারা কি জেনে ফেলেছে ছকাই আর ফড়িংয়ের লেজে সুতো বেঁধে দেয় না, কাঠবিড়ালি দেখলে গুলতি ছোঁড়ে না, ছকাই সুবোধ বালক হয়ে গেছে। ছকাইকে আর ভয় নেই।

তবু ছকাইয়ের বুক কাঁপে। বনে ঢুকতেই সে ভয় পায়, আর ম্যান্ডেলা কী করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপে নেমে যেত!

বুড়োদাদু বলত, "রাঙাবাবু মরে গেল। রাঙাবাবু থাকলে তোকে নিয়ে যেতাম। বাগানবাড়িটা খালি। রাঙাবাবুর খোদ ভৃত্য মহাদেবটা কোথায় যে শোকে দেশান্তরী হয়ে গেল!"

বাগানবাড়িটার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মনে হয় ছকাইয়ের, কবেকার কথা যেন, কেউ বসে আছেন ইজিচেয়ারে—বাগানে ফুল ফুটে আছে, মানুষটার নাকি শেষে কেউ ছিল না। দুই ছেলে বিদেশে চলে গেল। বউ আগেই মরে গেছে, শিশুদের দেখলেই ডেকে টফি দিতেন, ছকাই কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সেও যেন শুনতে পায় সেই সুদূরের শহরের মতো, আকাশে কে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে? যেন দমকলের ঘণ্টা। আকাশ নীল। গাছের মাথায় সাদা জ্যোৎস্না। প্রবীণেরা শুনল ঘণ্টার শব্দ। বুড়োরা শুনল, গির্জায় কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছে যেন।

বুড়োদাদু কী সুন্দর করে ম্যান্ডেলার সেইসব অভিযানের গল্প করত।

"তারপর দাদু?"

"আর যুবক-যুবতীরা দেখল, দুটো নক্ষত্র সমুদ্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে। কোনও অলৌকিক মহাকাশযানের মতো।"

"মহাকাশযান কী দাদু?"

"সে তো আমি জানি না। রাঙাবাবু বলত। আমি তোকে বললাম।"

"তারপর?"

"তারপর কেবল শিশুরাই দেখল, এক বালিকা সাদা ফ্রক গায়ে এবং সঙ্গে ছোট্ট ক্যাঙারুর গলায় বাঁধা রুপোর ঘণ্টা। বাতাসে তা দুলছে।

BanglaBook.org

বড়রা বলল, কিছুই না, গির্জায় কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছে। যুবক-যুবতীরা বলল, স্পুটনিক।"

ছকাইয়ের প্রশ্ন, "স্পুটনিক কী দাদু?"

"তা তো জানি না, ছকাই। রাঙাবাবু বেঁচে থাকলে জেনে নিতাম। সে ছাড়া এত খবর আর কে রাখবে বল!"

"তারপর দাদু?"

"কেবল শিশুরাই বলল, তারা যা দেখতে পায় বড়রা তা দেখতে পায় না। বড়দের জন্য ঠিক করল তারা দয়াময় যিশুর কাছে প্রার্থনা করবে।"

"যিশু কে আবার?"

"তিনি ঈশ্বরের পুত্র। রাঙাবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'আমাদের যেমন কৃষ্ণঠাকুর, তেমনি খ্রিস্টানদেরও ঠাকুর।"

"খ্রিস্টান কী দাদু?"

"অরে অত কথা আমি জানি না। কাগা-বগার নেত্য দেখিয়ে জীবন গেল, চুরির দায়ে জেল খেটে জীবন গেল, সে জানবে কী করে বল এত কথা। তোর এত কথার আমি জবাব দিতে পারব না। মহাদেব শুনে কেবল বলত, বাবুর যত আজগুবি কথা! বেটা এখন বোঝ। হলি তো দেশান্তরী। পাপ! ঈশ্বর মানে না, জাদুকর মানে না, ভগবানের লীলাখেলা বোঝে না, সব তেনার কাছে আজগুবি।"

ছকাই মনে-মনে ভাবে, সে কখনও আজগুবি ভাবে না। তার কোনও পাপ নেই। গাছটায় সে গিয়ে উঠে বসল। মোটা গুলঞ্চলতায় ঝুলে গর্তের সামনে মুখ নিয়ে যাওয়া যায়। এমনিতে পারা যায় না। খোঁদলটার ঠিক উপর থেকেই তিনদিকে তিনটে বিশাল ডাল উঠে গেছে। সে একটা ডালে বসে হাত ঢুকিয়ে জরদ্গব কৌটো খুঁজল। বছর পার হয়ে গেল, এবারে ঠিক দুটো একটা ফুটে যেতে পারে। সে এ-সময় বড় উত্তেজনায় থাকে। তার চোখ-মুখ এত অধীর যে, দেখলে কষ্ট হয়। কৌটোর মুখ খোলার সময় গলা শুকিয়ে যায় কেন। জল তেষ্টা পায় কেন!

সে ঢোক গিলে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। খুলতে সাহস পাচ্ছে

BanglaBook.org

না। কৌটো তেতে আছে যেন। গরমে ডিম ফোটে। ডিম বোধ হয় ফুটে গেছে। ঠিক দুটো-একটা পেয়ে যাবে। তার ভেতরে ঢাকের বাজনা বাজতে শুরু করেছে। কিন্তু কৌটো খুলে এত হতাশ যে, তার চোখে জল এসে গেল। পৃথিবীতে এত কিছু হয়, আর সামান্য দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় থাকলে মুক্তো হয় না, কে বিশ্বাস করবে ?

সে আবার কৌটোটা রেখে দিল। রেখে দেবার আগে দাঁতগুলি গুনল। আঠারোটা দাঁত। কেমন সোনালি হয়ে গেছে। তা হতেই পারে। রং পালটাচ্ছে। কিন্তু ছবিদাদার আংটির পাথরের মতো হচ্ছে না। দাঁতই আছে। শুধু রঙের হেরফের ঘটেছে। আগের দাঁতগুলি বিবর্ণ হয়ে গেছে। সে কৌটোটা মাথায় ঠেকাল। বিড়বিড় করে সব ঠাকুর-দেবতাকে বলল, "দাও ঠাকুর, তুমি তো ইচ্ছে করলে সব পারো। তুমি তো বুড়োদাদুকে চিঠি পাঠিয়েছ। আমি চিঠি পেতে পারি না ? আর কত দিন লাগবে চিঠিতে জানিয়ে দাও না।"

তারপর যত দেবতা যেখানে আছে তাদেরকে বলল, "দাও।"

মা মঙ্গলচণ্ডীকে বলল।

বাবা-ভোলানাথকে বলল।

মা-কালীকে বলল। এমনকী, জাদুকর বসন্তনিবাসও বাদ গেল না। "ম্যান্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ, তুমি তাকে পালক দিলে, হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা দিলে, আমি তো বেশি কিছু চাইছি না। আমার দাঁত, আমার কৌটোয় তুমি শুধু মুক্তো বানিয়ে দেবে।"

একবার ভাবল ছবিদাদাকে বলবে, 'কই, কিছু তো হচ্ছে না। তুমি বললে হয়, হল কোথায় ?'

BanglaBook.org

॥ ছয় ॥

খুব গোপনে সে একদিন ছবিদাদার পেছনে ছুটে গেল। বাড়ির সামনের রাস্তায় সাইকেল যায়, ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজে, তার বুক ধুকপুক করে।

সে ডাকে, "ও ছবিদাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"কেন রে, কিছু বলবি ?"

আশ্চর্য ! ছবিদাদা একদিনও জিজ্ঞেস করেনি তার দাঁত মুক্তো হল কি না।

সে বলল, "কই, হল না তো ?"

"কী হল না ?"

"ওই যে তুমি বলেছিলে, মনে নেই ?"

"কী বলেছি ?"

"তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না !" ছকাই এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলতেই সে হেসে ফেলল। বলল, "ইশ, একদম ভুলে গেছি। হবে। তা কতদিন হল যেন রেখেছিস ? তা হবে। অপেক্ষায় থাক, হবে।"

ছকাই বলল, "সেই যে সেবারে, বা রে, মনে নেই সুঁচাদ নিখোঁজ হয়ে গেল—সেবারে।"

"তা দু-তিন বছর হল ! এবারে হয়ে যাবে। ভাবিস না। আর কিছুদিন সময় লাগবে। ততদিনে বড় হয়ে যাবি। বড় হয়ে গেলেই সব হয়ে যায়। হারায়ও মানুষ অনেক।"

ছবির কষ্ট হচ্ছিল ছকাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। কত কিছুর আশা, এবং এই মাঠ-ঘাট আকাশের সর্বত্র রহস্য থাকে শিশুদের জন্য। সে-ও মাঠ পার হয়ে গেছে কতবার, যেন সেখানে গেলেই পেয়ে যাবে জাদুর বাক্স। তারপর বড় হতে হতে মিলের জবার।

ছবি যাবার সময় বলল, "তোকে বলেছিলাম না, কাউকে বলিস না। আমাকে যে বললি।"

"তোমাকে বললে কী হয় ?"

"আমাকেও না।"

"দোষ হয় ?"

"দোষ হয় না। তাতে দেরি হয়ে যাবে।"

ছকাই আর কী করে। তার সব ক'টা দুধে-দাঁত বোধহয় পড়ে গেল। আজকের দাঁতটা নিয়ে জঙ্গলের দিকে হাঁটা দিচ্ছে। এখন বিকেলে সে একা বের হতে পারে। গোরু-বাছুর নিয়ে বিলের মাঠে দিয়ে আসতে

BanglaBook.org

পারে। বাবা আর রাগ হলেই গাছপেটা করেন না। দাদাকে দোকানে লাগিয়ে দিয়েছেন।

এই জঙ্গলটা তার এত চেনা, যেন এখানে ঘুরে বেড়ালে সে দেখতে পায়, গাছেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে, পাখিরা এবং সব প্রাণী-জগতের মধ্যে সে কেন যে টের পায় কোনও এক আশ্চর্য ভালবাসায় সবাই যেন জড়াজড়ি করে আছে।

গাছটার কাছে যাবার দু-তিনটে রাস্তা আছে। পরিত্যক্ত ইটের ভাটার কাছে একটা বড় নিমগাছ। তার নীচে ইটের পাঁজা দিয়ে সেই কবে থেকে মেজেনদের থাকার ঘর করা হয়েছিল, তার কিছুটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা সে সেখানে দেখল, একটা লোক জঙ্গল থেকে ফুঁড়ে উঠেছে। পরিত্যক্ত চুনবালি-খসা মেজেনদের ঘরটার দিকে হেঁটে যাচ্ছে। বাবু-মানুষ। থুতনিতে কালো দাড়ি। যাত্রার সেনাপতির মতো লোকটার মুখ মনে হল। প্যান্ট-শার্ট সাদা। পায়ে বুটজুতো। এই জঙ্গলে সে কোনওদিন অন্য কাউকে দ্যাখেনি। সে ছাড়া যেই আসুক, তার মতো কোনও ধান্দায় এসেছে কিংবা কোনও গোপন মতলবে।

ছকাই লোকটাকে দেখেই ঝুপ করে জঙ্গলের মধ্যে বসে পড়ল।

এদিকটায় কিছুটা টিবির মতো। সামনে খানাখন্দ, বর্ষাকাল বলে জল জমে আছে। শাপলা-শালুক ফুটে আছে। বর্ষাকালে সাপখোপের ভয় বেশি। আগাছায় চারপাশ ভর্তি হয়ে যায়। ছিনেজোঁকের উপদ্রব বাড়ে। কুটকুট করলেই ছকাই প্যান্ট ঝাড়তে থাকে। কিংবা পায়ের গোড়ালি দ্যাখে। শীতের দিনে যতটা না অগম্য, বর্ষায় আরও। সেই জানে শুধু, রাঙাবাবুর বাগানবাড়ির ভিতর দিয়ে জঙ্গলটায় ঢুকে যাবার সোজা পথ আছে।

লোকটা ঠিক ওই পথে ঢুকেছে।

ঘরটার সামনে কিছুটা জায়গা ঘাস-পাতায় ভরা। কিছুটা জায়গা বেশ সাফসুতরো। লোকটা সেখানে বসে পড়ল। গায়ের কোট খুলে রাখল। তারপর শিশির মতো কী বের করে দেখল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। শিশিটা গালে চেপে ধরল। আদর করল। তারপর শিস দিতে থাকল।

BanglaBook.org

ছকাই ভাবল, লোকটা পাগল নাকি ! শিশি ঠিক না, বোতলও ঠিক না, সাদা রঙের আশ্চর্য কিছু হাতে—লোকটা খ্যাপার মতো শিশিটা এখন খোলার চেষ্টা করছে। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। আরে, করছে কী ! তারপর ছিটকে নিজেই কাত হয়ে পড়ে গেল।

ছকাই ফিক করে হেসে ফেলেছিল।

লোকটা হঠাৎ যেন সতর্ক হয়ে গেল। উঠে দাঁড়াল। চারপাশটায় কী খুঁজল। শেষে কী ভেবে আবার দু'পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। ঢকঢক করে গলায় কিছু ফেলল শিশি থেকে। পকেট থেকে আবার কী বের করছে ! একটা প্যাকেট। প্যাকেট খুলে আবার হেঁটে গেল। কচুপাতা ছিঁড়ল একটা। কচুপাতায় কী রাখল, আলতো করে কী খেল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ঘাসের উপর শুয়ে পা নাড়াতে থাকল।

মানুষটা কী রে বাবা ! খুব আহ্লাদ হয়েছে। দু'হাত উপরে তুলে কিছুক্ষণ হাঁটল। কী ধান্দায় এসেছে ! এই জঙ্গলের মধ্যে কেউ এসে এভাবে কিছু খায়, ছকাই ভাবতেই পারে না। ঘর নেই মানুষটার ! বাবা তো তাকে রাস্তায় কিছু খেতে দেখলেই বলবেন, "যাও, ঘরে গিয়ে খাও।"

বাড়ির বাইরে সে কামরাঙা খায়, কুল খায়, আম-জাম খায়। সে তো সব ফলপাকুড়। ফলপাকুড় ছাড়া সে কিছুই ঘরের বাইরে খায় না। তার মাত্র দুধে-দাঁত সবে পড়েছে। লোকটার বিশাল চেহারা। দৈত্যের মতো, আবার বাবু-মানুষও। সে কেন জঙ্গলে ঢুকে তারিয়ে-তারিয়ে খাবে।

জঙ্গলের ভিতর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। রেলপারের দিকে সূর্য হেলে গেছে। ছকাই উঠতে পারছে না। লোকটার কাণ্ডকারখানাই অন্যরকমের। লোকটার যে অসহ্য গরম লাগছে বোঝাই যায়, কারণ শার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলেছে। শুধু জাঙিয়া পরে কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে কুস্তি লড়ল।

সে আবার ফিক করে হেসে দিয়েছিল।

হেসে দিলেই লোকটা চমকে যায়। সতর্ক হয়ে যায়। তারপর কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে দেখে আসে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়। আবার কচুপাতা থেকে তুলে কিছু খায়। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

BanglaBook.org

হামাগুড়ি দিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে লোকটা কী খাচ্ছে দেখে ফেলল। কাঁচা লঙ্কা আস্ত। চাক-চাক শসা, কাঁচা ছোলা, কাঁচা পেঁয়াজ। প্লাস্টিকের খালি প্যাকেট পাশে।

তড়াক করে লোকটা উঠে দাঁড়াতেই সে দৌড়বে ভাবল। কিন্তু এখানে ইচ্ছে করলেই ছোটা যায় না। হাত-পা কাটবে কাঁটা গাছে, গায়ে রক্তপাত শুরু হবে। সে আরও জঙ্গলের সঙ্গে মিশে যেতেই অবাক, আরে, লোকটা একা-একা যে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। পা ছুঁড়ছে, লাফিয়ে একেবারে মাথার উপর পা তুলে ছুঁড়ছে।

এভাবে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি কাঁহাতক করা যায়। কিছুক্ষণ। না, তাও না, লোকটা এবার বসে পড়ল। ঢকঢক করে খেল আবার। বোতলটা খালি হলে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ভিতরে ফেলে দিল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল বোতলের ভিতর। বোতলটা থেকে কি এখন ধোঁয়া বের হবে! তারপর সেই ধোঁয়া কি দৈত্য হয়ে যাবে। লোকটা যা চাইবে, তাই এনে দেবে।

এ মা! এটা কী করল লোকটা। ধোঁয়া বের হল না। আগুন দপ করে নিভে গেল। খানাখন্দের জলে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। জলে বুড়বুড়ি তুলে বোতলটা তলিয়ে গেল। লোকটা এবারে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল। চিত হয়ে শুয়ে আছে মরা ব্যাঙের মতো। দূর থেকে তার এমনই মনে হচ্ছিল।

ধুস, যত পাগল, কী ধান্দা আছে, কে জানে! সাঁঝ লাগার আগে তাকে গাছে চড়তে হবে। জরদার কৌটো বের করতে হবে। খুলে দেখতে হবে। দু-একটা দাঁতও যদি হয়। মুক্তো হাতে বাঁধিয়ে পরলে মানুষের ভাগ্য পালটে যায়। অনেক টাকা, বিক্রি করলে। বাবা যখন জানবেন ছকাইয়ের কাণ্ড, তখন অবাক হয়ে যাবেন। তাঁর ছকাই দুরন্ত, লোকের আম-জামের বাগান থেকে এটা-ওটা, যেমন মরা ডাল, শুকনো পাতা চুরি করে আনে, তেমনই তালের দিনে তাল, আনারসের দিনে আনারস, কাঁঠালের দিনে কাঁঠাল চুরি করে খাওয়ায়। এবারে সে কাঁঠাল-আম-জাম নয়, একেবারে তাজা মুক্তো। তাও আবার চুরি করে নয়। নিজের দাঁত জরদার কৌটোয় রেখে বাবাকে মুক্তো বানিয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছে। বাবা বুঝবেন, তাঁর পুত্র কত লায়েক। বাবার আর কষ্ট থাকবে না।

বাবা বলবেন, "সংসারে ছকাইটা একদম বসে থাকে না।"

মা বলবেন, "আমার ছকাই সোনা, হিরের কণা।"

দাদা বলবে, "ছকাই আমার ভাই।" ছকাই কে হয় বললেই বলবে, "আমার ভাই। আমার মায়ের পেটের ভাই।" কত গর্ব করে বলবে।

বোনটা তো কিছু বলতে পারে না। বুঝবেই না তাদের অবস্থা ফিরে গেছে। রোজ বোনকে সকালে ডিমসেদ্ধ খাওয়াবে। ভিটামিনের অভাব বলেছে ডাক্তার। বোনের জন্য বড় ডাক্তার নিয়ে আসবে। বোনটা বুঝতেই পারবে না, এত কিছু হচ্ছে কী করে, ঘর বাড়ি দোকান জমিজমা, চাষের বলদ। পাকাবাড়ি হবে। ইশ, সে যত গাছটার কাছে যাচ্ছে, তত তার উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে। এত উত্তেজনা সে আর কোথাও গেলে অনুভব করে না।

গাছটার নীচে এলেই বুক ধুকপুক করতে থাকে।

"গাছ তুমি কার ?"

"আগে ছিলাম রাজার।"

"এখন কার ?"

"এখন তোমার।"

"তবে তুমি আমার জরদার কৌটোর কাছে নিয়ে চলো।"

আর তখনই মনে হল, সেই বিশাল গুলঞ্চলতাটা সাপের মতো হেলেদুলে নীচে নেমে এল। সে লতা ধরে গাছের কাণ্ডে বসে কিছুক্ষণ দম নিল। জোরে-জোরে শ্বাস ফেলছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। কতদিন হয়ে গেল, অথচ দাঁত, দাঁতই আছে। তার মাঝে-মাঝে কান্না পায়। আসলে তারা খুব গরিব বলেই ভগবান তার দিকে তাকাচ্ছে না। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, রাতের নক্ষত্র দিনে হারিয়ে যায়, বাবার প্রতি ভগবানের করুণা আছে বলে মনে হয় না। হলে কবেই দাঁতগুলি মুক্তো হয়ে যেত।

সে ধীরে-ধীরে জরদার কৌটোর জন্য হাত বাড়ায়। গাছের খোঁদলে নুয়ে হাত বাড়ায়। জরদার কৌটো সামনে রেখে গেছে। নাগাল পাচ্ছে

BanglaBook.org

না কেন। এবারে দু'পা লম্বা করে দিয়ে সে আরও নুয়ে গাছের সঙ্গে ঠেস দিল, গাল গাছের সঙ্গে লেপটে আছে। তবে কি দাঁত ফুটে মুক্তো হয়ে গেছে! কেউ টের পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে! নাগাল পাচ্ছে না কেন! আর তখনই ভিতরে কী যেন ঠেকল। হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে আনল। খোঁদল নীচে বলে এমনিতে কিছুটা ঝুঁকে দেখা খুব কষ্ট। সে যা টেনে আনল, তাতে তাজ্জব। তার জরদার কৌটো নেই। কার একটা বেশ বড় জরদার কৌটো। তাপে ভাপে সব বেড়ে যায়, কোথায় যেন শুনেছে। তার কৌটোও হতে পারে। তাপে ভাপে বড় হয়ে গেছে।

সে বুঝল, মার দিয়া কেল্লা। দাঁত ফুটে মুক্তো হয়ে গেছে। হয়ে গেছে বলেই কৌটোয় জায়গা ধরেনি। কৌটো ফুলে-ফেঁপে গেছে। তার জরদার কৌটো ছিল আঙুল-প্রমাণ, আর যেটা সে বের করল তা বিঘত-প্রমাণ সে যে কী করে!

তার হাত-পা কাঁপছে।

পকেটে রাখা যাবে না। সঙ্গে নিয়ে নামা কঠিন। নীচে ফেলে দিলেই হয়। কিন্তু এমন দামি মুক্তো ছুঁড়ে ফেলে দিলে হেলাফেলা দেখানো হবে। তা ছাড়া সে কিছুতেই কৌটো আর কাছছাড়া করতে চাইছে না। সে কৌটোর মুখ টেনে খোলার চেষ্টা করল, পারল না। কেমন শক্ত হয়ে সেঁটে গেছে। বেশি টানাটানি করতে গেলে না আবার গাছ থেকে পড়ে যায়।

এত সব চিন্তা মাথায় কাজ করতে সে আর মুহূর্ত দেরি করল না। গাছ থেকে লতায় ঝুলে নেমে এল নীচে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গলের আড়ালে বেশ দূরে চলে গেল। আর কিছুদূর গেলেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল। চিত হয়ে শুয়ে আছে। ছকাই জঙ্গলের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকছে। প্রায় রেল-ইঞ্জিনের মতো নাসিকা-গর্জন। ইশ, হাতের কাছে একটা ইটের টুকরো পেলে নাক-বরাবর ঢিল ছুঁড়তে পারত। তার হাতের টিপে জাদু আছে। সে যে-কোনও গাছের মগডাল থেকে ঢিল মেরে পাকা আম পাড়তে পারে।

BanglaBook.org

আর এ তো এত কাছে। লোকটার উপর কেন এত রাগ, সে বুঝতে পারছে না।

আসলে ছকাই এই জঙ্গলে আসা-যাওয়া করে কেমন বনটার উপর যেন অধিকার অর্জন করে ফেলেছে। অন্য লোক কেন! বদ মতলবে তবে ঘোরাঘুরি। তার দুধে-দাঁত মুক্তো হয়ে গেছে, টের পেয়ে গেছে বুঝি লোকটা। শিক্ষা দেওয়া দরকার। টের পেয়ে চুরি করতে এসেছে।

তারপর সে নির্জন জায়গায়, যেদিকটায় কারবালা মাজার, ভাঙা পরিত্যক্ত মসজিদ আছে, অশ্বত্থ গাছ আছে, আর ঘন ছায়া আছে, অথচ আর কেউ নেই সে ছাড়া, এমন জায়গায় এসে ঠুকে ঠুকে মুখের ঢাকনা খুলে অবাক—জরদা। শুধু জরদা। কী উৎকট গন্ধ বাবা। আর একটু হলেই তার যেন নেশা ধরে যেত। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। সে সবটা ঢেলেও কোনও মুক্তো পেল না। ছোট একটা সিল্কের থলে, থলেটা ভারী। থলেটা এল কোত্থেকে! চকরাবকরা রঙের থলে! সে তো ভিতরে থলে রাখেনি।

ছিল প্রজাপতির পাখনা, হয়ে গেল জরদা।

ছিল দাঁত, হয়ে গেল থলে।

এ তো তাজ্জব ঘটনা। ম্যান্ডেলার জাদুর পালকের চেয়ে কম যায় না। বুড়োদাদুর ভগবানের চিঠির চেয়ে কম যায় না। ডিম ফুটলে ছানা, বীজ পুঁতলে গাছ, তবে থলের ভিতর কী আছে?

এত আঁট করে বাঁধা যে, সে খুলতে পারছে না।

সে দাঁতে কামড়ে গিঁট খোলার চেষ্টা করছে। তবে হাত-পা কাঁপছিল সেই থেকে। বুক ধড়ফড় করছে। সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে। কেউ দেখে ফেলছে কি না! হাঁটু মুড়ে সে বসে আছে। থলেটা টিপে টিপে দেখছে, আছে। গোল-গোল কী যেন হাতে লাগছে।

ভগমান, তুমি আমাকে সাহস দাও। আমার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে কেন!

সে থলের মুখ খুলে হতাশ। কাচের ছোট-বড় অনেকগুলি গুলি। ঝকঝক করছে। ইশ, মুক্তো হল না। স্ফটিক পাথর হয়ে গেল।

BanglaBook.org

দু-তিনটে পাথর তো ডাগ্গার মতো বড়। গুলি খেলার সময় ডাগ্গাটা যার যত ভারী সে তত জিতে যায়। দাদার ডাগ্গা কী সাদা রঙের। প্রায় দেখতে কবুতরের ডিমের মতো বড়। তারটা এত বড় নয়। আর থলের ভিতর পাথর—ঠিক কাচের গুলি নয়—কেমন পল-কাটা। ধুস, এ নিয়ে কী হবে!

জরদার কৌটোয় দাঁত রাখলে মুক্তো হয়। আর হয়ে গেল স্ফটিক পাথর। এই পরিণতি শেষে। সে রেগে গেল লোকটার উপর। আসলে লোকটা অপয়া। ভগমান বুঝতে পেরেছিল, ছকাইয়ের মুক্তো চুরি করতে এসেছে লোকটা। দে উচিত শিক্ষা। দে কাচের গুলি করে। সে লোকটাকে এবার উচিত-শিক্ষা দেবে। তুই এত বড় সর্বনাশ করলি!

সে থলেটা আবার কুড়িয়ে নিল। থলে থেকে সবচেয়ে বড় কাচের বলটা তুলে নিয়ে হাঁটা দিল। এবং জঙ্গলের ভেতর থেকে ধাঁই করে ছুঁড়ে মারল মাথায়। টকাস করে টাকে লেগে গেলে ধড়ফড় করে উঠে বসল। মাথা চুলকোল। চোখ খুলতে পারছে না। আবার ঢলে পড়ল। পড়েই নাক ডাকতে শুরু করল।

সে জঙ্গলের ভিতর থেকে বের হয়ে বসে রইল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সে ভাবল জলে ফেলে দেয়। কী হবে! কিন্তু কাচের পল-কাটা গুলি এত চকচক করছে যে, ফেলে দিতে মায়া হচ্ছে। দাদার সঙ্গে গুলি খেলায় এঁটে উঠতে পারে না। এই গুলি তার। সে নিশ্চিত জানে হারবে। সে দু-চার আনা চুরি করে যতই গুলি আনুক, তার দাদা জিতে নেয়। কিংবা রাধা খেলতে আসে। তার কাছেও সে কতবার হেরেছে। তার কাছে আর গুলি নেই। দাদা যদি এগুলিকে গুলির মর্যাদা দেয়, তবে আরও কিছুদিন সে দু-চার আনা চুরি না করেও খেলে যেতে পারবে।

তার গুলি খেলার নেশা, দাদারও।

বাবা এজন্য কত মার মেরেছেন।

এজন্য তারা একটা গোপন জায়গা আবিষ্কার করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

দু'ভাই সেখানে খেলে।

জায়গাটা জ্যাঠার কাঁঠালবাগান আর তাদের সীমানার মধ্যে পড়ে। চালতা গাছের ছায়া ঘন। নীচে ঘাস গজাতে পারে না। ঝিনুক দিয়ে ছোট চার-পাঁচটা গর্ত করে নিয়েছে। তারপর পায়ের মুড়ো দিয়ে গোল করে নিয়েছে। একটা লম্বা দাগ। আট-দশটা গুলি ওপারে ছড়িয়ে দেওয়া, তারপর দাদা সবচেয়ে কঠিন গুলিটাকে তাক করে মারতে বলবে। লাগলে গুলিটা তার, না লাগলে পকেট থেকে গুলি বের করে দিতে হবে।

দাদার হাতের টিপ তার চেয়েও বেশি।

সে দাদার সঙ্গে পারে না।

ভগমানের গোসা। সে মিছে কথা বলে এজন্য গোসা। সে পাখপাখালি দেখলে গুলিতে মেরে বেড়ায় এজন্য গোসা। সে লোকের জমিতে চুরি করে খোঁটার দড়ি খুলে গোরু ছেড়ে দেয়, এজন্য গোসা। তার আর কিছুই হল না। দাঁত তার মুক্তো হল না।

ছকাইয়ের মনে বড় কষ্ট।

॥ সাত ॥

ছকাই বড় বিমর্ষ মুখে বাড়ির দিকে রওনা হল। লটারির টাকা পাবার মতো আশা ছিল তার, সব সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেল। সে প্রায় ধরেই নিয়েছিল পেয়ে গেছে, সে এখন কী করে!

সে দৌড়চ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জরদার কৌটোটা সে ফেলে এসেছে। ওটা মার কাজে লাগবে। মা খুশি হবেন পেলে। সে তো চায় মা তার খুশি থাকুন। অভাবের তাড়নায় মা তটস্থ হয়ে থাকেন, মেজাজ ভাল থাকে না, কারণে-অকারণে ধরে মা তাকে মারেন—সেই মা'কে খুশি করার জন্য দৌড়ে গিয়ে জরদার কৌটো হাতে নিয়ে সে ছুটতে থাকল। এক হাতে সোনালি রঙের সিল্কের থলে। সে ভাবল, থলেটা পেলে বাবার কাজে লাগবে। বাবা ওটায় দশ-পাঁচ টাকার নোট রাখতে পারবেন, কাজেই মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ পুলক বোধ করল।

BanglaBook.org

সিল্কের থলেটা পেলে বাবা খুশি হবেন। জরদার বড় কৌটো পেলে মা খুশি হবেন।

মা ডাল কিংবা মসলা রাখতে পারবেন। মুড়ি রাখতে পারবেন।

তা খারাপ না। সে আবার থলেটা খুলে দেখল, ইশ, যেন পাথরগুলি জ্বলছে। পাথর না কাচের গুলি, যাই হোক, দাদাও খুশি হবে। সে গাছ থেকে নেমে যতটা ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল, এখন আর ততটা নেই। গরিব মানুষের জীবন এরকমেরই, সে বসে কাচের গুলি গুনে দেখল উনিশটা। সে তো একুশটা দাঁত রেখেছিল। সবচেয়ে বড় গুলিটা দিয়ে লোকটার টাকে মেরেছে। ওটা থাকলে ঠিক-ঠিক বিশটা।

কেন যে মুক্তো না হয়ে কাচের গুলি হয়ে গেল। সবই ঠিক আছে, নাকি সে ভুল করে ফেলল। মুক্তো ঠিক হয়ে যেত। মুক্তো হবার আগে কাচের মতো দেখতে হয়, তারপর রং পালটায়, ইশ, তারই ভুল। এত বড় ভুল কেন যে করতে গেল! আর ক'টা মাস সবুর করলে আর তার বাবাকে পান-বিড়ির দোকান করতে হত না। মাকে ছেঁড়া তেনাকানি পরে থাকতে হত না। বোনটাকে সকালে হামাগুড়ি দিয়ে মুড়ি খেতে হত না।

বাড়ি ঢুকতেই মার রণরঙ্গিণী মূর্তি, "কোথায় গেছিলে? সারাদিন একদণ্ড বাড়ি থাকিস না। তোরা ভেবেছিস কী। আজ তোকে কে খেতে দেয়, দেখব।"

খেতে না পেলে কাবু। মা লম্ফ জ্বালছেন। সে ভাবল মা'কে সব বলবে। কিন্তু এ-সব কথা বললে মা বিশ্বাসই করবেন না। বলবেন, তোর ছবিদাদার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোদের নিয়ে যা খুশি করে। গরিব বলে তোদের নিয়ে মজা করে।

কাজেই বলা যায় না। মা ছবিদাদাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। বসতেও বলবেন না। সাইকেল নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকবে, তবু মা বসতে বলবেন না। সে হাত ধরে বলবে, "এসো না, ঘরে এসে বোসো।" কিন্তু মা কেমন নিস্পৃহ গলায় বলবেন, "ওর কাজ আছে। কেন টানছিস?" তারপর ছবিদাদা কেমন ব্যাজার মুখে বলবে, "না যাই রে, কাজ আছে।"

BanglaBook.org

সংসারের সব দুঃখ সে দু-হাতে সরিয়ে দিতে চায়, কোথায় যে কার কষ্ট ছকাই বোঝে না, তাদের কষ্ট পেট পুরে খেতে পায় না।

সে মা'র হম্বিতম্বি গায়ে মাখল না। বলল, "দ্যাখো মা, কত বড় কৌটো।"

নিভাননীর মুখ মুহূর্তে প্রসন্ন হয়ে গেল !

"কোথায় পেলি ! দেখি, দেখি। একেবারে নতুন। দে, দে। দেখি।" প্রায় জোর করে যেন কেড়েই নিলেন। রান্নাঘরে ঢুকে বসে দেখলেন। ভিতরে জরদার গন্ধ। নাকে শুঁকলেন। তারপর আঁচল ঢুকিয়ে ভিতরটা মুছলেন ভাল করে।

একটা জরদার কৌটো সংসারে কত বড় কাজে লাগে নিভাননীর প্রসন্ন মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

মা খুশি হয়ে বললেন, "লক্ষ্মীর বাতাসা আছে একটা, খেয়ে নে।" হাত-মুখ ধুয়ে আয়। বোনকে একটু ধর।"

তার দু'পকেট-ভর্তি কাচের গুলি। বোন কাঁদছিল—শান্ত করার জন্য একটা গুলি বের করে বোনের হাতে দিল। তারপর বোনকে নিয়ে ঝাঁকাতে থাকল। সুন্দর গুলিটা পেয়ে বোনও খুশি।

মা অন্ধকার থেকেই বললেন, "বোনের হাতে কী দিলি ?"

"একটা কাচের গুলি ! দ্যাখো, কেমন চকচক করছে।"

নিভাননী বললেন, "ইশ, কী চমকাচ্ছে রে !" তারপরই বললেন, "হাতে দিস না। যা পায় তাই মুখে দিয়ে দেয়। গলায় আটকে গেলে বের করতে পারবি না।"

ছকাই কেড়ে নিতে গেলে বোনটা হাত সরিয়ে নিচ্ছে। সে বোঝে বোনের হাতে দেওয়া ঠিক হয়নি। একবার সে একটা পাঁচ পয়সা দিয়েছিল বোনের হাতে। বোন টুক করে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, গলায় আটকে গেল, ইশ, কী লড়ালড়ি বোনের জীবন নিয়ে। হাঁ করে আছে। চোখ উলটে দিচ্ছে। মা আঙুলে নাগাল পাচ্ছেন না। চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, জল, 'মাথায় ফুঁ দাও, বউমা'—এসবের মধ্যে বড়জেঠি ভাগ্যিস এসে গিয়েছিলেন। বড়জেঠির লম্বা আঙুল। আঙুল ঢুকিয়ে পয়সা বের করে এনেছিলেন। জেঠির আঙুলে রক্ত। বোনটা বেঁচে গেল।

BanglaBook.org

মা বললেন, "আন তো দেখি।"

বোনের হাত থেকে কেড়ে ওটা সে মা'কে দিল। তার দু'পকেট ভর্তি। মা যদি বোঝেন বাবু গুলি খেলার জন্য দোকান থেকে পয়সা সরিয়ে কিনে এনেছে, তবে আর রক্ষা নেই। সব কেড়েকুড়ে নিয়ে খালের জলে ফেলে দেবেন। আর চিৎকার করবেন, তোরা আমায় একদণ্ড নিস্তার দিবি না। আবার পয়সা সরিয়েছিস। সংসারের অভাব অনটন বুঝিস না।

মা বললেন, "গুলি বলছিস কেন? গুলি না, কাচের পাথর। আজকাল কত কিছু বের হয়েছে।" মেলা থেকে নিভাননী আড়াই টাকায় ইমিটেশন গোল্ডের চুড়ি কিনেছিলেন। ওতে এমন পাথর বসানো আছে। চুড়ির পাথরগুলি খুব ছোট, এটা বেশ বড়। কানের টব হতে পারে। আর একটা থাকলে হয়। পাবেন কোথায়। পেলে পয়সা হলে রুপোর টব একজোড়া বানিয়ে নিতে পারতেন। ফসল উঠলে সংসার কিছুদিন সচ্ছল থাকে। সে-সময় এক জোড়া রুপোর টব বানানো খুব কঠিন না।

আসলে সবচেয়ে বড় দুঃসময় জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। এ-সময়টায় একবেলা খায় তো একবেলা উপোস। সকালে কোনও-কোনওদিন খেতেই পায় না। নিভাননী বেলা করে খড়কুটোতে রান্না করেন। খেতে-খেতে তিনটে বেজে যায়। কখনও রুটি, কখনও ভাত। অবেলায় খাইয়ে দিতে পারলে রাতে দুটো মুড়ি, যবের ছাতু যা হয় পাতে দিতে পারলেই ছকাই খুশি।

নিভাননী বললেন, "আর একটা পাস তো আমাকে দিস।"

"কী করবে মা?"

"কানের একজোড়া ফুল বানাব।"

ছকাই ভাবল, এখন না। মা টের পেলে সব নিয়ে নিতে পারেন। সে গোপনে পরদিন আর একটা দিলে নিভাননী যত্ন করে তুলে রাখলেন। সুসময় যদি কখনও আসে।

রাতে ছকাই বাবাকে বলল, "কী সুন্দর থলে দ্যাখো, বাবা।"

নেপাল দাস রুটি চা দিয়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলেন। এক হাতে নিয়ে

BanglaBook.org

দেখলেন, তা খুব চকরাবকরা। ছকাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোর ভারী খারাপ স্বভাব। কোথা থেকে কুড়িয়ে পেলি ?"

এটা ঠিক, ছকাই যখন যেখানে যায় বাড়ির জন্য কিছু নিয়ে আসে। কখনও কলমি শাক, দু'তাল গোবর, মরা ডাল, আম-আনারস, সংসারে সে বোঝে সবই কাজে লাগে। বাবাকে খুব প্রসন্ন দেখাল না। বললেন, "ফেলে দে। কার না কার, রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস ধরতে নেই।" বাবা কোনও আগ্রহ দেখালেন না। ছকাই রেগে গেল মনে-মনে। সে তার গুলি কৌটোয় না রেখে এখন থেকে ভাবল থলেটাতে রাখবে।

॥ আট ॥

সকালে ঘুম থেকে উঠে নেপাল দাস সবাইকে নিয়ে দোকানে চলে যান। এক ক্রোশ পথ হেঁটে-হেঁটে যেতে হয়। ল্যাংড়া বিবির হাতার পাশ দিয়ে পাকা সড়ক চলে গেছে। পাকা সড়কে উঠে কিছুটা আরও হাঁটতে হয়। রাস্তার দু'পাশে আগে কত সব ফল-পাকুড়ের গাছ ছিল। এখন তার একটিও নেই। সরকার থেকে ইউক্যালিপটাসের গাছ লাগানো হয়েছে। সড়কের দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সঙ্গে ছকাই যাচ্ছে। চাল-ডাল-তেল-নুন কিনে দেবেন বাবা। সে মাথায় করে নিয়ে আসবে। পকেটে সেই সতেরোটা পাথর। মকাই-ছকাই পেছনে পড়ে গেছে।

ছকাই ভাবল, এই অবসরে দাদাকে বলবে, "দাদা রে, দ্যাখ।"

ছকাই পকেট থেকে তুলে দেখাল। মকাই বলল, "না, দরকার নেই।"

মকাই বুঝতে পারে ছকাইয়ের অভিসন্ধি। সে বলল, "একটাও পাবি না।"

"আমি তোকে দুটো দেব। তুই আমাকে একটা গুলি দে।"

মকাই তোর টোফায় অনেকগুলি পাথরের গুলি রেখে দিয়েছে। ছকাইয়ের পয়সা নেই। সে ধরলেই হইচই বাধিয়ে দেয়। মারামারি শুরু হয়। সংসারে এখন মকাই লায়েক হয়ে গেছে। মারামারি করলে,

BanglaBook.org

মা-বাবা সবসময় দাদার পক্ষ নেয়। সে জোর খাটাতে পারে না আগের মতো। তাও দু'বার দাদার গুলি সে চুরি করেছে। ধরা পড়ে মার খেয়েছে। দাদাটা কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।

আর এ-সময় দেখল, দূরে লোক-ছোটাছুটি করছে।

কে একজন সাইকেলে যেতে যেতে বলল, "একটা লোককে কারা খুন করে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে গেছে।"

বর্ডার বলে খুনখারাপি লেগেই থাকে। দু-পাঁচ দিন পুলিশের জিপ ছোটাছুটি, একে-ওকে জেরা, তারপর আবার সব থিতিয়ে যায়।

নেপাল দাস গা করলেন না। কেন খুন হয় মানুষ, তিনি বোঝেন না।

ছকাই ভিড়ের মধ্যে মাথা গলিয়ে অবাক, আরে, সেই লোকটা। মাথায় টাক, থুতনিতে সেনাপতির মতো দাড়ি। লোকটাকে সে জঙ্গলের মধ্যে দেখেছে।

লোকটার জামা-প্যান্ট রক্তে ভেসে গেছে। ছকাইয়ের ভয় ধরে গেল। গা গুলিয়ে উঠল। একজন পরিচিত মানুষকে সে কখনও খুন হতে দ্যাখেনি। লোকটাকে তারও অপছন্দ ছিল, কেন বোঝে না। সেই লোকটা শেষে খুন হয়ে গেল! সে প্রায় বলেই ফেলেছিল, 'আমি দেখেছি, লোকটাকে আমি চিনি। জঙ্গলে লোকটা শুয়ে ছিল।' কিন্তু বলতে গিয়ে ভয় পেল। সে পায়ে-পায়ে বাবার পিছনে যাচ্ছে—একটা কথা বলছে না।

বাবা বললেন, "গুম খুন।"

পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। এখন আবার জেরা চলবে। থানায় ধরে নিয়ে যাবে। পেটাবে। সে তাড়াতাড়ি পোঁটলায় বাবার দেওয়া চাল-ডাল-তেল-নুন বেঁধে নিল, ও-রাস্তায় আর ফিরে এল না।

নেপাল দাস দোকান সাজিয়ে বসার আগে উনুনে আঁচ দেন। কল থেকে তিন-চার বালতি জল নিয়ে আসেন। দুধের সসপ্যান ধুয়ে আনেন, তারপর ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে তিনি অন্য ধান্দায় থাকেন। জোড়াতালি দিয়ে তিনি কোনওরকমে পাঁচটা পেটের অন্নসংস্থান করছেন।

BanglaBook.org

বটুক এসে বলল, "দাদা, পাটের দাম পড়ে যাচ্ছে। সরকার থেকে পাটের দর বেঁধে দিয়েছে। কী জ্বালা বলো, কেউ আর ফড়েদের কাছে পাট বিক্রি করতে চায় না। কী অরাজক অবস্থা। চুরি রাহাজানি ডাকাতি, লোকটাকে কারা খুন করে ফেলে গেল! পেপারে খবর বের হয়েছে জানো? আন্তর্জাতিক অপরাধী-চক্র আমাদের বর্ডারে সোনা-হিরে পাচার করছে।"

নেপাল দাস বসে ছিলেন। কেতলিতে গরম জল ফুটছে। মকাই তিন কাপ চা বানিয়ে বাবাকে, বটুককাকাকে দিল। এক কাপ নিজে খেল।

চা খেয়ে কাপটা জলে ধুয়ে রাখল, তার এসব শোনার আগ্রহ নেই। তারকপুরে যেতে হবে। কিছু কাঁচা সবজি এখন দোকানে রাখে। লাউ কুমড়ো শিম—গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে সে মাথায় করে নিয়ে আসে। দোকানের একপাশে রেখে দেয়। দু-চার টাকা কখনও হয়, কখনও লোকসান দেয়।

তার মাথায় এখন একটা কাঁচাকলার ছড়া ঝুলছে। দামে বনিবনা হচ্ছে না। দরাদরি চলছে। তেরো টাকা পর্যন্ত উঠেছে। মামুদ বলেছে, ষোলো টাকার কমে ছাড়বে না। তিনটে টাকা তার কাছে অনেক। খদ্দেররা সব কড়েকিপ্টে লোক। পয়সা খসালে প্রায় আর-এক রাহাজানির শামিল।

নেপাল দাস বললেন, "আমরা বটুক, টাকা-পাঁচসিকার লোক। হিরে-জহরত দিয়ে কী হয় জানি না! ওতে মানুষের পেট ভরে, বলো!"

তিনি আর বসলেন না। বিড়িটায় দু'টান দিয়ে বটুককে দিয়ে দিলেন। বটুক সেই আশায় বসে আছে জানেন। না দিলে ধারে নেবে, পয়সা আদায় করা কঠিন। কিপ্টে স্বভাবের। লুঙ্গি আর ফতুয়া ছাড়া পরতে কিছু দ্যাখেনি। টাকা যে কম নেই, ফড়ে গিরি করলে দাদন দিতে হয়, নেপাল দাস সব বুঝেও উঠে চলে গেলেন। কলার ছড়াটা বেহাত হয়ে না যায় আর এক ভয়।

ছকাই বাড়ি ফিরে বাড়ি-বাড়ি খবর দিল—একটা লোককে বড় সড়কে কারা খুন করে ফেলে রেখে গেছে।

BanglaBook.org

সকালে তার কিছু পেটে পড়েনি। সে দেখল ছবিদাদা যাচ্ছে, ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘণ্টি বাজাচ্ছে। তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে গেলেই জানান দিয়ে যায় ছকাইকে।

ছকাই ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে গেল। যদি কান ধরে ওঠবোস করলে দশটা পয়সা দেয়। মুড়কি কিনে খেতে বলে। সেই আশায় সাইকেলের পেছনে ছুটছে। আর ডাকছে, "ছবিদাদা, জানো, একটা লোককে না বড় রাস্তায় কারা খুন করে ফেলে রেখে গেছে।"

ছবির মিলের টাইম হয়ে গেছে। কে খুন হল, কাকে খুন করল, কোথায় পড়ে আছে জানার আগ্রহ নেই। সে শুধু বলল, "বাড়ি যা। যা দিনকাল পড়েছে খুনখারাপি হবে বেশি কী!"

"দশটা পয়সা দাও।"

"না হবে না। যা।"

"দাও না।"

"হবে না বলছি।"

"কান ধরে ওঠবোস করছি। দাও। খিদে পেয়েছে।"

"বলছি হবে না। যাবি, না যাবি না? ক্যারিয়ারে হাত দিচ্ছিস কেন! আবার স্পোকে হাত দিচ্ছিস! কী ছেলে রে বাবা!"

ছবি এবারে সাইকেল চালিয়ে দিল। ছকাই দশটা পয়সা পেল না। তার কান্না পাচ্ছে। রাগে, ক্ষোভে—কার উপর যে এই ক্ষোভ সে জানে না, পকেট থেকে একটা কাচের বল তুলে ছুঁড়ে মারল। ঠকাস করে সাইকেলের স্পোকে গিয়ে লাগল পাথরটা। আচমকা সাইকেলে কেউ ঢিল ছুঁড়েছে ভেবে নেমে পড়ল ছবি। দেখল, ছকাই তাকিয়ে আছে। তার কেমন যেন মায়া হল। ডাকল, "শোন।"

ছকাই দৌড়ে গেল।

"তোর মা খেতে দেয়নি।"

"না। দিবে কোত্থেকে। খেতে চাইলেই বলে, একবারে খাবি। বলো খিদে পায় না! ছকাই নুয়ে পাথরটা তুলতেই ছবি দেখল, পাথরটার মধ্যে আশ্চর্য বিদ্যুৎ-প্রভা। সে প্রথমে কেমন চমকে গেল। তারপর ছকাইকে বলল, "এটা দিয়ে ঢিল ছুঁড়েছিস?"

BanglaBook.org

"দশটা পয়সা দাও না।"

"দেখি পাথরটা।"

ছকাই বলল, "নেবে ? কুড়িটা পয়সা দাও।"

ছবি হাতের তালুতে রেখে পাথরটা দেখল। তারপর বলল, "কোথায় পেলি ?"

"আমার কাছে আরও আছে। নেবে ?"

তারপরই ছবির মনে হল, আসলে সে লোভে পড়ে গেছে। কাচকে হিরে ভাবছে। ছকাই বলছে তার আরও অনেক আছে। ইমিটেশান পাথর। আজকাল কোনটা কাচ কোনটা হিরে বোঝার পর্যন্ত উপায় নেই। সে তো জহুরি না যে বুঝবে ! কেমন সহসা মনে হয়েছিল, সে সাত রাজার ধন এক মানিক পেয়ে গেছে। নিজের বোকামির কথা ভেবে বলল, "কুড়িটা না, তোকে চল্লিশটা পয়সা দিলাম। পাঁউরুটি, মুড়কি যা খুশি কিনে খাবি।"

ছকাই বলল, "এটা নেবে না ?"

"ধুস। এটা দিয়ে কী করব। তোর তো সবই লাগে। বাসের টিকিট, দেশলাইয়ের বাক্স, ইঁদুরের বাচ্চা, টিকটিকির ডিম—এটাও তোর কাছে রেখে দে।"

ছকাই খুব দমে গেল।

ছকাই ভাবল, বুড়োদাদুর কাছে গেলে হয়। তার পাথরগুলি দেখে সবাই প্রথমে চমকে যায়, পরে পাত্তা দেয় না। বুড়োদাদু মগা নৃত্য করত কবে কোন্‌কালে যেন। আলখাল্লা পরত, পায়ে মোজা পরত, মাথায় পালকের টুপি। কালো সুতোয় আঙুলের মারপ্যাঁচে কাগা-বগার নৃত্য দেখায়। মালি সোলা দিয়ে সুন্দর সব মুখোশ তৈরি করত। কোনওটা বক, কোনওটা বাঘ। তার বাঘের মুখোশ চাই। সে ভাবল, আজ বাঘের মুখোশটা চাইবে। বলবে, সব পাথরগুলি নাও, বাঘের মুখোশটা দাও। কিন্তু সে গিয়ে দেখল, বুড়ো নেই। গঙ্গাসাগরের মেলায় যাবে বলে কোথায় চলে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে যা চায়, তা পায় না। সবাই কোনও-না-কোনও মেলায় চলে যায়।

ছকাই দাদার কাছে গুলি চাইল, পেল না।

BanglaBook.org

বুড়োদাদুর কাছে বাঘের মুখোশ পাবে বলে গেল, পেল না। সারাটা দিন তার কী করে যে কেটে যায়! সে ভাবল, রাধার কাছে যাবে। তার বয়সী। গেলেই পুতুল বের করে দেখাবে। মেলা থেকে বাবা তার রং-বেরঙের পুতুল কিনে দেয়। যদি একটা পুতুল সে বোনের জন্য নিতে পারে। মা কানের ফুল বানাবে বলেছে, রাধাও দেখে তার মা'কে বলতে পারে, 'আমি হার গড়াব মা। ছকাইয়ের হাতে দ্যাখো, কী সুন্দর পাথর, ঝকমক করছে।'

ছকাই জানালার কাছে গিয়ে শিস দিল—সে গেলেই রাধার মা তেড়ে আসেন। 'আবার এখানে!' রাধা বাড়িতে ভাল-কিছু হলে, যেমন মোয়া, নাড়ু, তিলের তকতি—চুরি করে ছকাইকে দুটো-একটা দেয়। এই লোভে সে যায়। পালিয়ে জানালায় উঁকি দেয়, কিংবা দূর থেকে সে শিস দেয়, একমাত্র রাধাই বুঝতে পারে তার পেটে কিছু পড়েনি। রাধা ফ্রক গায়ে দেয়, বিনুনি বাঁধে। নাকে নথ পরিয়ে দিলে পরি মনে হয়। রাধার কাছে যাবার জন্য মাঝে-মাঝে তার মন ছটফট করে। আগে তার সঙ্গে মাঠে-মাঠে দৌড়ত, গাছের ছায়ায় বসত, হার-কুত্‌কুত্‌ খেলত, গুলি খেলত, রাধা এখন আর আসে না।

সে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, ওর বাবা খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁকে দেখেই কেমন ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল।

"কে রে? কে ওখানটায়!" বলে জানালার কাছে তেড়ে গেলেন।"

ছকাই ছুটছে মাঠ পার হয়ে। খবরের কাগজে সব বীভৎস খবর বের হচ্ছে। এই এলাকার মধ্যেই কোথাও কিছু ঘটেছে, যার জন্য একের পর এক খুন হচ্ছে। পুলিশ গোয়েন্দায় ছেয়ে গেছে এলাকা। কে যে কখন খুন হবে ঠিক নেই। কেন্দ্র থেকে স্পেশাল অফিসার ডেপুট করা হয়েছে। কিন্তু রহস্যটা ধরতে পারছে না। সুচাঁদ বলে একটা ছেলে সেই কবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, তার লাশও পাওয়া গেছে। যাদের পয়সা আছে তারা ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেছে। কখন কী কারণে কাকে ধরে নিয়ে যাবে, কে গোয়েন্দা, কে পুলিশের লোক, কে খুনি, কে জানালায় এসে উঁকি দিয়ে দেখে যাবে, সন্দেহ সংশয় এমন এক গুমোট আবহাওয়া সৃষ্টি করছে যে, একদণ্ড কারও নিস্তার নেই। খুনের কোনও কিনারা

BanglaBook.org

করতে পারছে না পুলিশ।

পরদিন বটুক এসে বলল, "নেপালদা, সর্বনাশ। শুনেছ!"

নেপাল দাসের এসব শোনার সময় নেই। তিনি খেটে খান। যে খুন করে সেও খুন হয়। তিনি খুনও করেন না, খুন হবার ভয়ও তাঁর নেই।

বটুক বলল, "দুধে-দাঁত পড়েনি, বুঝলে, আরে, নরসিং সরকারের ছেলেটা, হ্যাপা, হ্যাপাকে চেনো না, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছকাইটা টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেধরাদের কাজ বলছে কাগজ। আবার কেউ-কেউ অন্য কথাও বলছে।

নেপাল বললেন, "আমার ছকাই চালাক আছে। কেউ কিছু দিলে খায় না। কারও সঙ্গে যায় না। সে নিজের লোক চেনে। আর কী ছুটতে পারে। তার নাগাল পাবে কে!"

॥ নয় ॥

ক'দিন বেশ ঝড়-বৃষ্টি গেল। জমিতে আউশ ধান বোনা হচ্ছে। পাটগাছ বড় হয়ে গেছে। এই প্রকৃতির মধ্যে ছকাই কখনও ঝিম মেরে বসে থাকে। পাখিরা উড়ে যায়। সে কখনও মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে একা। কখনও দোকানে বাবার ভাত মাথায় করে নিয়ে যায়। এমন সুন্দর পৃথিবীতে ক্ষুধার কষ্ট না থাকলে কী মজাই না হত।

এক সকালে সে উঠে দেখছে, মা বোনটাকে বাটিতে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখেছে। বোনটা দু' আঙুলে খুঁটে-খুঁটে মুড়ি খাচ্ছে। তার যে কী হল, সে তক্তাপোশ থেকে লাফ দিয়ে নেমেই সব মুখে ফেলে দৌড়। আমি কেউ না! আমার খিদে পায় না। কেবল বোনের খিদে পায়।

কিন্তু বড় সড়কে উঠেই মনে হল, বোনটা যে তার ক্ষুধায় কাঁদবে! কাঁদলেই মা ধরে মারবেন। তার মায়া বেড়ে যায়। তার কাছে কিছুই নেই, সে বোনকে কিছু কিনে খাওয়াতে পারে। বোনের জন্য তার কান্না পেতে থাকে। দশ পয়সায় পাঁউরুটি হয়, দশ পয়সায় এক ঠোঙা মুড়ি হয়, দশটা পয়সা তার নেই।

অথচ তার দশটা পয়সার দরকার। খিদে পেলেই বোনটা মাকে

BanglaBook.org

জ্বালাবে। সে তার এত কষ্টের পাথর, দশটা পয়সার বিনিময়ে দিতে রাজি। কেউ তো জানে না, দাঁত জরদার কৌটোয় রাখলে মুক্তো হয়। আসলে সে জানে এগুলি আবার জরদার কৌটোয় ভরে রেখে দিলে মুক্তো হয়েও যেতে পারে। সে একটু বেশি তাড়াতাড়ি কৌটো খুলে ফেলে নিজের সর্বনাশ করেছে।

তখন এক আততায়ী হেঁটে যায়। মাথায় কালো টুপি, গায়ে কালো জহর কোট, পায়ে পামপশু। তার চোখ জ্বলছে ভাটার মতো। রাতে সে হাতে দস্তানা পরে থাকে। দস্তানার ভেতর থাকে কালো বেড়াল। কালো বেড়াল ছেড়ে দিলে ঠিক জায়গায় ঠিক জিনিসটি মুখে করে নিয়ে আসে।

রাধা ছকাইকে গল্পটা বলেছে। রাধাকে বলেছে তার বাবা। কালো বেড়াল দেখলেই সবাই যেন সতর্ক হয়ে যায়।

ছকাইয়ের হাসি পায়। তার জ্যাঠার বাড়িতে কত বেড়াল। তাদের সীমানা পার হলেই জ্যাঠার পাকা বাড়ি। উঠোন। গোলায় ধান। বাবার সঙ্গে জ্যাঠার বাক্যালাপ নেই। বাবা মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত। জ্যাঠার বাগানে কত ফল-ফুলের গাছ। তাদেরও ছিল। বাবা অভাবের তাড়নায় বিক্রি করে দিয়েছেন।

এ-সময়টায় আম-জাম শেষ। জ্যাঠার কাঁঠালগাছে কত কাঁঠাল। সে ভাবল, বাগানে ঢুকে যাবে। যদি পাকা কাঁঠাল খুঁজে পায় চুরি করবে।

তার রাগ বাড়ছে। মা তাকে ভালবাসেন না। কিছু ধরলে বাবা তাকে পেটান। দোকানে গেলে বাবার এক কথা, হাত দেবে না। সে ফাঁক পেলেই লেড়ো-বিস্কুট টিন থেকে তুলে পকেটে ভরে ফেলে। মা বলবেন, এত খিদে ভাল না ছকাই। বড় অলুক্ষনে স্বভাব তোর। সারাদিন কেবল খাই খাই।

তার স্বভাব এরকমেরই। কারও গাছের কাঁচা পেয়ারা সে সহজেই পেড়ে দৌড় মারে। ধর, ধর। আর কে ধরে? সে তিন লাফে জঙ্গল পার হয়ে দ্রুত দৌড়ায়। তার নাগাল পাওয়া চিতা বাঘেরও অসাধ্য।

জ্যাঠার বাগানে ঢুকলেই হাঁক, "কে রে? বাগানে কে ঢুকেছিস? ছকাই? দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি। কিছু রাখা যায় না।" বড়দি ছুটে

BanglaBook.org

আসে। তাকে ধরা যায় না। তখন বড়দি চিল্লাবে, "চোর কোথাকার। ধরতে পারলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

মা বাড়ি ঢুকলেই চুলে খামচে ধরবেন। "আবার তুই বাগানে ঢুকেছিলি।" মাকে তখন ছিন্নমস্তা মনে হয়। আঁচল খসে পড়ে। তাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাবেন।

"আর যাবি ?"

"যাব না, মা। তোমার পায়ে পড়ি। আমি আর যাব না। আমাকে মেরো না। মারলে লাগে।"

মা সেই ছিন্নমস্তা। তার কথা শুনতে পান না। সে দু-হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু মা তাকে মারতে-মারতে আধমরা করে ফেলেন।

সে কুপুত্র।

তার কান্না পায় শুধু। এক ভগমান ছাড়া তার কেউ নেই। অথবা জাদুকর। কত আশা করে সে। কোনওদিন পেয়ে যাবে, জাদুর পালক, কিংবা কোনও এক সকালে উঠে দেখবে তাদের পাকাবাড়ি, মা ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, দুটো সন্দেশ সাজিয়ে তাকে খেতে দিয়েছেন।

আসলে এইসব স্বপ্ন সত্য হয় না। তার পাথরগুলি নিয়ে সে তখন একা-একা চালতাতলায় খেলায় মেতে যায়। মাঝে-মাঝে মনে হয়, যে দেবে খেতে, তাকেই সে সব পাথরগুলি দিয়ে দেবে। পাথরগুলি এত বেশি চকচক করে যে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ফেলে দিতে পারে না।

BanglaBook.org

॥ দশ ॥

সকাল থেকে বৃষ্টি। কী বৃষ্টি ! সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। গাছের ডালপালা যেন ভেঙে পড়বে। ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে এবং চারপাশে বর্ষায় গাছগাছালি সবুজ; জঙ্গল, পোকামাকড় বৃষ্টিতে ভিজছে। গোরুটা ভিজছে। বাবা, দাদা বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়ে গেছে। মা উনুনে আঁচ দিতে পারছেন না। কাঠ-খড় সব ভিজে। গোরুর ঘরটার বাবা এবার তালপাতার ছাউনি দিয়েছেন। খড়কুটো গোয়ালঘরের মাচানে থাকে। বৃষ্টির ছাঁটে সব

ভিজে যায়।

ছকাই বই খুলে বসে আছে। কালো মেঘের দাপাদাপি চলছে। মাটির ঘর, ভিটে পাকা হলে কী হবে—দরজা-জানালা কম। জানালায় এমনিতেই আলো আসে না। সে ভাল করে অক্ষরগুলো পর্যন্ত চিনতে পারছে না।

ছোট বোনটা মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ছোট্ট বাটিতে মুড়ি। একটা-দুটো করে দু' আঙুলে তুলে খাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে বসে থাকতে কাঁহাতক ভাল লাগে ! তারপর সকাল হলেই তার যে খিদে পায়। সে খেপে যায়। হঠাৎ কী মনে হতেই বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। লাফ দিয়ে নামল নীচে। মা বৃষ্টিতে ভিজে খালপাড়ে বাসন মাজছে। এই ফাঁকে বাটি থেকে বোনের মুড়ি চুরি করে সব খেয়ে ফেলল।

সে কী করবে ! তার খিদে পেয়েছে।

বাবা কখন ফিরবেন জানে না। মা সকাল থেকেই গজগজ করছেন। বোধহয় ঘরে কিছুই নেই। সে অভাব-অনটন বুঝতে শিখে গেছে।

বোনের মুড়ি খেয়েও তার শান্তি নেই। মা হয়তো বুঝবেন বোনই সবক'টা মুড়ি খেয়েছে। সংসারে নাকি অলুক্ষুনে খিদে ছাড়া আর কিছু নেই। খিদে পেলে বোনটাও কান্নাকাটি করবে। কিছু তো বলতে পারে না। দাদা মুড়ি খেয়ে ফেলেছে নালিশও দিতে পারবে না। চুরি করে বোনের মুড়ি খেয়ে সে কষ্ট পাচ্ছে।

ধুস, যত সব।

সে এক লাফে বারান্দায় বের হয়ে গেল। ঝমঝম বৃষ্টি, যেন এক আশ্চর্য সুমধুর প্রকৃতি আপন মহিমায় তাকে কোলে টেনে নিতে চায়। সে কেন পারবে ঘরে বসে থাকতে।

সে উঁকি দিয়ে দেখল। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর হয়। সে এই ক'দিন আগে জ্বর থেকে উঠেছে। খালপাড়ে ইস্কুলের ঝুপড়ি ঘর। ইস্কুল বন্ধ। ইস্কুলে গেলে পাঁউরুটি পায়। আজ তাও পাবে না। সে টিফিনে রুটিটা পেলেই দৌড়ে বাড়ি চলে আসে। নিজে খায়। বোনকে

BanglaBook.org

খাওয়ায়। পাঁউরুটি পেলে বোনের মুড়ি চুরি করে খেয়েছে বলে এত কষ্ট পেত না। বোনের মুখে পাঁউরুটি ছিঁড়ে দিলেই তার কষ্ট দূর হয়ে যেত।

সে যে কী করবে! এত কষ্ট মানুষের থাকে ভগমান! আমার দুধে-দাঁত মুক্তো হল না, জাদুর পালক পেলাম না। পাতার বাঁশি বুড়োদাদু বানিয়ে দিল। বলল, "তুই ছকাই, জ্যোৎস্না রাতে মাঠে বসে পাতার বাঁশি বাজালে কেউ এসে দেখা করবে। বলবে, আয়। তুই চলে যাবি। সেই তোকে বলে দেবে, অনেক দূরে কোনও ফুলের উপত্যকা পার হয়ে আছে পাহাড়, নদী, ঝরনা, সেখানে পাথর ঠেলে দিলে পেয়ে যাবি রাজকন্যা, সাতরাজার ধন এক মাণিক্য।" সব মিছে কথা। বুড়োদাদু গঙ্গাসাগর থেকে ফিরেই এল না। কে যে কোথায় কখন চলে যায়। আশ্চর্য মায়ায় তার কেন যে কেবল চোখ জলে ভার হয়ে যায়।

পাঁউরুটি ছিঁড়ে বোনটার মুখে দিলে দাদাটা কেবল দ্যাখে। কী বিস্ময় চোখে-মুখে। তখন বোনকে নিয়ে আদর করে। ঘাড়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাখি-প্রজাপতি দেখায়। এমন নীল আকাশ, কিংবা রাতের নক্ষত্ররা গাছের মাথায় আর এমন যার দাদা, এমন যার বোন, এত মায়া—ছকাই অবাক না হয়ে পারে না। খালপাড়, সোনালি ধানের মাঠ, বড় সড়ক, কারবালার জঙ্গল, পঞ্চাননতলায় গঞ্জের মতো দোকানপাট—সবকিছুর মধ্যে সে নিজেকে আবিষ্কার করে কখনও উদাস মাঠে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেই ছকাই বোনের মুড়ি খেয়ে আবার কষ্টে পড়ে গেছে। মা বেলা করে রান্না বসাবেন। খড়কুটোর খোঁজে গোয়ালঘরে আঁতিপাঁতি করে কী খুঁজছেন। একটা শুকনো বাঁশ পেয়েছেন। ওটাই দা দিয়ে কাটবেন। খুব কম কাঠখড়ে মা ভাত-ডাল রান্না করে ফেলতে পারেন। মাকে তখন এত সুন্দর লাগে, সে ভেবেই পায় না, এমন সুন্দর তার মা!

এখন আম-জামের সময়। বাড়ির পেছনে বড়জেঠির ঘরবাড়ি। গাছপালা কত, বাবারও ছিল। এখন নেই। বাবা সব ক'টা গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন। সংসারে টানাটানি চললেই বাবা গাছ বিক্রি করে দেন। চালতাগাছটা শুধু আছে। বড় বড় চালতা হয়।

BanglaBook.org

এ-গাছ বোধহয় কেউ কেনে না। গাহেক পেলে ঠিক বাবা বিক্রি করে দিতেন।

তার আফসোস, জরদার কৌটোয় দুধে-দাঁত কেন যে মুক্তো হয় না। জরদার কৌটো খুলে খেপে যায়, কাচের পাথর বের হয়ে পড়ে। পাথর দিয়ে সে দশ-বিশটা পয়সা পর্যন্ত পায় না।

আসলে সে চায়, বাবার একটা স্বর্গরাজ্য থাকুক। তার কেন যে মনে হত, স্বর্গরাজ্য বাবা পেয়ে গেলে এই দুঃখ-কষ্ট থাকত না। সরকারবাড়ি, পালবাড়ি, যেদিকে সে তাকায়, সবার কত কিছু আছে। পুজোয় নতুন শাড়ি জামাকাপড় হয়, ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ধুনুচি নৃত্য। মিলে যাত্রাগান হয়। লব-কুশের পাঠ করে গৌর-নিতাই। যাত্রাগান দেখতে দেখতে সে একবার ফোঁপাতে শুরু করেছিল।

মা বলেছিলেন, "এই, কী রে! এটা পালাগান। কাঁদতে আছে!"

ছকাই কী করে বোঝাবে, আসলে লব-কুশ নয়। তারা যেন ছকাই-মকাই। মাঝে-মাঝে সেই রাজবাড়ি, রাজসভা এবং কল্পনায় এক আশ্চর্য প্রাচীন সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে হেঁটে যায়। নদীর পাড়ে দেখা হয়ে যায় এক গ্রিক রাজার সঙ্গে, ভারতীয় রাজার।

"আপনি আমার বন্দী।"

"হ্যাঁ, বন্দী।"

"কীরূপ ব্যবহার আশা করেন?"

"সম্রাটের কাছে একজন সম্রাট যেমন ব্যবহার পেতে চায়।"

ছকাই এই লাইনগুলি পড়ার সময়ও কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে নিজেই যেন কোনও গ্রিক সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা নিচু করে নেই। তার উষ্ণীষে সূর্যালোক এসে পড়েছে। নদীর জলে তার ছায়া। পাখিরা নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে! ছকাই বড় আশ্চর্য হয়ে যায়, সেইসব রাজা-মহারাজারা কোথায় চলে গেল?

বাড়িতে বাবার এখন শুধু গাছ বলতে চালতাগাছটা সম্বল। কোণের কাঁঠালগাছটা ছিল। বাবা বিক্রি করে দিলেন। বাড়ির একটা গাছ কেটে নিয়ে গেলে কী কষ্ট কেউ বোঝে না। ছকাই সেদিন বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। চোখের সামনে গাছটা কাটবে, সে সহ্য করতে

BanglaBook.org

পারেনি। বড় সড়কে হেঁটে গেছে, সেদিন যা কিছু দেখেছে, শুধু সজোরে লাথি কষিয়েছে। ছাগল, কুকুর, বেড়াল, কেউ বাদ যায়নি। এমনকী, একটা কচি ডাব রাস্তায় পড়েছিল, তাও লাথি মেরে নালার জলে ফেলে দিয়েছে। যেখানে যা কিছু সুন্দর মনে হয়েছে, দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলেছে। ফুল-লতাপাতা কিছু বাদ যায়নি।

কাঁঠালগাছটায় কত কাঁঠাল হত। রাগ ওর সহজে যায় না। সাঁঝ লাগলে বাবা লণ্ঠন হাতে খুঁজতে বের হয়েছিলেন তাকে। আর মাঠে মাঠে ডেকে বেড়াচ্ছেন, "ছকাই রে, কোথায় গেলি বাবা! বাড়ি আয়।" তখনও কেন চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে আর গাছের নীচে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে না।

সে উঠে দাঁড়ায়। সাড়া দেয়, "যাই বাবা।" তারপরই মনে হয়, মা তার বসে আছেন ঘরে ফিরবে বলে, দাদা হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। সে তখন পাগলের মতো ছুটতে থাকে।

একদিন সে কোত্থেকে একটা কাঁঠালের চারা এনে কাটা গাছটার গুঁড়ির কাছে পুঁতে দেয়। জল দেয়, গাছপাতা পচিয়ে সার দেয়। সেই গাছটা বাড়িতে বড় হচ্ছে। গাছের মায়া বড় মায়া।

গাছটায় কত কাঁঠাল হত। মুড়ি না থাকুক, বাড়িতে কাঁঠাল থাকত। সকালে উঠে মিষ্টি কোয়া মুখে ফেলে দিলে কী সুস্বাদু জীবন। কেউ বোঝে না, এই জীবনের মহিমা!

এবারে কাঁঠালই খাওয়া হয়নি।

বড়জেঠি এক দিন দু' কোয়া কাঁঠাল হাতে দিয়েছিল, সে চুরি করে খেয়েছে। মুখ মুছে বাড়ি ফিরেছে। মা টের পেলে রক্ষে থাকত না।

দিদিদের সঙ্গে মা'র বনিবনা নেই। সীমানায় আমড়াগাছটা নিয়ে বাবার সঙ্গে জ্যাঠার খুনোখুনি হবার উপক্রম। তখন তার যে কী খারাপ লাগে! বাবা-জ্যাঠা দু'ভাই—যেমন ছকাই-মকাই দু'ভাই। সে চিন্তাই করতে পারে না সামান্য একটা আমড়া গাছ নিয়ে দু'ভাইয়ে মারামারি হতে পারে!

আসলে জ্যাঠার কাছে দিদিরাই বাবার নামে লাগায়। সাত কাহন করে করে লাগায়। জেঠু রেলে চাকরি করতেন।

BanglaBook.org

বাড়ির পেছনের দিকটা বড় জ্যাঠার ভাগে। সীমানা সেই কবে ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু আমড়াগাছটার সীমানা বোধহয় ঠিক হয়নি।

ছকাই সীমানা পার হলেই দিদিরা হাঁইহাঁই করে উঠবে।

"এই ছকাই আবার ঢুকেছিস, পা খোঁড়া করে দেব।"

ছকাই একদৌড়ে পালায়। বড়-বড় পা ফেলে এত দ্রুত ছোটে, নাগাল পায় কার সাধ্য। তখন তার মুখে এক কথা, দাঁড়াও না, দেখবে আমাদেরও হবে, কাঁঠালগাছ, আমার জরদায় কৌটোয় দুধে-দাঁত রেখে দিয়েছি, মুক্তো হলে আমরাও একটা ফলের বাগান কিনে ফেলব।

এইসব এখন সে স্বপ্ন ভাবে। দুধে-দাঁত মুক্তো হল না। পাথর হয়ে গেল। ছোট-বড় মিলে উনিশটা পাথর। একটা পাথর সে ছুঁড়ে মেরেছে সেই টাক-মাথা লোকটাকে। লোকটাকে যে কারা খুন করে ফেলে রেখে গেল। মাঝে-মাঝে বড় সড়কের মোড়ে পুলিশের গাড়ি, ওরা কাকে ধরার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝতে পারে না। জেরা করছে, আরও সব কিম্ভূত প্রকৃতির লোক এই অঞ্চলে এসে উদয় হয়েছে। ভিখিরির সংখ্যা বেড়ে গেছে মনে হয়। তাদের বাড়িতেও বড় চুল, গোঁফ-দাড়ি নিয়ে একটা লোক ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল। যেন জ্বলছে চোখ দুটো। সে ভয়ে বারান্দা থেকে নামেনি। মা ভিক্ষা দিলে 'জয় হোক মহারানি' বলে চলে গিয়েছিল—যেন সেই রাবণ রাজা, গণ্ডি আঁকা আছে, সীতা ঠাকরুন ফলপাকুড় থালায় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

তার সেদিন কী ভয়! কারণ মায়ার ছলনাতেই শূর্পণখা সুন্দরী সেজে উদয়। মারীচ স্বর্ণমৃগ হয়ে যায়। রথ, অশ্ব, সব হাওয়ায় মিশে থাকে। দেখা যায় না। মা'কে রথে তুলে নিয়ে যদি যায়, সে কী ভয়! সে তার গুলতি বের করে বারান্দায় ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। মার হাত ধরলেই ফটাস করে পাথর-গুলি দিয়ে কপালে তাক করে মারবে।

সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কত কিছু যে ভাবছে। বৃষ্টি হচ্ছে। গাছপালা বৃষ্টিতে ভিজছে। খাল-বিল, মাঠ জলে ভেসে যাচ্ছে। ইশ, এ-সময় কাঁঠালবিচি ভাজা খেতে কী যে আরাম। কবে গাছটা বড় হবে, আবার কবে কাঁঠালবিচি ভাজা খেতে পারবে ভগমানই বলতে পারেন। এ-বছর

BanglaBook.org

তাদের কাঁঠালই খাওয়া হয়নি। বড় আফসোস!

বোনের মুড়ি খেয়ে ফেলে ভিতরে ছটফট করছে ছকাই। বড়ই অনুচিত কাজ। মা জানেন না, বাবা জানেন না, কেউ দ্যাখেননি। অথচ সে কেন যে মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়।

জ্যাঠার অনেক আম-জাম গাছ। জামরুল গাছ। যে করে হোক, বোনের জন্য আম-জাম-জামরুল গাছতলা থেকে কুড়িয়ে আনবে। তারপর কোলে নিয়ে নিজের হাতে খাওয়াবে। একমাত্র দুর্ভোগ থেকে এ ছাড়া যেন তার আত্মরক্ষার উপায় নেই।

সে এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেলে কেউ টের পাবে না। গাছতলায় গেলে যদি একটা আম পায়, ইশ, কী যে হবে না! সে ভাবতে পারছে না। ঝড়বৃষ্টি অবহেলায় মাথা পেতে নেবে।

একটা আম যদি পায়! একটা জামরুল যদি পায়। পাখপাখালিতে খায়, হনুতে খায়, কেবল সে ধরতে গেলেই যত দোষ, হাহা করে ছুটে আসবে দিদিরা।

"এই চোর কোথাকার, কী নিয়ে যাচ্ছিস দেখি!"

"কিছু না, দিদি।"

"আবার কিছু না বলছিস। দেখা। গাঁট্টা মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব।"

সে ইচ্ছে করলে ছুটে পালাতে পারে। তাকে ধরে সাধ্য কার। কিন্তু ঝামেলা মাকে নিয়ে। সীমানার ওপার থেকে গালাগালি শুরু করলেই মা তেড়ে যাবেন। দিদিদের মুখে তুবড়ি ছুটবে। মাও কম যান না। শেষের ভোগান্তি তাঁর, "তোমাকে নিয়ে শতেক জ্বালা। মরতে পারিস না। এত লোক মরে, তুই মরতে পারিস না। আমার হাড়মাসে কালি ধরিয়ে দিল!" শেষে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাবেন। মেঝেতে মাথা ঠুকবেন, "বল আর যাবি, আর ধরবি। বল, বল। মেরেই ফেলব। এত নোলা। এত বলেছি, সীমানা পার হবি না। কথা কানে যায় না।" মা কেমন মুহূর্তে ছিন্নমস্তা হয়ে যান।

"এদিকে আয়। দেখি কী নিয়ে পালাচ্ছিস!"

"দ্যাখো না।"

BanglaBook.org

দিদিরা তার পকেট হাতড়াবে। হাত খুলে দেখাতে বলবে।

"এই তো জামরুল নিয়েছিস!"

"পড়ে ছিল।"

"পড়ে থাকলেই নিবি। চোর, মিথ্যেবাদী। গাছ কি তোদের! পরের জিনিস নিতে লজ্জা করে না!"

আর সে তখন কী যে করে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। মা শুনতে পান, দিদিরা তাকে তিরস্কার করছে। সে কোনদিকে যাবে তখন ভেবে পায় না। বাড়ি গেলে দূর—ছিঃ, মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে, কিংবা অভিমানে গাছতলায় শুয়ে থাকলে—লণ্ঠন হাতে বাবা তাকে খুঁজতে বের হবেন।

মা'র তখন এক কথা, "আর যাবে?"

"যাব না মা।"

"কেন গেছিলে! বলো কেন গেছিলে!"

"আর যাব না মা। তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে মেরো না মা। বড্ড লাগে।"

মা তবু শোনেন না। মা'র চোখমুখ কেমন পাগলের মতো দেখায়। চোখ লাল হয়। তার মা হন, সে যেন তখন বিশ্বাস করতে পারে না। হাতের কাছে যা পান তাই দিয়ে পেটাতে থাকেন। কপাল ঠুকে দেন মেঝেতে।

সে বারবার এভাবে কতদিন যে মার খেয়েছে। তখনই মনে হত, কোথাও কি কোনও পরিত্রাণের পথ নেই। ম্যান্ডেলা নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে যাবে বলে পালক পেয়ে গেল, কত লোক কত কিছু পেয়ে রাজা-গজা হয়ে যায়, সে কেন কিছু পাবে না। দুধে-দাঁত জরদার কৌটোয় রেখে দিলে মুক্তো হবে, বেশি কী! কিন্তু কিছুই হল না। সব তার দুর্ভাগ্য।

দু-চার দিন সে তারপর আর জ্যাঠার গাছতলায় যায় না। পিঠ কেমন ব্যথা করে। কষ্ট হয় শ্বাস টানতে। জানালায় তখন চুপচাপ বসে থাকে। দূরে শুনতে পায় কেউ যেন ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে চলে যাচ্ছে। শিশুরা পায়ে-পায়ে হাঁটছে। কোথাও আছে মানুষের জন্য যাবতীয় সুখ

BanglaBook.org

সঞ্চিত। একমাত্র সেই ক্ল্যারিওনেট বাজিয়েই জানে সেটা কোথায় কতদূর। তার চোখ কেন যে জলে ভেসে যায়।

জ্যাঠার ভাগে কত গাছ। তাল, লিচু, জাম, জামরুল, নারকেলগাছ। জ্যাঠার অনেক টাকা। কত বাজার করে আনেন। লুচি ভাজার গন্ধ পায় সকালে। তার সেখানে ঘুরঘুর করতে ইচ্ছে যায়। মা'র আতঙ্কে যেতে পারে না। সে লোভ সামলাতে পারে না। খিদের জ্বালায় টিকতে না পারলে পালিয়ে চলেও যায়। গেলে দিদিরাই তার হাতে লুচি দিয়ে বলবে, "ভাগ, পালা।"

সে তখন লুচি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে বসে গপগপ করে খেয়ে ফেলে। চুপিচুপি মুখ মুছে বাড়ি ফিরে আসে। মা টেরই পান না, জঙ্গলে বসে গরম ফুলকো লুচির ভোজন সেরে এসেছে। জঙ্গলের ভিতর এই পালিয়ে খাওয়ার মধ্যে আছে আশ্চর্য মজা, যে বোঝে, সে বোঝে।

মাকে তার মাঝে-মাঝে বড় অবুঝ মনে হয়। তার কী যে দোষ! দিদিরা চোর-মিথ্যেবাদী বলে, আবার দিদিরাই কখনও-সখনও ডেকে বলে, "হাত পাত। নে, খা। পালা।" কেন যে হাতে দিয়েই পালাতে বলে, বোঝে না।

কিন্তু আজ যে সে বোনের মুড়ি চুরি করে খেয়ে বড় কষ্টের মধ্যে পড়ে গেল! ছবিদাদা যদি যায়। ঝড়বৃষ্টিতে কে বের হবে! গেলেও লাল সড়ক ধরে নয়াপাড়া পার হয়ে মিলে চলে গেছে ছবিদাদা। এমন খারাপ দিন যে সে আজ দশবার কান ধরে ওঠবোস করেও দশটা পয়সা আদায় করতে পারবে না। মন খারাপ। শুধু শনশন হাওয়া—বৃষ্টির ছাটে বারান্দা ভিজে গেছে। দমকা হাওয়ায় ঘর মুড়মুড় করে কখন জানি ভেঙে পড়ে।

যদি গাছতলায় কিছু পড়ে থাকে। এই এক আশা কুহকিনী তাকে টানছে। পেলে গোপনে বোনকে খাওয়াবে। মা টেরই পাবেন না।

পাখপাখালিতে কত নষ্ট করে, সে তুলে আনলেই দোষ। যেন জেঠুর সর্বস্ব নিয়ে সে পালাচ্ছে।

মা শুকনো বাঁশ কাটছেন গোয়ালঘরে।

BanglaBook.org

সে ছুটে ঝড়-বাদলার মধ্যে বের হয়ে গেল। ঝড়-ঝাপটা, বৃষ্টি সব অগ্রাহ্য করে যাবার সময় দেখল, জ্যাঠার কোঠাবাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ।

মা টের পাননি। পেলে তারস্বরে গালাগাল শুরু করে দিতেন। "আসুক তোর বাবা। এই ঝড়-বাদলায় বের হচ্ছিস! জ্বর থেকে উঠলি। পাখা গজিয়েছে।"

শুধু কী তাই! কোথায় যাচ্ছে টের পেলে রক্ষা থাকত না।

কিন্তু কষ্ট। বোনের মুড়ি সে চুরি করে খেয়েছে। মা'কে বলতে পারবে না তার হাভাতে দাদাটা সব চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। সে বৃষ্টিতে ভিজছে। গাছের একটা ডাল মটমট করে ভেঙে পড়ল। দু'বার আছাড় খেয়ে উঠে দাঁড়াল। কাদায় লেপটে গেছে প্যান্ট-জামা। জাম-জামরুল শেষ হবার মুখে। আমের মরসুমও চলে গেছে। তবু ভগমান যদি দয়া করেন। কোথাও যদি কোনও ফলপাকুড় তার জন্য রেখে দেন। মানুষের তো তিনি ছাড়া আর কেউ দেখার নেই। তুলসীতলায় সে মা-বাবার সঙ্গে বসে পিদিম জ্বালিয়ে যখন গায়, 'কহ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' তখন তাঁর কৃপার কথা আরও বেশি টের পায়।

সে বৃষ্টিতে ভিজছে আর গাছতলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। দু'বার বাজ পড়ল। সে জানে দোহাই জয়মুনি বললে, মাথায় বাজ পড়ে না। সে দৈব থেকে আত্মরক্ষার নানা কৌশল ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছে। ঝড়-বাদলা, জঙ্গল, জ্যোৎস্না রাতে একা হেঁটে বেড়ালেও ভয় পায় না।

ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকালেই, কড়কড় করে আকাশ ফুটো করে বজ্র নেমে আসে। সে ভয় পায় না। সে কানে হাত চাপা দিয়ে গাছতলায় বসে থাকল। আবার উঠল। বলল, "ভগমান দে। আমার বোনটা না খেয়ে আছে। কিছু দে।"

কত গাছ জ্যাঠার। লিচুতলায় দেখল কিছু নেই। গাছ সাফ। থাকবে কী করে!

ঝোপে-জঙ্গলে সে হেঁটে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলে শরীর ভিজে গেছে তার। হুহু করে শীতে কাঁপছে। দাঁত ঠকঠক করছে। কী দুর্যোগ শুরু

BanglaBook.org

হয়েছে। যেন ভগমান তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছেন।

নারকেলগাছতলায় দু'বার সে দুটো নারকেল পেয়েছিল। ঝুনো নারকেল। আর কী বড় !

সে শুধু বলছে, দাও ভগমান দাও। আমার বোন কথা বলতে পারে না। কথা বলতে পারলে কষ্ট হত না। দাদাটা যে তার হাভাতে বুঝতে পারত। সে কিছুই বোঝে না।

বোনটা শুধু কাঁদরে। মা বুঝবেন না ওর খিদে পেয়েছে, কিছু খায়নি। না খেলে খিদে কেন পায় ভগমান !

মা-বোনটাকে মারবেন। বড় জেদ মা'র ; একদণ্ড মার মুখে হাসি থাকে না। মুখ ভার করে থাকে। আমার মা'র সুমতি দাও। গরিব মানুষের আর কে আছে ভগমান। দাও না, পাথরগুলি মুক্তো করে। তুমি এত করতে পারো, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, তুমি আছ বলেই তো। আর সামান্য ক'টা দুধে-দাঁত মুক্তো হয়ে যেতে পারে না। এ-কথা তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো !

মা ছোট বোনটাকে মারলে সে থামের আড়ালে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে। খিদে পেলেই বোনটা কাঁদে। মা কী নিষ্ঠুর হয়ে যান। যেন অভাবের যাতনায় মা'র মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

সে খিদে পেলে অবশ্য কাঁদে না। আগে সেও ঘ্যানর ঘ্যানর করত। মা'র শাড়ির আঁচল ধরে টানত। মা'র পিছু-পিছু ঘুরঘুর করত। মা ঘ্যানর ঘ্যানর সহ্য করতে না পারলে—যেই তেড়ে আসতেন অমনি ছুট। সেই কবে থেকে সে দৌড়য়। সে হাওয়ার আগে ছোটে।

এখন বড় হয়ে গেছে বলে খিদে পেলে কাঁদে না। মাকে জ্বালায় না। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। ঝোপ জঙ্গলে বুনো ফল তুলে খায়। খিদে পেলে জবাফুলও চিবিয়ে খায়। এই ফুল খাওয়া যে দ্যাখে, সেই বলবে, "দ্যাখ, ছকাইয়ের কাণ্ড ! ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে। বোনটা ফুল পর্যন্ত খেতে পারে না।"

তাল পড়লে শব্দ হয়, নারকেল পড়লে শব্দ হয়, আম পড়লেও। আম-জাম-জামরুল শেষ। কোনও শব্দ নেই। সে ঘুরছে। যদি কোথাও কোনও বৃক্ষে তার জন্য কিছু থেকে যায়। বাগানে কাঁঠাল ছাড়া

BanglaBook.org

আর কিছু নেই। পাকা কাঁঠালের গন্ধ। ছকাই নাক টানল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। গাছে কাঁঠাল পেকে থাকে যদি। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে পারল না। শরীর পিছলে যাচ্ছে। গাছের দিকে তাকিয়ে কাঁঠালের সুঘ্রাণ পায় না। ঝোপে-জঙ্গলে উঁকি মারলে মিষ্টি গন্ধ—চারপাশে এত সুঘ্রাণ—সে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে থাকল। সে এই গাছপালা জঙ্গলে মানুষ, পাকা কাঁঠালের ঘ্রাণ তাকে নেশার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বুক ধুকপুক করছে। একটা আস্ত কাঁঠাল, ভাবা যায় না।

সে গাছতলায় পোকামাকড়ের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। ঝোপ ঠেলে উঁকি দিচ্ছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, বর্ষায় গাছতলা আগাছায় ছেয়ে যায়। কাঁঠালগাছ সারি-সারি। কোথায় পড়ে আছে কে জানে ! বারবার দূরে জ্যাঠার বাড়িঘর দেখছে—জানালা-কপাট বন্ধ। দুর্যোগে দরজা-জানালা খুলতে সাহস পাচ্ছে না। ভগমান সহায়। ভগমান সহায় না হলে এতক্ষণে সে ধরা পড়ে যেত, আর তেনার ইচ্ছেতেই সে দেখল, পড়ে আছে। সত্যি বিশাল একটা কাঁঠাল সে তুলে নিয়ে যাবে বলেই জঙ্গলে পড়ে আছে। এসব ক্ষেত্রে ছকাই যা করে, দৌড়ে যায়, বুকে টেনে তোলার চেষ্টা করে—যা ভারী—পারছে না। ভাগ্যিস, দিদিরা টের পায়নি। পাকা কাঁঠাল গাছ থেকে নিঃশব্দে পড়ে থাকে। কোনও শব্দ হয় না।

বৃষ্টিতে সে নেয়ে যাচ্ছে। কাঁঠালটা জঙ্গলের ভিতর থেকে টেনে আনার সময়ই সে দেখল, পুকুরপাড়ে খেজুরতলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আবছামতো, বৃষ্টির ঘন ছাটে কুয়াশার মধ্যে ভেসে গেলে যেমন দেখায়, তেমনই—মানুষটার গায়ে বর্ষাতি। মাথায় টুপি। পায়ে কালো গামবুট। আরে, লোকটা এভাবে একবার আবছা হয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। তার অসীম সাহস, এমন নির্জন বন-জঙ্গলে কোনও বাবুমানুষকে দেখলেই ভয়—তার উপর বর্ষাতি গায়, সে কাঁঠালটা মাথায় নিতে পারছে না। ভারী।

রহস্যময় লোকটার চেয়েও কাঁঠালটা তার জরুরি, জঙ্গল থেকে টেনে বের করে আনছে, আরে, লোকটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। আসুক

BanglaBook.org

না ! কী চায় ! পাশে ইটের পাঁজা। কাঁঠালটা টেনে এনে সে ইটের পাঁজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা ছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

লোকটার বর্ষাতি গায়। মাথায় টুপি। পায়ে গামবুট, একেবারে সামনে উদয়।

"কোথায় থাকিস ?"

লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বেড়ালের চোখ। ছকাই দূরে তাদের ঘরটা দেখাল।

"ধর। মাথায় তুলে দিচ্ছি। হাঁ কর তো, তোর মুখ দেখি।"

"ক'টা তোর দুধে-দাঁত পড়েছে ? সব !"

ছকাই হাঁ করে মুখ দেখাল, এ আবার আর-এক পাগল মনে হয়। লোকটা এত ভাল। সে বলল, "দাও না। দাও।" আর তখনই সেই ঘ্রাণ ! জরদার কৌটো খোলার সময় কড়া নেশার গন্ধ পেয়েছিল, লোকটা রুমাল বের করছে। তার মাথা ঝিমঝিম করছিল, আর তখনই কোথা থেকে আলিসান এক ভুজঙ্গ ফণা তুলে লোকটার মুখের সামনে দুলতে থাকল, ইটের পাঁজা থেকে বের হয়ে এসেছে। লোকটা নড়তে পারছে না। আসলে কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধে সাপটা বের হয়ে আসছে। কিন্তু এ কী, সাপটা প্রায় মাথাসমান উঁচু হয়ে গেল। আর হাতে ছোবল বসিয়ে দিতেই পড়ি-মরি করে ছুটছে লোকটা।

সে বলল, "দোহাই আস্তিকমুনি !" গোখরো সাপটা এবারে মাথা নিচু করে ইটের পাঁজায় আবার ঢুকে যেতেই দেখল, লোকটা সেই ঘন বৃষ্টির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সে জানে শেয়াল খায় কাঁঠাল। মানুষে খায়। সাপে খায় কি না জানে না। যদি খায় রাগ হতেই পারে। ভোগের কাঁঠাল সে নিয়ে পালাচ্ছে।

ছকাই ইটের পাঁজার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাগ কোরো না, আমার বোন দু'কোয়া খাবে। তোমাকেও দু'কোয়া দিয়ে যাব।"

আলিসান ভুজঙ্গ কী ভেবেছে কে জানে। ইটের পাঁজা থেকে আর বের হচ্ছে না। আসলে এমন বিষধর ভুজঙ্গও টের পায় তার বোন না

BanglaBook.org

খেয়ে আছে—খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। কেমন চুপচাপ সব। শুধু ঝোড়ো হাওয়ায় ডালপালা দুলছে, কচুর ঝোপে বৃষ্টি পড়ছে টাপুর-টুপুর, যেন পাতাগুলি হেলেদুলে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা বলছে। কচুর বনে বড়-বড় ফোঁটায়, বৃষ্টি হলে আশ্চর্য এক জলতরঙ্গ বাজনা বাজে। কিন্তু সেই রহস্যময় মানুষটা সত্যি ঝাপসা বৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে গেল ! সাপের ছোবল খেয়ে দৌড়েছে।

আশ্চর্য, সাপটা পর্যন্ত তার বোন না খেয়ে আছে টের পেয়ে গেছে, কেবল দিদিরা পায় না। জ্যাঠা পায় না, জেঠি পায় না। দোহাই আস্তিকমুনি বললে সাপ কিছু করে না, বাবা বলেছেন। বাবা অন্ধকারে মাটির উপর দিয়ে আসার সময় কতদিন দেখেছে, বিড়বিড় করে বকছেন বাবা। তাদের ঘরে এই সেদিন একটা গোখরো ঢুকে গিয়েছিল। লঙ্কা পোড়া দিয়েছে, যায়নি। পদ্মপুরাণ পাঠ করতেই গোখরো মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল।

সে কাঁঠালটা নেবে কী করে বুঝতে পারছে না, এত বড় কাঁঠাল, একা মাথায় তোলাও কষ্ট। সে জানে, মাকে খবর দিলে ঠিক চুপিচুপি চলে আসবেন। কিন্তু বাড়ি থেকে ফিরে যদি দ্যাখেন নেই !

সে কোনওরকমে দু' হাতে বুকের কাছে টেনে তুলল কাঁঠালটা। তারপর এক ঝটকায় মাথায় তুলে ফেলল। মাথায় কাঁঠালের কাঁটা বিঁধছে। কিছুই সে পরোয়া করছে না। এত খুশি সে, কাঁঠাল মাথায় তুলে নিতেই ভুলে গেল সেই রহস্যময় মানুষ এবং আলিসান ভুজঙ্গের কথা। একটা আস্ত কাঁঠাল মাথায় নিয়ে সে দৌড়চ্ছে—এত বড় সুখবর ছকাইয়ের জীবনে আর কখন কে দিয়েছে ! ঘুরপথে বাড়ি ঢুকে ডাকল, "মা, দ্যাখো, কী এনেছি !"

মা তাজ্জব।

সে বলল, "মা, দু'কোয়া খাব !"

"শিগগির ভিতরে যা। ইশ, কী ঠকঠক করে কাঁপছিস। তুই কী রে, ভয়ডর নেই ! ডালপালা মাথায় ভেঙে পড়লে কী হত। কাঁঠালটা মাথা থেকে নামিয়ে মা ওর গা মুছে দিলেন। প্যান্ট খুলতে গেলে সে হাতে চেপে ধরল।

BanglaBook.org

"কী যে করো না।"

মা যে কী, বোঝেন না। ছকাই বড় হচ্ছে। ছকাই নিজেই গামছা নিয়ে প্যান্ট খুলে একটা ছেঁড়া খোঁট পরে ফেলল। তার তো খুশির সীমা নেই।

মা-ও খুশি খুব। বললেন, "কোথায় পেলি ?"

"জ্যাঠার গাছতলায়। জানো মা এত বড় একটা সাপ। একটা লোক। বর্ষাতি গায়। আমার মাথায় কাঁঠালটা তুলে দিতে গিয়েই ছোবল খেয়ে পালাল ! কারবালার জঙ্গলের দিকে ছুটে গেছে।"

মা'র মুখ সহসা এত বিবর্ণ হয়ে গেল কেন, বুঝতে পারল না। বললেন, "লোকটা তোকে কিছু বলল ?"

"খুব ভাল মা। কেবল বলল, তুই কোথায় থাকিস রে ?"

ছকাইয়ের মনে হল, মা কিছুটা যেন হালকা হয়ে গেছেন। বললেন, "তুই দেখেছিস ছোবল খেয়েছে।"

"মনে হল।"

"সাপের ছোবল খেলে কি কেউ দৌড়তে পারে ? ঢলে পড়বে না। কী দেখতে কী দেখেছিস !"

এই ঝোপ-জঙ্গলে ছকাই ঘুরে বেড়ায়, ছুটে বেড়ায়। সবাই বলে ছকাই হাওয়ার আগে ছুটতে পারে। ডর লাগে, কখন কিসে খাবে। তবু এত বড় আস্ত কাঁঠাল—বকতেও পারলেন না।

সে শুধু বলল, "মা, দু'কোয়া খাব ?"

"খা।" মা নিজেই দু'কোয়া কাঁঠাল বের করে বললেন, "নে, খা।"

সে তার বোনকে কোলে নিয়ে বসল। একটুও নিজে খেল না। বোনকে খাওয়াল। তার যে কী আনন্দ ! এই বৃষ্টি, এই ঘর, মা-বোন বাবা-দাদা সব মিলে আশ্চর্য এক জীবনরহস্য, সে এখন বাবা-দাদা ফিরে না এলে শান্তি পাচ্ছে না। তার এত বড় বিজয়ের খবর বাবা দাদা ছাড়া কে বুঝবেন। বাবাকে এত বড় রাজ্যজয়ের খবরটা দেবার জন্য বারবার বারান্দায় বের হয়ে দেখছে, বাবা ফিরছেন কি না, দাদা ফিরছে কি না ! আর বলছে, "বাবাকে দেবে মা। তুমি খাবে। দাদা খাবে। বোন খাবে।"

BanglaBook.org

সে আজ প্রথম নিজে খাবে বলতে পারল না।

॥ এগারো ॥

বাঁধের উপর জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। তিনজন পুলিশ-অফিসার জিপ থেকে নেমে গেল। গায়ে সাদা পোশাক। জরদার কৌটোর দুধে-দাঁত উদ্ধার করা গেছে। কিন্তু কার দাঁত। কুখ্যাত সেই চক্রের প্রায় সবাইকে তুলে নিতে পেরেছে। ছবি মিলিয়ে শনাক্ত করা গেছে, সেই লোকটা, যার নাম গিরিধারীলাল। তার লাশ পাওয়া গেছে কবরখানার জঙ্গলে। কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। ময়না তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা। সংবাদপত্রগুলিতে রোজ খবর বের হচ্ছে। কিন্তু কেন এইসব হত্যাকাণ্ড, তার কিনারা করা যাচ্ছে না। কারণ চক্রের কাউকে জীবিত অবস্থায় ধরা যায়নি। শুধু একজনের পকেটে ছিল এই জরদার কৌটো। সেটা একটা সূত্র হবে এই ভেবেই তারা সঙ্গে রেখেছে দাঁতগুলি। এখনও যে কুখ্যাত চক্রের সবাই ধরা পড়েছে, সে-কথাও ঠিক বলা যাচ্ছে না। তবে তারা যে এ-অঞ্চলেই ঘুরঘুর করছে, এ-ধরনের সূত্রও আবিষ্কার করে ফেলেছে। ছোট একটা মানচিত্র, একটা ঘর এবং পিছনে চালতা গাছের বর্ণনা আছে। সেটা কোথায় খুঁজে বার করতে পারেনি। সড়কের দু'পাশের গ্রাম-গঞ্জে এমন বাড়ি কার খোঁজখবর নিয়েছে। কেউ মুখ খুলছে না।

নেপাল দাসও মুখ খোলেননি। পুলিশের তাড়া বাঘের দেখা সমান।

তিনজন পুলিশ-অফিসারই সহসা দেখল, ছোট্ট এই বছর দশ-বারোর ছেলে টিবি-নালা পার হয়ে চিতাবাঘের মতো ছুটছে। তাকে ধরার জন্য কারা যেন তাড়া করছে দূর থেকে দেখতে পেল। তারা অবাক হয়ে গেছে, কী ক্ষিপ্ত গতি ছেলেটির। যেন তাড়া খেয়ে হাওয়ার আগে ভেসে যাচ্ছে। ওরা তিনজন সেদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটছে। এরা যদি সেই হয়, যদি জানে, দুধে-দাঁত পড়েছে, এমন ছেলে সেই এবং নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে না পেলে এভাবে কেউ কাউকে তাড়া করে না।

BanglaBook.org

আশ্চর্য, তারা যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে ছেলেটির মুখে কোনও ত্রাসের লেশমাত্র নেই। নালা খাল ডোবা টিবি পার হয়ে কোমর বাঁকিয়ে ধুনুচি নৃত্য দেখাচ্ছে লোক দুটোকে। বিশাল মাঠ, খাঁ খাঁ করছে। কোনও ফসল নেই। কাঁটা গাছ আর উঁচু-নিচু টিবি। কখনও চোখের আড়ালে পড়ে যাচ্ছে, আবার হাওয়ায় ভেসে উঠছে। এ-হেন দৃশ্য দেখতে-দেখতে মাঝারি গোছের পুলিশ অফিসারটি নড়তে পারছে না। থ হয়ে গেছে। তার মাথার মধ্যে খেলা করছে আর-এক জাদুকরের ছবি। সে যে জানে জীবনে আছে হরেকরকমের জাদু—কে কোথায় কখন আবিষ্কার করে ফেলবে কেউ বুঝি জানে না।

ছেলেটির জীবন বিপন্ন। তার চেয়ে বড় কথা, মাথার মধ্যে বিশাল স্টেডিয়াম ঝপাত করে নেমে পড়ল। সে তো খুঁজে বেড়াচ্ছে, লক্ষ কোটি টাকায় যার দাম হয় না। তার যে কী হল, সে ছুটতে থাকল। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। এদিকেই আসছে। লোক দুটো জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে। আর সেই দেখে ছেলেটার কী হাসি। সে জানেই না, কেউ তাকে অপহরণ করার জন্য কোনও ফাঁদ ফেলেছে। ছবি মিলিয়ে দেখল, কারণ খুব কাছে এসে গেছে, দুপুরের রোদে ভয়ঙ্কর তেজ। গাছপালা পুড়ছে মনে হয়।

আর তখনই ছেলেটি পালাতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে খপ করে ধরে ফেলতেই ছকাই অবাক। সে বলল, "আমি কিছু করিনি। লোক দুটো আমাকে বলল, মুড়কি খাওয়াবে। মুড়কি খাওয়াবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। আমার মুখ দেখল। দুধে-দাঁত পড়েছে ক'টা জিজ্ঞেস করল। আমি আর কিছু করিনি। সত্যি বলছি আমার কোনও দোষ নেই। দাঁতগুলি জরদার কৌটোয় রেখে দিয়েছিলাম। ডিম ফুটে ছানা হয়, বীজ পুঁতলে গাছ হয়, জরদার কৌটোয় দুধে-দাঁত রাখলে মুক্তো হয়। আমার কোনও দোষ নেই। সত্যি বলছি। মুক্তো হয়নি, পাথর হয়ে গেছে। একটা ছুঁড়ে মেরেছিলাম, টাকমাথার লোকটাকে। আর সবই আমার টিনের বাক্সে পড়ে আছে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কোনও দোষ নেই। আমি বাড়ি যাব।

আর তখন ছকাই অবাক, দেখছে দূরে জিপ দাঁড়িয়ে। তাকে যারা

BanglaBook.org

তাড়া করছিল তাদের জিপে তোলা হচ্ছে।

তখনই হুইসল বেজে উঠল।

জিপ এদিকে এগিয়ে আসছে। সে এবারে কেমন ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল, "আমার কী দোষ, আমাকে কেন তাড়া করেছে। আমি কিছু করিনি। সত্যি বলছি, আমার কোনও দোষ নেই।"

মাঝারি অফিসারটির বড় খারাপ লাগছিল ছকাইকে কাঁদতে দেখে। বলল, "ভয় কী খোকা! আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না। তোমার নামটি কী?"

"ছকাই। বাবা-দাদা সবাই ছকাই ডাকে। স্কুলের নাম সুখময় দাস।"

"বাবার নাম কী, বাবা কী করেন? কোন্‌দিকে থাকো? কোনও ভয় নেই। এই তোমার জরদার কৌটো।"

ছকাইয়ের কী আনন্দ। সে একেবারে ছোঁ মেরে নিয়ে বলল, "আমার, আমার কৌটো।" তার চোখে আর জল নেই।

ছকাইয়ের ধারণা, তবে তার কৌটো চুরি করে একটা ফল্‌স কৌটো কেউ রেখে গেছে। সে তাড়াতাড়ি কৌটো খোলার জন্য হামলে পড়ল। যদি সত্যি দুধে-দাঁত মুক্তো হয়ে যায়।

পুলিশ-অফিসারটি এই সরল বালকের ব্যবহারে ভারী মুগ্ধ। আর তখনই আবার সেই বিশাল স্টেডিয়াম, জাতীয় পতাকা নিয়ে মার্চ পাস্ট, হাজার লক্ষ দর্শক, কেউ চিতাবাঘের চেয়ে দ্রুত দৌড়য়। আকাশে বেলুন উড়ছে রং-বেরঙের। রবিশঙ্করের সেতার, হাজার লক্ষ মানুষ দেখছে, কেউ দৌড়য়। তার মনেই নেই, সে এসেছে এখানে এক কুখ্যাত আন্তর্জাতিক স্মাগলারদের ঘাঁটি ভেঙে দিতে। দৌড়ে তার নিজেরও আছে জাতীয় রেকর্ড। খেলাপাগল মানুষ সে। কিন্তু এ যে এক আশ্চর্য হীরক-খণ্ড, যার দাম লক্ষ কোটি টাকার চেয়ে বেশি, চিতাবাঘের মতো দৌড়য়, চিতাবাঘ।

জিপটা পাশে এসে দাঁড়ালেও হুঁশ নেই। মাঝারি পুলিশ অফিসারটি যেন স্বপ্ন দেখছে।

"এই সেন, চোখ বুজে আছ কেন?"

BanglaBook.org

"হুঁ।"

তারপরই সংবিৎ ফিরে পাবার মতো হঠাৎ উল্লাসে দু'হাত উপরে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "মার দিয়া কেল্লা।"

কে জানে কার কোথায় কী আবিষ্কার। চারপাশ থেকে তখন লোকজন জড়ো হচ্ছে। দু'জনকে আটক করে পুলিশ তুলে নিয়েছে জিপে। আরও দুটো জিপ ছুটে এসেছে, জিপ দুটোয় সিপাই ভর্তি।

ছকাই হঠাৎ কেন যে ভড়কে গেল। ভড়কে গেলেই সে পালাতে চায়। তাকে নিয়ে এরা কোথায় যাবে। আতঙ্কে মুখ আবার শুকিয়ে উঠছে। সে তো কোনও খারাপ কাজ করেনি। জরদার কৌটো খুলে যে দেখবে তারও উপায় নেই।

একজন অফিসার বললেন, "সেন, ছেলেটি কিছু বলেছে?"

"বলেছে। জরদার কৌটো তার, দুধে-দাঁত তার। ও একটা বড় কৌটো পেয়েছে। ওতে নাকি সব ছোট-বড় উনিশটা পাথর আছে। তবে আমি ওসব ভাবছি না। জানেন না, কতকাল থেকে খুঁজছি, কত গাঁয়ে গঞ্জে শহরে ঘুরেছি। তদন্তের সূত্রে যেখানে গেছি..."

"তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। খেলাপাগল মানুষ তুমি, কেন যে এ-লাইনে মরতে এলে!"

পঞ্চায়েত-প্রধান থেকে সড়কের দু'পাশের কেউ বাদ নেই, যে ছুটে আসেনি।

এস. পি. বললেন, "এখন আমাদের সেই পাথরগুলি দেখা দরকার। খোকা পাথরগুলি আছে তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ। থাকবে না কেন? আমার একটা টিনের বাক্স আছে।" তারপরই থেমে বলল, "দশটা পয়সা দাও, তবে বলব।"

"দশটা পয়সা দিয়ে কী করবে?"

"মুড়কি খাব।"

সেন বলল, "সার, ঘুষ চাইছে।" বলে হাহা করে হাসল।

আর তারপর অবাক, টিনের বাক্সে টিকটিকির ডিম, বাসের টিকিট, গুলতি, মাটির পোড়া গুলি, ভাঙা রথের চাকা, পাতার বাঁশি, আর সেই উজ্জ্বল সব হীরক। কোটি টাকার হিরে—বে-হাত হয়ে যেতেই চক্রের

BanglaBook.org

মাথা খারাপ। যাকে-তাকে খুন।

ছকাইয়ের খুব দাম বেড়ে গেছে, আরে এ কী ছেলে রে বাবা। ছকাই বলছে, সে তার জরদার কৌটো দেবে না। ওটা রেখে দেবে। ওটা তার। সে তো পাথরগুলি দিয়ে দিতেই চেয়েছিল, কেউ নেয়নি। নেপাল দাস বাড়ি ফিরে হতবাক। কীসব শুনছেন, এবং এইসব খবর কিংবদন্তির শামিল, হাওয়ার আগে, ছড়িয়ে পড়ে। ছকাইকে পাথরগুলির পরিবর্তে কেউ দশ-বিশটা পয়সা দেয়নি পর্যন্ত।

ছবিদাদা সাইকেলে ছুটে এসে সহসা চিৎকার করে বলল, "ওরে পাগলা ছেলে, দুধে-দাঁত কখনও জরদার কৌটোয় রাখলে মুক্তো হয় না রে। আমি কেন যে তোকে বলতে গেলাম, কোন সাপের গর্তে হাত দিয়ে শেষে বসে থাকলি!"

সেন ডাকলেন, "সুখময়, তোমার জরদার কৌটো আমরা ফিরিয়ে দিয়ে যাব। ওটা দিয়ে দাও। পুলিশ-মামলায় দরকার পড়বে।" ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি ওর কে হন?"

"কে যে হই জানি না। ছকাই বলতে পারবে। আমি এটুকু বলতে পারি ওর প্রতিবেশী আমি।"

ছকাই লাফিয়ে ঘরে ঢুকছে, বের হচ্ছে। নেপাল দাস মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। এ কী করলি রে ছকাই, ঘরে শেষে পুলিশ। চোর ছ্যাঁচোড় আমরা! লোকে কী বলবে, কীসব কার কাছ থেকে নিয়ে এলি, পাথরটাথর, বলছে হীরক খণ্ড রে, ও দিয়ে আমাদের কী হয়, কী সর্বনাশ করলি রে তুই ছকাই।"

ছবিদাদা না পেরে এক ধমক। "কী মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছ।"

"ওরে ছবি, জানিস না, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। গারদে পুরে দেবে আমাদের। আমার দোকানটার কী হবে রে!"

ছকাইয়ের ভ্রুক্ষেপ নেই। তার হঠাৎ কী মনে হতেই বলল, "মা তোমার কাছে দুটো আছে। কানের ফুল করবে বলে নিয়েছিলে!"

সেন শুধু ছকাইকেই দেখছে। সেন ছকাইয়ের হাঁটাচলা, ছোটা, পায়ের পেশি এবং পায়ের পাতা কতটা ছড়ানো দেখতে-দেখতে আশ্চর্য এক আবিষ্কারের নেশায় যেন ঘুঁদ হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এর কিছুদিন পর অঞ্চলের এম. এল. এ., পঞ্চায়েত-প্রধান আরও মানুষজন হাজির। সরকারের চিঠি। সেই অফিসারটিও হাজির। সুখময় দাসের জন্য সরকারি বৃত্তি। তার খাওয়া-পরা, স্কুল-খরচ সব কিছুর ভার সরকারের। নেপাল দাস হতবাক। এত টাকা দেবে সরকার মাসে-মাসে ! এত টাকা ! তফিলে টান পড়বে না !

তারপর আবার সরকার থেকে চিঠি। ছকাই কোনও দূর জায়গায় চলে যাবে। ক্যাম্প বসবে। ছকাইকে সেখানে তিন মাস থাকতে হবে। নেপাল দাস সোজা বলে দিলেন, "না, যাবে না। সরকার কী ভেবেছে ! আমি কেনা গোলাম, ছকাই কেনা গোলাম। টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে ! হুঁ।"

ছবি বলল, "নেপালদা, তুমি পাগল আছ।"

"আমি পাগল আছি, আমার দুধের বাচ্চাটাকে নিয়ে সরকারের টানাটানি। এই যে বিমল চক্রবর্তী, তোমাদের বিমলদা দাঁড়িয়ে আছে, একটা ঘর চাইলাম, বলল হবে না। কার হয় আমরা জানি না মনে করিস।"

বিমল চক্রবর্তী বলল, "হবে। পাবে। তুমি বুঝতে পারছ না কী আমাদের সৌভাগ্য। ছকাই শুধু তোমার নয়। সে সবার।" বলতে বলতে গর্বে তার কেন যে বুক ভরে গেল। সেই সেনবাবু, অর্থাৎ অ্যাথলেটের কোচ ভদ্রলোকটি যা বলে গেল—শুনে সে হতবাক হয়ে গেছে। বলে গেছে, "এ এক বিস্ময়-বালক। এত দৌড়য়, জিপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে, কী করে সম্ভব আমি বুঝি না। নেপাল, পাগলামি কোরো না। সুখে থাকবে।"

অগত্যা নেপাল আর কী করে। শেষমেশ বলল, "অর মারে জিগান। কী কয়। ছকাইরে কন, আমি কিছু জানি না।"

সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ছবি ডেকে বলল, "শোন ছকাই, আমি তোর সঙ্গে যাব। কোনও ভয় নেই। গেলে দেখবি, তোর মতো কত ছেলে-মেয়ে এসেছে। তিন মাস পর জুনিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান প্রতিযোগিতা। তুই আমাদের স্কুল থেকে যাচ্ছিস। কাগজে কত বড়-বড় ছবি বের হবে।"

BanglaBook.org

ছকাই বড়-বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। তার বোন মা দাদাকে ফেলে যেতে হবে। কোন সুদূরে সে জানে না। সামনের খাল পার হয়ে গেলে বড় সড়ক, গাছপালা, পাখি, ঋতু বদলের ছবি, তার চেনা আকাশ, তার লাল সড়ক, কারবালার জঙ্গল ফেলে সে চলে যাবে। সে লুকিয়ে কাঁদছে, আর জামাপ্যান্ট পরে টিনের বাক্স হাতে নিয়ে বের হলে ছবিদাদা বলল, "এটা নিচ্ছিস কেন সঙ্গে ? কী আছে এতে ?"

ছকাই খুলে দেখাল, আছে, তার সব মহামূল্য সম্পদ, দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বাসের টিকিট, টিকটিকির ডিম, পোড়া মাটির গুলি, গুলতি, ভাঙা রথের চাকা, পাতার বাঁশি।

ছকাইয়ের ছবিদাদাও পারল না সহ্য করতে দৃশ্যটা। মুখ ফিরিয়ে নিল। ঠোঁট চেপে কান্না সামলাচ্ছে, কতদিন একঠোঙা মুড়কি খাবে বলে নিজেই কান ধরে দশবার ওঠবোস করেছে। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে দিয়েছে, না থাকলে দেয়নি। ছকাইয়ের এখন আসল মাঠে দৌড় শুরু হবে।

ছবি হাত ধরে জিপে তুলে দেবার সময় শুধু বলল, "ছকাই তোকে কত কষ্ট দিয়েছি। মনে কিছু করিস না। জরদার কৌটোয় দাঁত রাখলে শুধু মুক্তো হয় না, হিরেও না, তার চেয়েও বেশি কিছু রে !"

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org